Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১৭তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা

সেপ্টেম্বর ২০১৪

Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

১৭তম বর্ষ : ১২তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০১৪

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২

✡ **প্রবন্ধ :**

- হাদীছের অনুবাদ ও ভাষ্য প্রণয়নে ভারতীয় উপমহাদেশের আহলেহাদীছ আলেমগণের অগ্রণী ভূমিকা *(শেষ কিস্তি)* ০৩
  -অনুবাদ: নূরুল ইসলাম
- হজ্জ সম্পর্কিত ভুল-ত্রুটি ও বিদ'আত সমূহ ০৬
  -মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
- কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ঈমান *(২য় কিস্তি)* ১০
  -আব্দুল মতীন

✡ **হকের পথে যত বাধা :** ১৫

✡ **হাদীছের গল্প :** ১৭
মুসলমানদের নাহাওয়ান্দ বিজয়

✡ **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :** ১৯
- শাফীক বালখী কর্তৃক বাদশাহ হারূনুর রশীদকে উপদেশ
- ফুযায়েলের উপদেশ

✡ **চিকিৎসা জগৎ :** ২০
- ব্যথা কমাতে ৮ খাবার
- কিসমিসের উপকারিতা

✡ **ক্ষেত-খামার :** ২১
- সম্ভাবনাময় ফল লটকন

✡ **কবিতা :** ২২
- সত্যের সাক্ষী
- দুর্নীতি
- ফিলিস্তীনে লাশের সারি

✡ **সোনামণিদের পাতা** ২৩

✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ২৫

✡ **মুসলিম জাহান** ২৭

✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ২৭

✡ **সংগঠন সংবাদ** ২৮

✡ **প্রশ্নোত্তর** ৩৬

✡ **বর্ষসূচী** ৪৩

সম্পাদকীয়

গাযায় গণহত্যা ইহূদীবাদীদের পতনঘণ্টা

মিথ্যা অজুহাতে গত ৮ই জুলাই থেকে গাযায় ইস্রাঈলের একতরফা গণহত্যা চলছে। সারা বিশ্ব চেয়ে চেয়ে দেখছে। যাদের ক্ষমতা নেই, তারা চোখের পানি ফেলছে, প্রতিবাদ করছে, মিছিল-মিটিং করছে ও আল্লাহ্র কাছে প্রাণভরে দো'আ করছে। পক্ষান্তরে যাদের ক্ষমতা আছে, তারা নিজেদের মধ্যকার অনৈক্য ও রাজনৈতিক স্বার্থদ্বন্দ্বের কারণে চুপ করে আছে। অন্যদিকে ইস্রাঈলের অবৈধ জন্মদাতাদের বর্তমান নেতা বিশ্ব শান্তিতে নোবেল পুরস্কারধারী কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা প্রকাশ্যভাবে এই গণহত্যার পক্ষে সাফাই গেয়ে বলেছেন, ইস্রাঈলের আত্মরক্ষার অধিকার আছে'। অতএব এজন্য তিনি ২২ কোটি ডলারের অস্ত্র সাহায্য প্রেরণ করেছেন ইস্রাঈলের নিকট।

সাম্প্রতিক এ জঘন্যতম হামলা হঠাৎ করে হয়নি। বরং দীর্ঘ পরিকল্পনার মঞ্চায়ন মাত্র। ১৯৪৮ সালে পাশ্চাত্য বলয়ের সরাসরি মদদে ফিলিস্তীনীদেরকে তাদের হাযার বছরের আবাসভূমি থেকে হটিয়ে সেখানে হিটলারের হাতে বিতাড়িত ইহূদীদের সারা দুনিয়া থেকে এনে জড়ো করা হয় এবং 'ইস্রাঈল' নামে একটি অবৈধ রাষ্ট্রের জন্ম দেওয়া হয়। কথিত আছে যে, ৬০ লাখ ইহূদীকে গ্যাস চেম্বার ঢুকিয়ে হত্যা করার পরে হিটলার নাকি বলেছিলেন, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কিছু ইহূদী এখনো বেঁচে থাকল। এরা যে কত নিকৃষ্ট, এদের আচরণেই লোকেরা টের পাবে। আর তখনই লোকেরা বলবে, কেন আমি ওদেরকে এভাবে হত্যা করেছি'। বর্তমান পৃথিবীতে ইহূদীদের মোট জনসংখ্যা মাত্র ০.১৯% (২০০৯)। অথচ তারাই এখন বিশ্বকে হুমকি দিচ্ছে। নিরাপত্তা পরিষদের মাত্র ৩টি প্রস্তাব অমান্য করায় আমেরিকার নেতৃত্বে ন্যাটো জোট ইরাককে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করল। অথচ ৬৭টি প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেও ইস্রাঈলের বিরুদ্ধে বিশ্বসংস্থা কিছুই করতে পারল না। উল্টা ভেটো ক্ষমতার অধিকারী বৃটেন-আমেরিকা সর্বদা তাদের পাশে থাকছে। কারণ এটা তাদেরই সৃষ্ট একটি সামরিক কলোনী মাত্র। যার উদ্দেশ্য হ'ল, ইস্রাঈলকে লেলিয়ে দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যকে কবজায় রাখা। আর

মধ্যপ্রাচ্যকে কবজায় রাখার অর্থ হ'ল মুসলিম দুনিয়াকে কবজায় রাখা। আল্লাহ্র রহমতে বিশ্বের সকল সম্পদের সিংহ ভাগের মালিক হ'ল মুসলিম বিশ্ব। এরা যদি কখনো ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহ'লে খ্রিষ্টান বিশ্ব চোখে অন্ধকার দেখবে। যদিও প্রকৃত ইসলামী শাসন কখনো কারু জন্য হুমকি নয়। তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ বিগত ইসলামী খেলাফত সমূহ।

১৯৪৮ সাল থেকে ফিলিস্তীনীরা নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রে উদ্বাস্তু হিসাবে বসবাস করছে। আর যারা ভূমি কামড়ে পড়ে আছে, তারা ইস্রাঈলী বর্বরতার শিকার হয়ে সর্বদা জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে বাস করছে। মুসলিম রাষ্ট্রনেতারা হৃদয়ে দরদ অনুভব করলেও তারা কার্যত নীরব। তার কারণ একাধিক। যেমন (১) তারা তাওহীদ ছেড়ে শিরকী মতবাদ সমূহকে লালন করছে। ফলে তারা আল্লাহ্র উপর ভরসা ছেড়ে মানুষের উপর ভরসা করছে। যারা এক সময় ঐক্যবদ্ধভাবে চালকের ভূমিকায় ছিল, তারাই এখন বিভক্ত হয়ে চালিতের কাতারে এসে গেছে। ফলে তারা মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছে না।

(২) পারস্পরিক স্বার্থদ্বন্দ্ব। সব দেশেই এগুলি থাকে। কিন্তু এগুলি বড় ক্ষতি ডেকে আনে তখনই, যখন তার দ্বারা বৃহত্তর স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশ্বে যেকোন স্থানে কোন মুসলিম ক্ষতিগ্রস্ত হ'লে সব স্বার্থ ভুলে সবাইকে তার পাশে দাঁড়ানো মুসলিম রাষ্ট্রনায়কদের কর্তব্য ছিল। যেমন ইরাকের ৭ লাখ খ্রিষ্টানকে বাঁচানোর অজুহাতে আমেরিকা সেখানে ইসলামিক স্টেট যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে একটানা কয়েকদিন বিমান হামলা চালালো। অথচ ফিলিস্তীনের নির্যাতিত ১৮ লাখ মুসলিম নর-নারীকে লক্ষাধিক বর্বর ইহূদী সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ থেকে বাঁচানোর জন্য কোন মুসলিম রাষ্ট্র প্রকাশ্যে এগিয়ে যায়নি। কারণ তারা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের ঊর্ধ্বে বৃহৎ ইসলামী স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে পারেনি।

ইহূদীরা আল্লাহ্র অভিশপ্ত জাতি। আল্লাহ বলেন, তাদের উপর আরোপ করা হ'ল লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা। ... কারণ তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী' *(বাক্বারাহ ২/৬১)*। তিনি বলেন, আল্লাহ প্রদত্ত ও মানুষ প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ব্যতীত ওরা যেখানেই অবস্থান করবে, সেখানেই ওদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে' *(আলে ইমরান ৩/১১৩)*। ইহূদী-নাছারাদের পথে না যাওয়ার জন্য মুসলমান দেরকে প্রতি রাক'আত ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করা অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছে।

এক্ষণে এদের দুষ্কর্ম থেকে বাঁচার একটাই পথ এদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদ করা। এখন হামাস রকেট হামলার মাধ্যমে সীমিতভাবে যে সশস্ত্র যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, তা অব্যাহত রাখতে হবে। সাধারণ মানুষকে নয়, স্রেফ যুদ্ধের টার্গেটে মারতে হবে। তাহ'লে সাধারণ ইস্রাঈলীরা হামাসের পক্ষে থাকবে। আর মুসলিম রাষ্ট্রগুলি সরকারী ও বেসরকারীভাবে ইস্রাঈলের সাথে সকল ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করুক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করুক। মুসলিম রাষ্ট্রগুলির পানিসীমা ও আকাশসীমা দিয়ে ইস্রাঈলের ও তাকে সাহায্যকারীদের জাহায ও বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করুক। সেই সাথে জাতিসংঘে ও নিরাপত্তা পরিষদে কূটনৈতিক ভূমিকা যোরদার করুক। আশার কথা এই যে, ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলি এখন ইস্রাঈলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। ইতিমধ্যে বলিভিয়া ইস্রাঈলকে 'সন্ত্রাসী রাষ্ট্র' হিসাবে ঘোষণা করেছে। অতএব যে আমেরিকা ও বৃটেনের প্রতিশ্রুতির উপর ইস্রাঈল টিকে আছে, আশা করি তারা নিজেদের বাঁচার স্বার্থে ঐ প্রতিশ্রুতির বন্ধন ছিন্ন করবে। সাথে সাথে ইস্রাঈল রাষ্ট্র পৃথিবী থেকে হাওয়া হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ বলেছেন, কিছু কষ্ট দেওয়া ব্যতীত ওরা তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। যদি তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে, তবে তারা অবশ্যই পশ্চাদপসরণ করবে। অতঃপর তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না' *(আলে ইমরান ৩/১১২)*। তখন ইনশাআল্লাহ ইস্রাঈলের সৎকর্মশীল লোকেরা মুসলমান হয়ে যাবে। অথবা মুসলমানদের অনুগত হবে। যেমন ইতিমধ্যেই শান্তিপ্রিয় ইস্রাঈলীরা রাজধানী তেলআবিবে তাদের সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করেছে এবং ফিলিস্তীনীদের উপর হামলা বন্ধ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছে।

অতএব যদি হামাস ইস্রাঈলের সাথে সন্ধিচুক্তি না করে এবং তাদের প্রতিরোধ যুদ্ধ অব্যাহত রাখে। আর যদি তারা স্রেফ আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, তাহ'লে সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন সন্ত্রাসীনেতা বেনিয়ামীন নেতানিয়াহু ও তার দোসরদের পতন হবে এবং ইহূদীবাদী ইস্রাঈল ইসলামী ফিলিস্তীনে পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ *(স.স.)*।

Contents

হাদীছের অনুবাদ ও ভাষ্য প্রণয়নে ভারতীয় উপমহাদেশের আহলেহাদীছ আলেমগণের অগ্রণী ভূমিকা

মূল (উর্দূ) : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টি

*অনুবাদ : নূরুল ইসলাম**

(শেষ কিস্তি)

শায়খ আবুল হাসান সিন্ধী কাবীর :

এখন সিন্ধু প্রদেশের দিকে আসুন! শায়খ আবুল হাসান সিন্ধী-যাকে শায়খ আবুল হাসান সিন্ধী কাবীর বলা হয়- যিনি কুরআন, হাদীছ ও ফিকহে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। এই মৌলিক জ্ঞান সমূহের অসংখ্য প্রাচীন গ্রন্থের তিনি হাশিয়া বা পাদটীকা লিপিবদ্ধ করেছেন, যেগুলো দ্বারা শিক্ষক-ছাত্র উপকৃত হচ্ছেন এবং বিদ্বানমহলে যেগুলো অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করেছে। এই হাশিয়াগুলো থেকে তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি, কুরআন-হাদীছে দখল এবং ফিকহে গভীর পাণ্ডিত্য অনুমান করা যায়।

কুরআন মাজীদ সম্পর্কে তাঁর গ্রহণযোগ্য খিদমত হল তিনি দু'টি প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ তাফসীরে বায়যাভী ও তাফসীরে জালালাইনের হাশিয়া বা পাদটীকা লিখেছেন। কুরআন মাজীদের একটি স্বতন্ত্র তাফসীরও লিখেছেন। ইলমে হাদীছের সকল দিক ও বিভাগে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল। তিনি এই শাস্ত্রের অপরিসীম খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। পাঠদান এবং গ্রন্থ রচনা উভয় দিক থেকে তিনি এই খিদমত করেছেন। এটা তাঁর অনেক বড় ইলমী অবদান যে, তিনি আরবীতে কুতুবে সিত্তাহর হাশিয়া লিখেছেন। ছহীহ বুখারী ও ইবনু মাজাহর হাশিয়া মিসরে এবং নাসাঈর হাশিয়া ভারতে মুদ্রিত হয়েছে। পাকিস্তানের একজন খ্যাতিমান আহলেহাদীছ আলেম মাওলানা আব্দুত তাওয়াব মুলতানী (রহঃ) ছহীহ মুসলিমের হাশিয়া পৃথকভাবে প্রকাশ করেছেন। আবুদাউদের অপ্রকাশিত হাশিয়া সাইয়িদ ইহসানুল্লাহ শাহ (ঝাণ্ডার পীর)-এর গ্রন্থাগারে মওজুদ রয়েছে। সম্ভবত তিরমিযীর হাশিয়া সমাপ্ত হয়নি। তিনি মুসনাদে ইমাম আহমাদেরও হাশিয়া লিখেছেন। তিনি মুসনাদে ইমাম আবু হানীফা, হেদায়া ও হেদায়াহ-এর শরাহ ফাতহুল কাদীর-এর হাশিয়া লেখার মর্যাদাও লাভ করেছেন।

তাঁর বিচিত্র ইলমী অবদান থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, তিনি একই সাথে অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন। মুফাসসিরে কুরআন, হাদীছের ব্যাখ্যাকার, খ্যাতিমান ফকীহ, শিক্ষক, মুবাল্লিগ, টীকাকার, গ্রন্থকার সবকিছুই ছিলেন তিনি। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অপরিসীম যোগ্যতা দান করেছিলেন। শায়খ আবুল হাসান সিন্ধী সম্পর্কে তাঁর ছাত্র মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী লিখেছেন,

كان زاهدا متورعا كثير الاتباع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

'তিনি দুনিয়াত্যাগী, আল্লাহভীরু এবং কুরআন ও সুন্নাহর যথার্থ অনুসারী ছিলেন'। মাওলানা মুহাম্মাদ আবেদ সিন্ধী লিখেছেন, كان الشيخ عاملا بالحديث لايعدل عنه إلى مذهب. 'তিনি হাদীছের প্রতি আমলকারী ছিলেন। হাদীছ ছাড়া কোন মাযহাবের দিকে তিনি মনোনিবেশ করতেন না'।

যে সময় শায়খ আবুল হাসান সিন্ধী মদীনা মুনাউওয়ারায় অবস্থান করছিলেন, সেই সময় তাঁর এক স্বদেশী শায়খ আবুত তাইয়িব সিন্ধীও সেখানে অবস্থানরত ছিলেন। তিনিও অত্যধিক অধ্যয়নকারী খ্যাতিমান আলেম ছিলেন। জামে' তিরমিযীর ভাষ্যকার এবং দুর্রে মুখতারের টীকাকার ছিলেন। মদীনা মুনাউওয়ারায় তাঁর দরসের খ্যাতি ছিল। সমকালীন শাসকগোষ্ঠী এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দরবারে তাঁর প্রবেশাধিকার ছিল। হানাফী মাযহাবের এবং নকশবন্দী তরীকার অনুসারী ছিলেন। নিজ মাযহাবে অত্যন্ত কট্টর ছিলেন। মাসলাকের ভিন্নতার কারণে শায়খ আবুল হাসান সিন্ধী কাবীরের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁর কারণে শায়খ আবুল হাসান সিন্ধীকে বারবার কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। শায়খ মুহাম্মাদ আবেদ সিন্ধী ঐ সময়ের কিছু ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যার আলোকে তাদের দু'জনের দ্বন্দ্বের মূল কারণ প্রতিভাত হয় এবং স্বদেশী ও সমকালীন প্রতিদ্বন্দ্বীর কারণে শায়খ আবুল হাসানকে যে কষ্ট স্বীকার করতে হয়, তা সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

শায়খ মুহাম্মাদ আবেদ সিন্ধী বর্ণনা করেন, শায়খ আবুল হাসান সিন্ধী হাদীছের প্রতি আমলকারী ছিলেন। হাদীছ ব্যতীত কোন মাযহাবের দিকে তিনি মনোনিবেশ করতেন না। রুকূর পূর্বে, রুকূ থেকে মাথা উত্তোলনের সময় এবং দ্বিতীয় রাক'আত থেকে উঠার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন এবং বুকের উপর হাত বাঁধতেন। তাঁর সময়ে হানাফী মাযহাবের অনুসারী শায়খ আবুত তাইয়িব সিন্ধী স্বীয় ফিকহী মাসলাক থেকে কখনো সামান্যতম দূরে সরতেন না। এ ধরনের মাসআলা-মাসায়েলে শায়খ আবুল হাসান ও শায়খ আবুত তাইয়িব সিন্ধীর মাঝে মুনাযারা অব্যাহত থাকত। শায়খ আবুল হাসান মতবিরোধপূর্ণ মাসআলাগুলোতে নিজের মতের অনুকূলে দলীল বর্ণনা করলে শায়খ আবুত তাইয়িব তার প্রত্যুত্তর প্রদানে অপারগ হয়ে যেতেন। সেই দিনগুলোতে এই ঝগড়া সর্বদা চলত।

একদা এক তুর্কী হানাফী বিচারক হিসাবে মদীনা মুনাউওয়ারায় আসলে শায়খ আবুত তাইয়িব তাঁর নিকট যান এবং অভিযোগ করেন যে, শায়খ আবুল হাসান তাঁর ফিকহী মাযহাবের সাথে কোন সম্পর্ক রাখেন না। তিনি কতিপয় মাসআলা উল্লেখ করে বলেন, তিনি এই মাসআলাগুলোতে হানাফী ইমামদের বিরোধী। বিচারক নিজ পদ্ধতি অনুযায়ী শায়খ আবুল হাসানের অবস্থা ও ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তথ্য যোগাড় করে অবগত হন যে, শায়খ আবুল হাসান প্রচলিত সকল জ্ঞানে ইমামের মর্যাদায় অভিষিক্ত এবং বিভিন্ন বিষয়ে পূর্ণ পাণ্ডিত্যের

* *পিএইচ.ডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

Contents

অধিকারী। তাঁর নিকট এই সত্যও প্রকাশিত হয় যে, মদীনাবাসীদের মধ্যে অসংখ্য মানুষ শায়খ আবুল হাসানের ভক্ত এবং তারা তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখে। এরপরে উল্লিখিত বিচারক শায়খ আবুল হাসানের সাথে সম্মানজনক আচরণ করেন, নিজের জন্য দো'আ চান এবং সম্মানের সাথে তাঁর সাথে কথাবার্তা বলেন।

শায়খ আবুত তাইয়িব সিন্ধীর এই অভ্যাস ছিল যে, যে বিচারকই মদীনা মুনাউওয়ারায় আসতেন তিনি তার নিকট যেতেন এবং শায়খ আবুল হাসানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেন। কিন্তু কোন বিচারকই তাকে কিছু বলতেন না। প্রত্যেক বিচারক তাঁকে নিজের নিকট ডাকতেন এবং তাঁর সাথে কথা বলে তাঁর জ্ঞান ও পরহেযগারিতায় এতটাই প্রভাবিত হতেন যে, সম্মানের সাথে বিদায় জানাতেন। একদা এক গোঁড়া কাযী মদীনায় আসেন। অভ্যাস অনুযায়ী শায়খ আবুত তাইয়িব তাঁর নিকট শায়খ আবুল হাসানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে তিনি তাঁকে দরবারে তলব করেন এবং অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নাভির নীচে হাত বাঁধতে এবং তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত রাফ'উল ইয়াদায়েন না করতে নির্দেশ দেন। শায়খ উত্তর দেন, আমি আপনার এ কথা মানব না। যেটা হাদীছে উল্লেখ আছে আমি সেটাই করব এবং সেভাবেই ছালাত আদায় করব যেভাবে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত আদায় করেছেন বা আদায় করার হুকুম দিয়েছেন।

বিচারক অত্যন্ত কঠোর স্বভাবের ও গোঁড়া ছিলেন। তিনি শায়খ আবুল হাসানের নিকট থেকে এই চাঁছাছোলা জবাব শুনতে প্রস্তুত ছিলেন না। অগ্নিশর্মা হয়ে তিনি তাঁকে জেলে প্রেরণ করেন এবং এমন সংকীর্ণ কক্ষে বন্দী রাখার নির্দেশ দেন যেটা সর্বদা অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। প্রাকৃতিক প্রয়োজনেও তাঁকে বাইরে বের করা হত না। ৬ দিন তিনি সেই অন্ধকার কক্ষে বন্দী থাকেন। অতঃপর মদীনাবাসীরা শায়খের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বিচারকের কথা মেনে নিয়ে জেল থেকে মুক্ত হওয়ার কথা বলেন। শায়খ তাদেরকে উত্তর দেন, যে কথা ছহীহ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত নয় এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণিত নয়, আমি তা কখনো মানব না। আর যে আমল রাসূল (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত সেটা আমি কোন অবস্থাতেই ছাড়ব না। তিনি কসম খেয়ে এই কথা বলেছিলেন।

এরপর মদীনাবাসীরা পুনরায় বিচারকের নিকট যান এবং জোরালোভাবে শায়খের মুক্তি দাবি করেন। বিচারক কসম করে বলেন, আমি যদি তাকে ছালাতে বুকের উপর হাত বাঁধতে দেখি তাহলে আবার জেলে পুরব। মদীনাবাসীরা শায়খের কাছে আরয করেন যে, পিঠের উপর একটি কাপড় দিয়ে তার দুই পার্শ্ব দুই কাঁধে ঝুলিয়ে দিন। এর নীচে বুকের উপর হাত বাঁধুন এবং রাফ'উল ইয়াদায়েন করুন। শায়খ এ প্রস্তাব মেনে নেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই বিচারক মৃত্যুবরণ করেন এবং শায়খ পুনরায় পূর্বের মতো উন্মুক্ত বক্ষে হাত বাঁধা ও রাফ'উল ইয়াদায়েন করা শুরু করেন।

মোদ্দাকথা, শায়খ আবুল হাসান সিন্ধী কাবীর অনেক বড় মুহাদ্দিছ এবং হাদীছের প্রতি আমলকারী আলেম ছিলেন। মসজিদে নববীতে তাঁর দরসে হাদীছের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ছিল। অসংখ্য শিক্ষক-ছাত্র তাঁর নিকট থেকে উপকৃত হয়েছেন। ঘটনা সমূহের আলোকে অনুমিত হয় যে, তিনি কোন পুত্র সন্তান রেখে যাননি। তাঁর অছিয়ত মোতাবেক তাঁর যোগ্য ছাত্র মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। যিনি তাক্বলীদে শাখছীর বিরোধী এবং কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী ছিলেন।

জীবনী গ্রন্থগুলোতে সিন্ধুর এই খ্যাতিমান মুহাদ্দিছকে শায়খ আবুল হাসান সিন্ধী কাবীর বলে এজন্য লেখা হত যে, শায়খ আবুল হাসান নামে দু'জন ব্যক্তি ছিলেন এবং দু'জনই সিন্ধী ছিলেন। দু'জনেই মদীনা মুনাউওয়ারায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। পার্থক্য করার জন্য একজনকে শায়খ আবুল হাসান সিন্ধী ছাগীর বলা হত। তাঁর মৃত্যু তারিখ ২৫শে রামাযান ১১৮৭ হিজরী (১০ই ডিসেম্বর ১৭৭৩ খ্রিঃ)। মৃত্যুস্থান মদীনা মুনাউওয়ারাহ। দ্বিতীয়জন হলেন শায়খ আবুল হাসান বিন মুহাম্মাদ ছাদেক সিন্ধী কাবীর। তাঁর পুরা নাম ছিল শায়খ আবুল হাসান মুহাম্মাদ বিন আব্দুল হাদী। উপাধি ছিল নূরুদ্দীন। ইনিই সেই শায়খ আবুল হাসান সিন্ধী কাবীর, যার সম্পর্কে সম্মানিত পাঠক অবগত হলেন। তাঁর মৃত্যু তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এক বর্ণনা মতে, তিনি ১১৪১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। এক বর্ণনা অনুযায়ী ১১৩৯ হিজরী এবং অন্য আরেক বর্ণনায় ১১৩৮ হিজরীর ১২ই শাওয়ালের কথা বর্ণিত আছে। ১১৩৬ হিজরীরও একটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

এই খ্যাতিমান আলেম ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন মুহাদ্দিছের মৃত্যুতে মদীনা মুনাউওয়ারা শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। জানাযার ছালাতে বহু লোক অংশগ্রহণ করে। তাঁর ধার্মিকতা, তাক্বওয়া-পরহেযগারিতা এবং হাদীছের অপরিসীম খিদমতের দ্বারা সর্বশ্রেণীর মানুষ অত্যন্ত প্রভাবিত ছিল। তাঁর মৃত্যুতে মহিলারাও অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে এবং জানাযার খাটিয়া নিয়ে যাওয়ার সময় এক নযর দেখার জন্য বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে যায়। দোকানদাররা শোকে দোকান বন্ধ করে দেয়। সরকারী লোকজন ও গভর্ণররা তাঁর খাটিয়া কাঁধে নেন। মাইয়েতকে মসজিদে নববীতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে জানাযার ছালাত পড়ানো হয়। অতঃপর সিন্ধু বংশোদ্ভূত এই মহান মুহাদ্দিছকে বাকী কবরস্থানে দাফন করা হয়। আলেম-ওলামা, ছাত্র এবং সর্বশ্রেণীর জনগণ তাঁর মৃত্যুকে এক বিশাল মর্মান্তিক ঘটনা বলে আখ্যায়িত করে এবং এজন্য অত্যন্ত দুঃখ ও শোক প্রকাশ করে।

মাওলানা দ্বীন মুহাম্মাদ ওফায়ী :

সিন্ধু প্রদেশের এক খ্যাতিমান আলেম ছিলেন মাওলানা দ্বীন মুহাম্মাদ ওফায়ী। যিনি সেখানকার ভাট্টি বংশের লোক ছিলেন। কয়েক প্রজন্মব্যাপী তাঁর বংশে ইলম ও আমলের

Contents

সিলসিলা চলে আসছিল। মাওলানা দ্বীন মুহাম্মাদ ওফায়ী ১৩১১ হিজরীর ২৭শে রামাযান (১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ৩রা এপ্রিল) সিখর (সিন্ধু) যেলার খেতী ওরফে নবীয়াবাদ, গড়ী ইয়াসীন এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সময় ও এলাকার আলেমদের কাছ থেকে তিনি প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন।

তাঁর যুগটা উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের সময় ছিল এবং ইংরেজদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। মাওলানা দ্বীন মুহাম্মাদ ওফায়ীও স্বাধীনতা আন্দোলন সমূহে অংশগ্রহণ করেন এবং বন্দী হন।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ দাউদ গযনভী, মাওলানা ওবাইদুল্লাহ সিন্ধী, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী কাসূরী (এম.এ ক্যান্টব), মাওলানা ইসমাঈল গযনভী এবং অন্যান্য অসংখ্য রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সাথে তাঁর সম্পর্ক অটুট ছিল। তিনি গ্রন্থ রচনার খিদমতও আঞ্জাম দিয়েছেন। সিন্ধীতে ছহীহ বুখারীর অনুবাদ করেছেন। সিন্ধী ভাষায় এটাই ছহীহ বুখারীর প্রথম অনুবাদ ছিল। সিন্ধী গদ্য ও পদ্যে কুরআন মাজীদ ও কিছু ধর্মীয় গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে। কিন্তু আমাদের জানা মতে ছহীহ বুখারীর এই অনুবাদটিই হয়েছে, যেটি মাওলানা দ্বীন মুহাম্মাদ ওফায়ী করেছেন।

তিনি ১৩৬৯ হিজরীর ২২শে জুমাদাল উখরা (১৯৫০ সালের ১১ই এপ্রিল) মৃত্যুবরণ করেন। তিনি অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। ইনশাআল্লাহ 'চামানিস্তানে হাদীছ' গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত প্রবন্ধ লেখা হবে।

সাইয়িদ মুহিব্বুল্লাহ শাহ রাশেদী :

সাইয়িদ মুহিব্বুল্লাহ শাহ রাশেদী এবং তাঁর পিতৃপুরুষের গ্রন্থ রচনা, পাঠদান ও ধর্মীয় খিদমত পরিমাপ করা খুব কঠিন। এই বংশের আলেমদের সম্পর্কে অনেক মানুষ বহু কিছু লিখেছেন এবং লিখছেন। তাদের মধ্যে এই গ্রন্থের লেখকের নামও শামিল রয়েছে। এই উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন বংশের আলেম সাইয়িদ মুহিব্বুল্লাহ শাহ রাশেদী ১৩৪০ হিজরীর ২৯শে মুহাররম (১৯২১ সালের ২রা অক্টোবর) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪১৫ হিজরীর ১৯শে শা'বান (১৯৯৫ সালের ২১শে জানুয়ারী) মৃত্যুবরণ করেন।

সাইয়িদ মুহিব্বুল্লাহ শাহ রাশেদী (যাকে ঝাণ্ডার পীর বলা হয়) আরবী, উর্দূ, সিন্ধী তিন ভাষাতেই বইপত্র রচনা করেছেন। ১১টি গ্রন্থ আরবী ভাষায়, ২৭টি উর্দূতে এবং ১৯টি সিন্ধীতে। হাদীছ বিষয়ে আরবীতে রচিত তাঁর একটি গ্রন্থের নাম হল 'আত-তা'লীকুন নাজীহ আলাল জামে আছ-ছহীহ' (التعليق النجيح على الجامع الصحيح) এটি ৯ খণ্ডে ছহীহ বুখারীর শরাহ। এখনো মুদ্রিত হয়নি। 'ফাতাওয়া রশীদিয়াহ' নামে সিন্ধী ভাষায় তাঁর একটি গ্রন্থ রয়েছে। এটিও অপ্রকাশিত। সিন্ধু প্রদেশে দ্বীনের প্রচার ও গ্রন্থ রচনায় তাঁর অগ্রগণ্যতার পরিসর অনেক বিস্তৃত।

সাইয়িদ বাদীউদ্দীন রাশেদী :

কুরআন মাজীদের অগ্রগণ্য খিদমতের আলোচনায় সাইয়িদ বাদীউদ্দীন রাশেদীর নাম উল্লিখিত হয়েছে। তিনি আরবী, উর্দূ ও সিন্ধী তিন ভাষাতেই লিখেছেন। সর্বসাকুল্যে তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা ১০৮টি। কুরআনের মতো হাদীছ বিষয়েও তিনি যা কিছু লিপিবদ্ধ করেছেন এবং যেই পদ্ধতিতে লিখেছেন, তার দ্বারা তাঁকে এর অগ্রগণ্য খাদেমদের মধ্যে গণনা করা যায়। বক্তব্য, দরস-তাদরীস ও গ্রন্থ রচনায় এই বংশের আলেমরা উপমহাদেশে (বিশেষত সিন্ধু প্রদেশে) যে খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, তা অত্যন্ত গুরুত্ববহ। সাইয়িদ বাদীউদ্দীন রাশেদীর জন্ম তারিখ ১৯শে যিলহজ্জ ১৩৪৩ হিজরী (১০ই জুলাই ১৯২৫) এবং মৃত্যু তারিখ ১৭ই শা'বান ১৪১৬ হিজরী (৮ই জানুয়ারী ১৯৯৬)।

সিন্ধুতে কবরপূজা ও পীরপূজার প্রভাব ছিল। লোকজন শরী'আত বিরোধী রসম-রেওয়াজে এমনভাবে জড়িয়ে ছিল যে, তা শিরক পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল। এই বংশের আলেমগণ বিশেষ করে সাইয়িদ মুহিব্বুল্লাহ শাহ এবং সাইয়িদ বাদীউদ্দীন রাশেদী এই অগ্রগণ্য কৃতিত্বের অধিকারী হন যে, তাঁরা গোটা সিন্ধুতে ঘুরে ঘুরে বক্তব্যের মাধ্যমে মানুষদের নিকট আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর বিধান পৌঁছিয়ে দেন এবং তাদের সংস্কার প্রচেষ্টায় মানুষ ইসলামের সরল পথের যাত্রী হয়। বক্তব্য ছাড়া লোকজন তাদের বইপত্রও পড়েছেন। যা তাদের জন্য হেদায়াতের মাধ্যম সাব্যস্ত হয়েছে।

মাওলানা ইমামুদ্দীন জূনীজূ :

সিন্ধু প্রদেশের বর্তমান আলেমদের মধ্যে একজন আলেমে দ্বীন হলেন মাওলানা ইমামুদ্দীন জূনীজূ, যিনি ডুনজ (যেলা থারপারকার)-এর বাসিন্দা। তিনি মাওলানা হাফেয আব্দুস সাত্তার দেহলভী (রহঃ) কৃত উর্দূ অনূদিত কুরআনের সিন্ধী ভাষায় অনুবাদ করেছেন। হাদীছ সম্পর্কে তাঁর খিদমত হল মিশকাতের সিন্ধী ভাষায় অনুবাদকরণ। এছাড়া তিনি ইমাম ইবনু তাইমিয়ার ইত্তিবাউর রাসূল, ইবনু সুলাইমান তামীমীর উছূলুদ্দীন, শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব-এর কিতাবুত তাওহীদ, মাওলানা ইসমাঈল শহীদ দেহলভীর তাকভিয়াতুল ঈমান, মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর কালিমা তাইয়িবা, মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী দেহলভীর নামাযে মুহাম্মাদী এবং অন্যান্য অসংখ্য আরবী ও উর্দূ গ্রন্থ সিন্ধী ভাষায় অনুবাদ করেন। ইনিই প্রথম আলেম যিনি এই খিদমত আঞ্জাম দেন।

যেই পরিবেশে তিনি থাকছেন সেই পরিবেশে খাঁটি দ্বীনের প্রচার খুব কঠিন কাজ। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তৌফিক দিয়েছেন এবং তিনি এই কঠিনতম দায়িত্ব পালন করেছেন। যার শেষ ফলাফল ভাল হয়েছে।

হজ্জ সম্পর্কিত ভুল-ত্রুটি ও বিদ‘আত সমূহ

*মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম**

ভূমিকা : হজ্জ ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম। যা সামর্থ্যবান সকল মুসলমানের উপর ফরয। এটা এমন একটি ইবাদত যা মুমিনকে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে পৌঁছিয়ে দেয় এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহ্র স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী মহাজাতিতে পরিণত হ’তে উদ্বুদ্ধ করে। আর যেকোন নেক আমল আল্লাহ্র নিকট কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত হ’ল আমলটি রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী সম্পন্ন হওয়া। অর্থাৎ বিদ‘আত মুক্ত হওয়া। দুঃখের বিষয় হ’ল বর্তমানে মানুষ লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় যায় এবং যাবতীয় কর্ম সম্পাদনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে এমন সব ভুল-ত্রুটি ও বিদ‘আতে লিপ্ত হয়, যা তার এই কঠোর পরিশ্রমে অর্জিত নেক আমলকে আল্লাহ্র নিকটে কবুল হ’তে বাধা সৃষ্টি করে। তাই বিদ‘আত মুক্ত হজ্জ সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নে এ সম্পর্কিত বিদ‘আত সমূহ উল্লেখ করা হ’ল।

ইহরাম পূর্ব ভুল-ত্রুটি ও বিদ‘আত সমূহ

(১) হজ্জ যাত্রীর জন্য আযান দেওয়া : কোন কোন এলাকায় হজ্জের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় আযান দেওয়া হয়ে থাকে। যা সুস্পষ্ট বিদ‘আত। রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈনে ইযামের কেউ কখনো হজ্জে যাওয়ার সময় আযান দেননি। এই আযানের পক্ষে একটি আয়াতকে দলীল হিসাবে পেশ করা হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَأَذِّنْ فِيْ النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ– ‘আর মানুষের নিকট হজ্জের ঘোষণা করে দাও, তারা তোমার নিকটে আসবে পায়ে হেঁটে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উটের পিঠে, এরা আসবে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে’ *(হজ্জ ২২/২৭)*।

সম্মানিত পাঠক! উল্লিখিত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা হজ্জ যাত্রার সময় আযান দেওয়ার নির্দেশ দেননি। বরং ইবরাহীম (আঃ) যখন পবিত্র কা‘বা গৃহ নির্মাণ করলেন তখন আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি মানুষকে এই কা‘বা গৃহে হজ্জ করার আহ্বান জানাও। তখন তিনি আহ্বান করলেন।[১]

(২) হজ্জ যাত্রার প্রারম্ভে দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করা : অনেকেই হজ্জে যাওয়ার সময় দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করে থাকেন। প্রথম রাক‘আতে সূরা ফাতিহার পরে সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে সূরা ইখলাছ পড়া হয়। ছালাত শেষে আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাছ, সূরা নাস, সূরা ফালাক্ব সহ আরো এমন কিছু দো‘আ পড়া হয়, যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম হজ্জে গমনের সময় এ ধরনের ইবাদত করেননি। অতএব এটা ইসলামের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট নবাবিস্কৃত কাজ; যা স্পষ্টতই বিদ‘আত।[২]

(৩) হজ্জের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় ইহকাল ও পরকালের প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে সূরা আলে ইমরানের শেষ অংশ, আয়াতুল কুরসী এবং সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করা বিদ‘আত। কেননা এটা রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত নয়।[৩]

(৪) হজ্জ সফরকারীর প্রত্যেক অবতরণ স্থলে সূরা ইখলাছ ১১ বার, আয়াতুল কুরসী একবার এবং একবার وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ তেলাওয়াত করা বিদ‘আত। কেননা এ ধরনের কোন আমল রাসূল (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত নয়।[৪]

(৫) হজ্জে গমনকারী বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় শ্লোগান দিতে দিতে তাকে গাড়িতে উঠিয়ে দেওয়া বিদ‘আত। বর্তমান সমাজে এর ব্যাপক প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ এর মাধ্যমে রিয়া তথা লৌকিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ভাবখানা এমন যেন সে হাজী খেতাব অর্জনের জন্যই হজ্জে যাচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ এটা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ পরিপন্থী; যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

ইহরাম সম্পর্কিত ভুল-ত্রুটি ও বিদ‘আত সমূহ

(১) মীক্বাতে পৌঁছার পূর্বেই ইহরাম বাঁধা : ইহরাম দ্বারা উদ্দেশ্য হ’ল হজ্জ অথবা ওমরার নিয়ত করা। অর্থাৎ নির্ধারিত মীক্বাতে গিয়ে ইহরামের পোষাক পরিধান করতঃ হজ্জ বা ওমরার নিয়ত করবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) ইহরাম বাঁধার জন্য মীক্বাত নির্ধারণ করেছেন[৫] এবং সর্বদা মীক্বাতে গিয়েই ইহরামের পোষাক পরিধান করেছেন ও নিয়ত করেছেন।

(২) উচ্চৈঃস্বরে নিয়ত পড়া : রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘প্রত্যেকটি কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল’।[৬] আর নিয়ত অর্থ- মনন করা বা সংকল্প করা। অতএব ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত সহ প্রত্যেকটি ইবাদত সম্পাদনের জন্য অন্তরে সংকল্পের মাধ্যমেই নিয়ত করতে হবে। মুখে প্রকাশ করলে তা বিদ‘আতে পরিণত হবে। ছালাত আদায়ের জন্য যেমন অন্তরে সংকল্পের মাধ্যমে নিয়ত করে ‘আল্লাহু আকবার’ বলে ছালাতে প্রবেশ করবে, হজ্জ সম্পাদনের জন্য তেমনি অন্তরে সংকল্পের মাধ্যমে হজ্জ অথবা ওমরার নিয়ত করে ‘লাব্বাইক আল্লাহুম্মা হাজ্জান’ অথবা ‘লাব্বাইক আল্লাহুম্মা ওমরাতান’ বলে হজ্জ অথবা ওমরায় প্রবেশ করবে। ছালাত আদায়ের জন্য যেমন ‘নাওয়াইতু আন উছল্লি...’ পড়া বিদ‘আত, হজ্জ সম্পাদনের জন্য তেমনি ‘নাওয়াইতু আন আহুজ্জা...’ পড়াও

---

* *লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

১. *তাফসীর ইবনে কাছীর, উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*

২. *নাছিরুদ্দীন আলবানী, মানাসিকুল হজ্জ, ১/৪৭; মুহাম্মাদ মুনতাছির রাইসূনী, কুল্লু বিদ‘আতিন যালালা, পৃঃ ২০১; আশরাফ ইব্রাহীম ক্বাতক্বাত, আল-বুরহানুল মুবীন, ১/৫৫৫।*

৩. *তদেব।*

৪. *তদেব।*

৫. *বুখারী হা/১৫২৪; মুসলিম হা/১১৮১; মিশকাত হা/২৫১৬।*

৬. *বুখারী হা/১; মুসলিম হা/১৯০৭; মিশকাত হা/১।*

Contents

বিদ‘আত। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ), নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ), শায়খ বিন বায (রহঃ), মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন।[৭]

(৩) তাওয়াফ ব্যতীত অন্য সময় ইযতিবা‘ করা : ইযতিবা‘ অর্থাৎ ইহরাম অবস্থায় ডান কাঁধ খালি রেখে ডান বগলের নীচ দিয়ে ইহরামের পোষাক পরিধান করা। যা শুধুমাত্র পবিত্র কা‘বা গৃহ তাওয়াফের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।[৮] তাওয়াফ ব্যতীত অন্য সময় ইযতিবা‘ করা সুন্নাত পরিপন্থী হওয়ায় তা বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত। এমনকি বর্তমানে হাজী ছাহেবরা ‘ইযতিবা’ তথা ডান কাঁধ খোলা রাখা অবস্থাতেই ছালাত আদায় করে থাকেন। অথচ কাঁধ খোলা রাখা অবস্থায় ছালাত আদায় করলে ছালাত শুদ্ধ হবে না। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِيْ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ– ‘তোমাদের কেউ যেন এক কাপড়ে এমনভাবে ছালাত আদায় না করে, যাতে তার কাঁধে ঐ কাপড়ের কোন অংশ থাকে না’।[৯] অন্য হাদীছে এসেছে, نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِيْ سَرَاوِيْلَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ– ‘রাসূল (ছাঃ) চাদর ব্যতীত শুধুমাত্র পায়জামা পরিধান করে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন’।[১০]

(৪) দলবদ্ধভাবে তালবিয়া পাঠ করা : বর্তমানে দলবদ্ধভাবে হজ্জের তালবিয়া পাঠের প্রচলন অধিক হারে লক্ষ্য করা যায়। রাসূল (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরামের যামানায় কেউ কখনো দলবদ্ধভাবে তালবিয়া পাঠ করেননি। সকলেই নিজ নিজ গতিতে তালবিয়া পাঠ করতেন।[১১]

(৫) ‘তান‘ঈম’ নামক স্থান থেকে ইহরাম বেঁধে বার বার ওমরাহ পালন করা : অনেক হাজী ছাহেব মসজিদুল হারাম হ’তে ৬ কিঃমিঃ উত্তরে ‘মসজিদে আয়েশা’ বা তান‘ঈম মসজিদ থেকে, আবার কেউ ১৬ কিঃমিঃ পূর্বে জি‘ইর্রা-নাহ মসজিদ হ’তে ইহরাম বেঁধে বার বার ওমরাহ করে থাকেন। এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কাজ। এ দুই মসজিদের পৃথক কোন গুরুত্ব নেই। এসব স্থান থেকে মক্কায় বসবাসকারীগণ ওমরাহ্‌র জন্য ইহরাম বেঁধে থাকেন, মক্কার বাইরের লোকেরা নন।

শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ) বলেন, ‘কিছু সংখ্যক লোক হজ্জের পর অধিক সংখ্যক ওমরাহ করার আগ্রহে ‘তানঈম’ বা জি‘ইর্রানাহ নামক স্থানে গিয়ে ইহরাম বেঁধে আসেন। শরী‘আতে এর কোনই প্রমাণ নেই’।[১২] শায়খ ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) বলেন, এটি জায়েয নয়, বরং বিদ‘আত। কেননা এর পক্ষে একমাত্র দলীল হ’ল বিদায় হজ্জের সময় আয়েশা (রাঃ)-এর ওমরাহ। অথচ ঋতু এসে যাওয়ায় প্রথমে হজ্জে ক্বিরান-এর ওমরাহ করতে ব্যর্থ হওয়ায় হজ্জের পরে তিনি এটা করেছিলেন। তাঁর সাথে ‘তানঈম’ গিয়েছিলেন তাঁর ভাই আব্দুর রহমান। কিন্তু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি পুনরায় ওমরাহ করেননি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথী অন্য কোন ছাহাবীও এটা করেননি’।[১৩] শায়খ আলবানী (রহঃ) একে নাজায়েয বলেছেন এবং একে ‘ঋতুবতীর ওমরাহ’ (عمرة الحائض) বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১৪] হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) একে নাজায়েয বলেছেন।[১৫]

তাওয়াফ সম্পর্কিত ভুল-ত্রুটি ও বিদ‘আত

(১) তাওয়াফের উদ্দেশ্যে গোসল করা : বিশেষ ফযীলতের আশায় গোসল করে তাওয়াফ আরম্ভ করা বিদ‘আত।[১৬] কেননা রাসূল (ছাঃ) পবিত্র কা‘বা গৃহ তাওয়াফের উদ্দেশ্যে কখনোই গোসল করেননি। বরং তিনি সর্বদা ওযূ করে তাওয়াফ করতেন। আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত যে,

أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِيْنَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ حَجَّ أَبُوْ بَكْرٍ، وَعُمَرُ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِثْلَهُ–

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কায় উপনীত হয়ে সর্বপ্রথম ওযূ করে তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। (রাবী বলেন), রাসূল (ছাঃ)-এর এই তাওয়াফটি ওমরার তাওয়াফ ছিল না। অতঃপর আবূ বকর ও ওমর (রাঃ) অনুরূপভাবে হজ্জ করেছেন।[১৭]

(২) তাওয়াফের উদ্দেশ্যে হারাম শরীফে প্রবেশের পরে তাহিয়াতুল মসজিদ আদায় করা : রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম তাওয়াফের উদ্দেশ্যে হারাম শরীফে প্রবেশ করলে তাহিয়্যাতুল মসজিদের দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করতেন না। কেননা তাওয়াফের মাধ্যমেই তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় হয়ে যায়। তবে তাওয়াফের উদ্দেশ্য না থাকলে দুই রাক‘আত ছালাত আদায় না করে বসবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ‘তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সে যেন দুই রাক‘আত ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত না বসে’।[১৮]

---

৭. মাজমূ‘ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ২২/২২২; ফাতাওয়া ইসলামিয়া ২/৪৬৬।
৮. মুসনাদে আহমাদ হা/৩৫১২; আবুদাউদ হা/১৮৮৪; মিশকাত হা/২৫৮৫।
৯. বুখারী হা/৩৫৯; মুসলিম হা/৫১৬; মিশকাত হা/৭৫৫।
১০. মুস্তাদরাক হাকেম হা/৯১৪; ছহীহুল জামে‘ হা/৬৮৩০।
১১. মানাসিকুল হজ্জ ১/৪৭; কুল্লু বিদ‘আতিন যালালা, পৃঃ ২০১; আল-বুরহানুল মুবীন ১/৫৫৫।
১২. দলীলুল হাজ্জ ওয়াল মু‘তামির, অনু: আব্দুল মতীন সালাফী, ‘সংক্ষিপ্ত নির্দেশাবলী’ অনুচ্ছেদ, মাসআলা-২৪, পৃঃ ৬৫।
১৩. মাজমূ‘ ফাতাওয়া, প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ১৫৯৩; ঐ, ‘লিক্বা-উল বাব আল-মাফতূহ’ অনুচ্ছেদ ১২১, মাসআলা-২৮।
১৪. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৮৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।
১৫. যাদুল মা‘আদ ২/৮৯।
১৬. মানাসিকুল হজ্জ ১/৪৭; কুল্লু বিদ‘আতিন যালালা পৃঃ ২০১; আল-বুরহানুল মুবীন ১/৫৫৫।
১৭. বুখারী হা/১৬১৪-১৬১৫; মুসলিম হা/১২৩৫; মিশকাত হা/২৫৬৩।
১৮. বুখারী হা/১১৬৩; মুসলিম হা/৭১৪; মিশকাত হা/৭০৪; মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, মাজমূ‘ ফাতাওয়া, প্রশ্নোত্তর নং ৮৫৪।

Contents

(৩) হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করা : অনেকেই হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করার সময় ছালাতের রাফ'উল ইয়াদায়েনের ন্যায় দুই হাত উত্তোলন করে থাকেন। অথচ রাসূল (ছাঃ) কখনোই তা করেননি। তাই তা থেকে বিরত থাকা আমাদের একান্ত কর্তব্য।[১৯]

(৪) রুকনে ইয়ামানীতে চুম্বন করা : অনেকে অধিক ফযীলতের আশায় রুকনুল ইয়ামানীতে চুম্বন করে থাকে। অথচ রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম কখনো রুকনে ইয়ামানীতে চুম্বন করেননি। বরং তাঁরা শুধুমাত্র হাত দ্বারা স্পর্শ করেছেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضى الله عنهما قَالَ لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ–

সালেম ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দু'টি রুকনে ইয়ামানী (হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী) ব্যতীত অন্য কোথাও স্পর্শ করতে দেখিনি।[২০]

অতএব সম্ভব হ'লে রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করতে হবে। স্পর্শ করতে সক্ষম না হ'লে কিছুই করতে হবে না। অনেকেই রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করতে না পারলে হাত দ্বারা ইশারা করে থাকেন; যা সুন্নাত পরিপন্থী।

(৫) কা'বা গৃহের দেয়াল ধরে কান্নাকাটি করা : অনেকে অধিক নেকী ও দো'আ কবুলের আশায় কা'বার গিলাফ, দেয়াল, দরজা প্রভৃতি স্থানে মুখ-বুক লাগিয়ে উচ্চৈঃস্বরে কান্নাকাটি করেন। এমনকি অনেকেই সুযোগ পেলে কা'বার গিলাফ চুরি করে কেটে নিয়ে আসে। যার কারণে সঊদী সরকার বাধ্য হয়ে হজ্জের সময় কা'বার গিলাফকে উপরে উঠিয়ে রাখেন। অথচ রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম তাওয়াফের সময় পূর্ব রুকনে ইয়ামানী (হাজরে আসওয়াদ) ও পশ্চিম রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত কা'বা গৃহের অন্য কোন অংশ স্পর্শ করতেন না।[২১] ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত,

أَنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاوِيَةَ بِالْبَيْتِ فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ يَسْتَلِمُ الأَرْكَانَ كُلَّهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمَ تَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُمَا فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَيْسَ شَىْءٌ مِنَ الْبَيْتِ مَهْجُوْراً. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) فَقَالَ مُعَاوِيَةُ صَدَقْتَ–

তিনি মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সাথে তাওয়াফ করছিলেন। মু'আবিয়া (রাঃ) কা'বা গৃহের সকল রুকনেই স্পর্শ করলেন। তখন ইবনু আব্বাস (রাঃ) তাঁকে বললেন, আপনি এই দু'টি রুকন স্পর্শ করলেন কেন? অথচ রাসূল (ছাঃ) এই দু'টি স্পর্শ করেননি। তখন মু'আবিয়া (রাঃ) বললেন, বায়তুল্লাহর কোন অংশই বাদ দেওয়া যেতে পারে না। তখন ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 'তোমাদের জন্য তোমাদের রাসূল (ছাঃ)-এর মধ্যেই রয়েছে উত্তম আদর্শ'। তখন মু'আবিয়া (রাঃ) বললেন, সত্য বলেছেন।[২২] অতএব এটা বিদ'আত; যা অবশ্য বর্জনীয়।

(৬) তাওয়াফের মধ্যে দলবদ্ধভাবে দো'আ করা : রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ 'দো'আ হ'ল ইবাদত'।[২৩] আর ইবাদত কবুলের অন্যতম শর্ত হ'ল, রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী হওয়া। তিনি যে পদ্ধতিতে দো'আ করেছেন ঠিক সে পদ্ধতিতেই দো'আ করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের কেউ কখনো তাওয়াফ ও সাঈতে দলবদ্ধভাবে উচ্চৈঃস্বরে দো'আ করেছেন মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। অতএব এহেন বিদ'আতী পদ্ধতি পরিত্যাগ করে সুন্নাতী পদ্ধতিতে দো'আ করা অপরিহার্য। আর তা হ'ল, নিম্নস্বরে বিনম্রচিত্তে একাকী দো'আ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ادْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ 'তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক। তিনি যালিমদেরকে পসন্দ করেন না' *(আ'রাফ ৭/৫৫)*। তিনি অন্যত্র বলেন, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيْفَةً وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ– 'তোমার প্রতিপালককে মনে মনে বিনম্রচিত্তে ও গোপনে অনুচ্চৈঃস্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করবে এবং তুমি উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হবে না' *(আ'রাফ ৭/২০৫)*।

(৭) হাতীমের মধ্যে দিয়ে তাওয়াফ করা : কা'বার উত্তর পার্শ্বে স্বল্প উচ্চ দেওয়াল ঘেরা 'হাত্বীম'-এর বাহির দিয়ে ত্বাওয়াফ করতে হবে। ভিতর দিয়ে গেলে ঐ ত্বাওয়াফ বাতিল হবে ও পুনরায় আরেকটি ত্বাওয়াফ করতে হবে। কেননা 'হাত্বীম' (الحطيم) হ'ল কা'বা গৃহের মূল ভিতের উত্তর দিকের পরিত্যক্ত অংশের নাম। যা একটি স্বল্প উচ্চ অর্ধ গোলাকার প্রাচীর দ্বারা চিহ্নিত করা আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নবুঅত লাভের পাঁচ বছর পূর্বে তাঁর ৩৫ বছর বয়স কালে কুরায়েশ নেতাগণ বন্যার তোড়ে ধ্বসে পড়ার উপক্রম হ'লে বহু বছরের প্রাচীন ইবরাহীমী কা'বাকে ভেঙ্গে নতুনভাবে নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। তারা তাদের পবিত্র উপার্জন দ্বারা এক এক গোত্র এক এক অংশ নির্মাণের দায়িত্ব ভাগ করে নেন। কিন্তু উত্তরাংশের দায়িত্বপ্রাপ্ত বনু 'আদী বিন কা'ব বিন লুওয়াই তাদের হালাল অর্থের ঘাটতি থাকায় ব্যর্থ হয়। ফলে ঐ অংশের প্রায় ৬ হাত জায়গা বাদ রেখেই দেওয়াল নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়। এতে ইবরাহীমী কা'বার ঐ অংশটুকু বাদ পড়ে যায়। যা 'হাত্বীম' বা পরিত্যক্ত নামে আজও ঐভাবে আছে। অতএব উক্ত অংশটি

১৯. মানাসিকুল হজ্জ, পৃঃ ১/৪৭; কুল্লু বিদ'আতিন যালালা, পৃঃ ২০১; আল-বুরহানুল মুবীন, ১/৫৫৫।
২০. বুখারী হা/১৬০৯; মুসলিম হা/১২৬৭; মিশকাত হা/২৫৬৮।
২১. বুখারী হা/১৬০৯; মুসলিম হা/১২৬৭; মিশকাত হা/২৫৬৮।
২২. বুখারী হা/১৬০৮; মুসনাদে আহমাদ হা/১৮৭৭।
২৩. আবুদাউদ হা/১৪৭৯; তিরমিযী হা/২৯৬৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৮২৮; মিশকাত হা/২২৩০; সনদ ছহীহ, ছহীহুল জামে' হা/৩৪০৭।

Contents

মূল কা'বার অন্তর্ভুক্ত। আর তাওয়াফ করতে হবে কা'বা গৃহের বাহির দিয়ে; ভেতর দিয়ে নয়।

(৮) প্রত্যেক তাওয়াফের জন্য পৃথক পৃথক দো'আ নির্দিষ্ট করা : বর্তমানে হজ্জ বিষয়ক কিছু বইয়ে প্রত্যেক তাওয়াফের জন্য পৃথক পৃথক দো'আ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে; যা কুরআন ও সুন্নাত পরিপন্থী। রাসূল (ছাঃ) পবিত্র কা'বা গৃহ তাওয়াফের সময় শুধুমাত্র রুকনে ইয়ামানী থেকে হাজরে আসওয়াদে পৌঁছা পর্যন্ত رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ দো'আটি পড়তেন।[২৪] উল্লিখিত দো'আ ব্যতীত অন্য কোন দো'আ তাওয়াফের জন্য নির্দিষ্ট নয়। সকলেই তার মনের ইচ্ছা অনুযায়ী যেকোন দো'আ করতে পারে। কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত দো'আ মুখস্থ না থাকলে নিজের মাতৃভাষায় দো'আ করা যায়।[২৫]

(৯) বিদায়ী ত্বাওয়াফ শেষ করে ফেরার সময় কা'বা গৃহের দিকে মুখ করে পিছন দিকে হেঁটে আসা : অনেকে বাড়ী ফিরার পূর্ব মুহূর্তে বিদায়ী তাওয়াফ শেষে কা'বা গৃহের অসম্মান হবে মনে করে পিছন দিকে হেঁটে বের হয়ে আসেন। অথচ রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম কখনো এভাবে বের হননি। এটা কবরপূজারী ছূফীদের বিদ'আতী তরীকা, যা অবশ্যই বর্জনীয়।

সা'ঈ সম্পর্কিত ভুল-ত্রুটি ও বিদ'আত সমূহ

(১) অধিক ছওয়াবের আশায় সা'ঈর উদ্দেশ্যে ওযূ করা : অনেকে অধিক ছওয়াব লাভের আশায় ছাফা-মারওয়া সা'ঈর উদ্দেশ্যে ওযূ করে। তারা ধারণা করে ওযূ করে ছাফা-মারওয়া সা'ঈ করলে তার জন্য সত্তর হাযার নেকী লিখা হবে। অথচ এর প্রমাণে ছহীহ কোন দলীল নেই। অতএব এ উদ্দেশ্যে ওযূ করলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে।[২৬]

(২) কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত সা'ঈর নির্দিষ্ট দো'আর সাথে অন্য দো'আ নির্দিষ্ট করা : বর্তমানে প্রকাশিত অধিকাংশ বইয়ে দেখা যায়, ছাফা-মারওয়া সা'ঈ করার সময় নির্দিষ্টভাবে যে দো'আ কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, তার সাথে আরো কিছু দো'আকে সংযুক্ত করা হয়েছে। অথচ এর অধিকাংশই কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়নি। আবার কিছু বর্ণিত হ'লেও সেগুলোকে সা'ঈর জন্য খাছ করা হয়নি। সা'ঈর ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আত কর্তৃক নির্দিষ্ট দো'আ হ'ল ত্বাওয়াফ শেষে ছাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী হয়ে নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করা-

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ

২৪. *বাক্বারাহ ২/২০১; ছহীহ আবুদাউদ হা/১৬৬৬; মিশকাত হা/২৫৮১; বুখারী হা/৪৫২২, ৬৩৮৯; মিশকাত হা/২৪৮৭।*

২৫. *মানাসিকুল হজ্জ, পৃঃ ১/৪৭; কুল্লু বিদ'আতিন যালালাহ, পৃঃ ২০১; আল-বুরহানুল মুবীন, ১/৫৫৫।*

২৬. *তদেব।*

'নিশ্চয়ই ছাফা ও মারওয়া আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের অন্যতম। অতএব যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্র হজ্জ অথবা ওমরা করবে, তার জন্য এদু'টি পাহাড় প্রদক্ষিণ করায় দোষ নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎকর্ম করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার যথার্থ মূল্যায়নকারী ও তার সম্পর্কে সম্যক অবগত' *(বাক্বারাহ ২/১৫৮)*।

অতঃপর ছাফা পাহাড়ে উঠে কা'বার দিকে মুখ করে দু'হাত উঠিয়ে তিনবার নিম্নের দো'আটি পাঠ করবেন ও অন্যান্য দো'আ করবেন।-

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ- لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ-

অর্থ : 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য সকল রাজত্ব ও তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। তিনিই বাঁচান ও তিনিই মারেন এবং তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশালী। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন ও স্বীয় বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই শত্রু দলকে ধ্বংস করেছেন'।[২৭]

এটা ব্যতীত অন্য কোন দো'আ ছাফা-মারওয়া সা'ঈর জন্য নির্দিষ্ট নয়। অতএব ইসলামী শরী'আত যা নির্দিষ্ট করেনি ইবাদতের জন্য তা নির্দিষ্ট করলে বিদ'আতে পরিণত হবে। সুতরাং যার যা দো'আ মুখস্থ আছে, তাই নীরবে পড়বেন। অবশ্যই তা ছহীহ হাদীছে বর্ণিত দো'আ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে ছহীহ হাদীছে বর্ণিত দো'আ মুখস্থ না থাকলে নিজের মাতৃভাষায় দো'আ করতে পারেন।

(৩) মহিলাদের ছাফা-মারওয়ার মাঝখানে সবুজ লাইট চিহ্নিত স্থানে দ্রুত চলা : মহিলাদের অনেককেই দেখা যায় ছাফা-মারওয়ার মাঝখানে সবুজ লাইট দ্বারা চিহ্নিত স্থানে দ্রুত চলেন বা দৌড়ান। অথচ এটা শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য খাছ, নারীদের জন্য নয়। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ 'নারীদের জন্য তাওয়াফ ও ছাফা-মারওয়ার মাঝখানে রমল তথা দ্রুত চলতে হবে না'।[২৮]

উপসংহার :

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ হজ্জ ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হওয়া অতীব যরূরী। কেননা বিদ'আত মিশ্রিত কোন আমল আল্লাহ্র নিকটে কবুল হয় না। অতএব হজ্জ সহ যাবতীয় ইবাদত বিদ'আত মুক্তভাবে আদায় করা একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন- আমীন!

২৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৫৫; আবুদাঊদ হা/১৮৭২।*

২৮. *দারাকুত্বনী হা/২৭৯৯; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/১৩১১০।*

Contents

কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে ঈমান

আব্দুল মতীন*

(২য় কিস্তি)

ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধির প্রমাণে হাদীছে নববী (ছাঃ) :

ঈমান বাড়ে ও কমে এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বহু প্রমাণ রয়েছে। ইতিপূর্বে আমরা কুরআনের দলীলগুলি উপস্থাপন করেছি। এখানে হাদীছ থেকে কয়েকটি দলীল পেশ করা হ'ল।-

(১) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لاَ يَزْنِى الزَّانِى حِيْنَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيْهَا أَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

১. আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যভিচারী মুমিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না এবং কোন মদ্যপায়ী মুমিন অবস্থায় মদ পান করে না। কোন চোর মুমিন অবস্থায় চুরি করে না। কোন লুটেরা লুটতরাজ করে না মুমিন অবস্থায়, যখন সে লুটতরাজ করে তখন তার প্রতি লোকজন চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে'।[29]

হাদীছটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঈমান কমে ও বাড়ে। কোন মুমিন ব্যক্তি যখন পাপে পতিত হয় তখন তার ঈমান কমে যায়। আবার যখন সে তওবা করে পাপ থেকে ফিরে আসে, তখন তার ঈমান বাড়ে। আব্দুল্লাহ বিন ইমাম আহমাদ (রহ.) বলেন, আমার পিতা থেকে শুনেছি তাঁকে ইরজা (মুরজিয়া, যারা ঈমানকে আমলের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, আমরা ঈমান সম্পর্কে বলব, কথা ও আমলের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা, সেটা কমে ও বাড়ে। যখন (কোন মুমিন ব্যক্তি) যেনা করে ও মদ পান করে তখন তার ঈমান কমে যায়।[30]

মোদ্দাকথা, কোন মুমিন ব্যক্তি বড় পাপ করলে তার ঈমান কমে যায়। তবে সে কাফের হয়ে যায় না। যেমন খারেজীরা এরূপ পাপে পতিত হওয়ার কারণে (মুসলমান ব্যক্তিদের) কাফের ধারণা করে থাকে।[31] উল্লেখ্য যে, কোন মুমিন ব্যক্তি কবীরা গোনাহ করলে (বড় শিরক ব্যতীত) এবং তওবা ছাড়া মারা গেলে সেটা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি ইচ্ছা করলে তার পাপ পরিমাণ শাস্তি দিয়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[32]

(২) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه الإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ.

২. আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ঈমানের সত্তর অথবা ষাটের অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হ'ল তাওহীদের ঘোষণা এ মর্মে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বূদ নেই। আর সর্বনিম্ন হ'ল রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা। আর লজ্জাও ঈমানের একটি শাখা'।[33] অতএব বুঝা যাচ্ছে ঈমানের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন শাখা রয়েছে। এ হাদীছ প্রমাণ করে যে, ঈমান বাড়ে এবং কমে।[34]

হাদীছটি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঈমানের একটি অঙ্গ অপর অঙ্গ থেকে ভিন্ন হয়। আরো জানা যায় যে, মানুষ ঈমানের দিক দিয়ে অন্যের থেকে অনেক উপরে হ'তে পারে। অতএব যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না সে তার জ্ঞান ও শরী'আতের দলীলের বিরোধিতা করে।[35]

(৩) عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَفِى قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيْرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ، مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَفِى قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَفِى قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ.

৩. আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে এবং তার অন্তরে একটি যব পরিমাণ পুণ্য বিদ্যমান থাকবে, তাকে জাহান্নাম হ'তে বের করা হবে। যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে এবং তার অন্তরে একটি গম পরিমাণও পুণ্য বিদ্যমান থাকবে, তাকে জাহান্নাম হ'তে বের করা হবে। যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে এবং তার অন্তরে একটি অণু পরিমাণও নেকী থাকবে, তাকেও জাহান্নাম হ'তে বের করা হবে'।[36]

(৪) عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِى أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّى أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ. قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِيْنِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ. قُلْنَ بَلَى. قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ. قُلْنَ بَلَى. قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا-

* লিসান্স ও এম.এ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।
২৯. বুখারী হা/২৪৭৫, 'মাযালিম' অধ্যায়; মুসলিম হা/২০২ 'ঈমান' অধ্যায়।
৩০. আব্দুল্লাহ, আস-সুন্নাহ ১/৩০৭।
৩১. ইবনু আব্দিল বার্র, আত-তামহীদ, ৯/২৪৩।
৩২. নববী, শরহে ছহীহ মুসলিম, ২/৪১।
৩৩. বুখারী হা/৯, 'ঈমান' অধ্যায়; মুসলিম হা/১৫৩ 'ঈমান' অধ্যায়।
৩৪. ছিদ্দীক হাসান খান, ফাতহুল বায়ান ফি মাক্বাছিদিল কুরআন ৪/৬।
৩৫. আব্দুর রহমান নাছের আস-সা'দী, তাওযীহুল বায়ান লি শাজারাতিল ঈমান, পৃঃ ১৪।
৩৬. বুখারী হা/৪৪, 'ঈমান' অধ্যায়; মুসলিম হা/৪৭৮ 'ঈমান' অধ্যায়।

Contents

৪. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার ঈদুল আযহা অথবা ঈদুল ফিতরের ছালাত আদায়ের জন্য আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ঈদগাহের দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি মহিলাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, হে মহিলা সমাজ! তোমরা ছাদাক্বাহ করো। কারণ আমি দেখেছি জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে তোমরাই সর্বাধিক। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, কি কারণে হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)? তিনি বললেন, তোমরা অধিক পরিমাণে অভিশাপ দিয়ে থাক এবং স্বামীর অকৃতজ্ঞ হও। বুদ্ধি ও দ্বীনের ব্যাপারে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও একজন সদা সতর্ক ব্যক্তির বুদ্ধি হরণে তোমাদের চেয়ে পারদর্শী আমি আর কাউকে দেখিনি। তাঁরা বললেন, আমাদের দ্বীন ও বুদ্ধির ত্রুটি কোথায় হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)? তিনি বললেন, একজন মহিলার সাক্ষ্য কি একজন পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? তাঁরা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, এটা হচ্ছে তাদের বুদ্ধির ত্রুটি। আর হায়েয অবস্থায় তারা কি ছালাত ও ছিয়াম হ'তে বিরত থাকে না? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এ হচ্ছে তাদের দ্বীনের ত্রুটি'।[৩৭] আমল কম করলে ঈমান কমে যায়। হাদীছটি ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি প্রমাণ করে।[৩৮]

৫. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ 'তোমাদের মধ্যে কেউ কোন অন্যায় দেখলে সে যেন তা হাত দিয়ে বাধা দেয়। এতে সমর্থ না হ'লে কথা দিয়ে, এটিতেও সক্ষম না হ'লে অন্তর দিয়ে সেটিকে ঘৃণা করবে। আর এটা হ'ল দুর্বল ঈমান'।[৩৯] ইমাম নববী বলেন, অন্যায় কাজে বাধা দেওয়াটা ঈমানের একটি শাখা।[৪০]

ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে সালাফে ছালেহীনের বক্তব্য :

* ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) তাঁর সাথীদের বলতেন, هلموا نزداد إيمانا، 'এসো আমরা আমাদের ঈমান বৃদ্ধি করি'।[৪১]

* আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) দো'আতে বলতেন, اللهم زدني إيمانا ويقينا 'হে আল্লাহ! আমার ঈমান ও প্রত্যয় বৃদ্ধি করে দাও'।[৪২]

* মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) তাঁর সাথীকে বলতেন, اجْلِسْ بِنَا نُؤْمِنُ سَاعَةً، يَعْنِي نَذْكُرُ اللهَ. 'আমাদের সাথে বস, আমরা আল্লাহ্র প্রতি কিছুক্ষণ ঈমান আনি। অর্থাৎ আল্লাহকে স্মরণ করি'।[৪৩]

* আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, الإيمان يَزِيدُ وَيَنْقُصُ 'ঈমান বাড়ে এবং কমে'।[৪৪]

* ওমাইর বিন হাবীব আল-খাতামী (রাঃ) বলেন, الْإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ. قِيلَ: وَمَا زِيَادَتُهُ وَنُقْصَانُهُ؟ قَالَ : إِذَا ذَكَرْنَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَحَمِدْنَاهُ وَسَبَّحْنَاهُ فَذَلِكَ زِيَادَتُهُ وَإِذَا غَفَلْنَا وَضَيَّعْنَا وَنَسِينَا. فَذَلِكَ نُقْصَانُه 'ঈমান বাড়ে ও কমে। বলা হ'ল, তার কিভাবে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে? তিনি বললেন, আমরা যখন আল্লাহ্র যিকর করি, তাঁর প্রশংসা করি, তাসবীহ (তাহলীল) পাঠ করি, তখন সেটি বাড়ে। আর যখন আমরা অলসতা করি, যিকর থেকে গাফেল হই, ভুলে যাই তখন সেটি কমে'।[৪৫]

* ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ) আদী ইবনু আদী (রহঃ)-এর নিকট এক পত্রে লিখেছিলেন, ঈমানের কতকগুলো হুকুম-আহকাম, বিধি-নিষেধ ফরয এবং কতকগুলো সুন্নাত রয়েছে। যে এগুলো পরিপূর্ণ রূপে আদায় করে তার ঈমান পূর্ণ হয়। আর যে এগুলো পূর্ণভাবে আদায় করে না, তার ঈমান অপূর্ণাঙ্গ হয়।[৪৬]

* আব্দুর রহমান বিন ওমর আল-আওযাঈ (রহঃ) বলেন, الإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الإِيْمَانَ يَزِيْدُ وَلاَ يَنْقُصُ فَاحْذَرُوْهُ فَإِنَّهُ مُبْتَدِعٌ 'ঈমান হ'ল কথা ও কর্ম দ্বারা বাস্তবায়ন করা। সেটি বাড়ে ও কমে। যে ধারণা করে যে ঈমান শুধু বাড়ে, কমে না, তার থেকে তোমরা সতর্ক থাকো। কেননা সে বিদ'আতী'।[৪৭]

আওযাঈ (রহঃ)-কে ঈমান বাড়ে কি-না এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, نعم حتى يكون كالجبال، قيل فينقص؟ قال نعم، حتى يبقى منه شيئ– 'হ্যাঁ বাড়ে, এমনকি সেটি পাহাড় সমতুল্য হয়ে যায়। জিজ্ঞেস করা হ'ল, অতঃপর সেটি কি কমে? তিনি বললেন, হ্যাঁ! এমনকি তার যৎসামান্যই অবশিষ্ট থাকে'।[৪৮]

* সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, الإيمان يزيد وينقص 'ঈমান বাড়ে ও কমে'।[৪৯]

* আব্দুর রায্যাক শায়বানী বলেন, আমি মা'মার, সুফয়ান ছাওরী, মালেক বিন আনাস, ইবনে জুরাইজ এবং সুফয়ান বিন উয়াইনা থেকে শুনেছি সবাই বলেন, الإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ

---

৩৭. *বুখারী হা/৩০৪, 'হায়েয' অধ্যায়; মুসলিম হা/২৪১ 'ঈমান' অধ্যায়।*
৩৮. *আন-নববী, শারহে ছহীহ মুসলিম ২/৬৫-৬৬।*
৩৯. *মুসলিম হা/১৭৭, 'ঈমান' অধ্যায়।*
৪০. *শরহে ছহীহ মুসলিম ২/২১।*
৪১. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ১১/২৬; লালকাঈ, শারহু উছূলে ইতেক্বাদে আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ ৫/১০১২, হা/১৭০০।*
৪২. *আব্দুল্লাহ, আস-সুন্নাহ, ১/৩৬৮, হা/৭৯৭; লালকাঈ, শারহু ইতেক্বাদ, ৫/১০১৩, হা/১৭০৪; ইবনে হাজার, ফাতহুল বারী, ১/৪৮, সনদ ছহীহ।*
৪৩. *শারহু ই'তেক্বাদ, ৫/১০১৪, হা/১৭০৭, ফাতহুল বারী, ১/৪৫, সনদ ছহীহ।*
৪৪. *শারহু ই'তেক্বাদ, ৫/১০১৬, হা/১৭১১।*
৪৫. *শারহু ই'তেক্বাদ ৫/১০২০, হা/১৭২১।*
৪৬. *বুখারী, 'ঈমান' অধ্যায়, পৃঃ ৪।*
৪৭. *আজুর্রী, আশ-শারী'আহ, পৃঃ ১১৭, শারহু ই'তেক্বাদ, ৫/১০৩০, হা/১৭৩৯, সনদ মাক্ববুল।*
৪৮. *শারহু ই'তেক্বাদ, ৫/১০৩০, হা/১৭৪০।*
৪৯. *আব্দুল্লাহ, আস-সুন্নাহ, ১/৩১০, হা/৬০৪, শারহু ই'তেক্বাদ, ৫/১০২৯, হা/১৭৩৮, সনদ ছহীহ।*

وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ ‘ঈমান হ’ল কথা ও কর্ম দ্বারা বাস্তবায়ন করা। সেটি বাড়ে ও কমে’।[৫০]

* ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, الإِيْمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ ‘ঈমান হ’ল কথা ও কর্মের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা, সেটি বাড়ে ও কমে’।[৫১]

* ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, الإيمان بعضه أفضل من بعض وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ وزيادته في العمل ونقصانه في ترك العمل ‘ঈমানের কিছু অংশ কিছু অংশ থেকে উত্তম। সেটি বাড়ে ও কমে। আমলের মাধ্যমে তা বৃদ্ধি হয় এবং আমল ছেড়ে দিলে তা হ্রাস প্রায়।[৫২] তিনি আরো বলেন, الإِيْمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ إذا عملت الخير زاد وإذا ضعت نقص- ‘ঈমান হ’ল কথা ও কর্মের সমন্বয়। সেটি বাড়ে ও কমে। যখন তুমি ভালো আমল করবে তখন তা বৃদ্ধি পাবে এবং নষ্ট করলে (খারাপ আমল দ্বারা) কমে যাবে।[৫৩]

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ এবং সালাফে ছালেহীনের কথা থেকে বুঝা যায়, ভাল কাজ করলে ঈমান বাড়ে এবং পাপ কাজ করলে কমে। এমনকি কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

মানুষের মাঝে একে অপরের তুলনায় ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় :

১. যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনল, কিন্তু আমল করল না। অপর ব্যক্তি ঈমান আনল এবং শরী‘আত মুতাবেক আমল করল। এদের মাঝে ঈমানের কম-বেশি পরিলক্ষিত হয়।

২. যে ব্যক্তি শরী‘আতের জ্ঞান অর্জন করল এবং সে অনুযায়ী আমল করল। আর যে ব্যক্তি শরী‘আতের জ্ঞান অর্জন করল, কিন্তু সে অনুযায়ী আমল করল না। এদের মাঝে ঈমানে কম-বেশি পরিলক্ষিত হয়।

৩. যে বিশ্বাস ব্যক্তির অন্তরের আমলকে আবশ্যক করে সেটি তার থেকে পূর্ণাঙ্গ, যার অন্তরের আমল করাটা অবশ্যক করে না। দু’জন ব্যক্তিকে জ্ঞান দেয়া হ’ল, আল্লাহ সত্য, তাঁর রাসূলগণ সত্য, জান্নাত-জাহান্নাম সত্য, এদের একজন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসল, জান্নাত পাওয়ার আশায় আমল করল, জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট মুক্তি চাইল। কিন্তু অপরজন তা করল না। অতি সহজেই এ দু’জনের ঈমানের কম-বেশি বুঝা যায়।

৪. অন্তরের আমল যেমন আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা, ভয়-ভীতি, আশা-ভরসা, এরূপ বিষয়ে একে অপরের মাঝে কম-বেশী লক্ষ্য করা যায়। মানুষের মাঝে ভালবাসার ক্ষেত্রেও কম-বেশী দেখা যায়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ‘আর মানবমণ্ডলীর মধ্যে এরূপ কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় অপরকে সমকক্ষ স্থির করে, আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তারা তাদেরকে ভালবাসে এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের ভালবাসা দৃঢ়তর’ *(বাক্বারাহ ২/১৬৫)*।

ঈমানের পূর্ণতার ব্যাপারে অনেক হাদীছ এসেছে। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হ’ল।-

(১) عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُوْدَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ

১. আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘তিনটি গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান, সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করেছে। (১) যার নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অন্য সকল বস্তু হ’তে অধিক প্রিয় (২) যে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য কোন বান্দাকে ভালবাসে (৩) আল্লাহ তা‘আলা কুফর হ’তে মুক্তি প্রদানের পর যে কুফরে প্রত্যাবর্তনকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার মতোই অপসন্দ করে’।[৫৪]

(২) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

২. আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হ’তে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হব’।[৫৫]

৩. আব্দুল্লাহ ইবনু হিশাম (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ لأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لاَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَإِنَّهُ الآنَ وَاللهِ لأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِيْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الآنَ يَا عُمَرُ.

‘আমরা একবার নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তখন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর হাত ধরেছিলেন। ওমর (রাঃ) তাঁকে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমার নফস ব্যতীত আপনি আমার কাছে সব কিছু অপেক্ষা অধিক

৫০. আব্দুল্লাহ, আস-সুন্নাহ, ১/৩৪৩, শারহু ই‘তেক্বাদ, ৫/১০৩৯, হা/১৭৩৫, সনদ ছহীহ।
৫১. আবু নু‘আইম, আল-হিলইয়া, ১০/১১৫, ফাতহুল বারী, ১/৪৭।
৫২. আল-খাল্লাল, আস-সুন্নাহ, ২/৬৭৮, হা/১০০৮।
৫৩. আস-সুন্নাহ ২/৬৮০, হা/১০১৩।

৫৪. বুখারী হা/২১, ‘ঈমান’ অধ্যায়, মুসলিম হা/১৬৫, ‘ঈমান’ অধ্যায়।
৫৫. বুখারী হা/১৫, ‘ঈমান’ অধ্যায়, মুসলিম হা/১৬৯, ‘ঈমান’ অধ্যায়।

প্রিয়। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, না, যাঁর হাতে আমার প্রাণ ঐ সত্তার কসম! তোমার কাছে আমি যেন তোমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় হই। তখন ওমর (রাঃ) তাঁকে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! এখন আপনি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, এখন হে ওমর! (তুমি সত্যিকার অর্থে মুমিন হ'লে)।[৫৬]

মানুষের ঈমানে ঐরূপ কম-বেশী পরিলক্ষিত হয়, যেমনভাবে প্রকাশ্য আমলে মানুষের মাঝে কম-বেশী দেখা যায়। জিহ্বার মাধ্যমে সম্পন্ন আমল যেমন, কুরআন তেলাওয়াত, যিকির, ইস্তেগফার, তাকবীর, তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদিতে কমবেশী হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সম্পন্ন আমল যেমন ছালাত, হজ্জ, জিহাদ, ছাদাক্বাহ ইত্যাদি আদায়ে কম-বেশী দেখা যায়। জিহ্বার মাধ্যমে কৃত আমল সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيْرا، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً– 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা কর' *(আহযাব ৪১-৪২)*। কুরআন তেলাওয়াত সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلَانِيَةً يَرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ 'যারা আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করে, ছালাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হ'তে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করতে পারে এমন ব্যবসার, যার ক্ষয় নেই' *(ফাতির ৩৫/২৯)*। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي مُوسَى رضى الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَثَلُ الَّذِى يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِى لاَ يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

আবু মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের যিকর করে, আর যে যিকর করে না, তাদের উপমা হ'ল জীবিত ও মৃত ব্যক্তির ন্যায়'।[৫৭] কুরআন হাদীছ থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যিকির-আযকারে ব্যস্ত থাকে এবং যে থাকে না, তাদের উভয়ের মাঝে ঈমানে কম-বেশী রয়েছে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কৃত ইবাদত। যেমন ছালাত সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ 'তোমরা ছালাত সমূহ ও মধ্যবর্তী ছালাতের (আছর) ব্যাপারে যত্নবান হও এবং বিনীতভাবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হও' *(বাক্বারাহ ২/২৩৮)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا يُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيْهِ وَلاَ خِلاَلٌ 'আমার বান্দাদের মধ্যে যারা মুমিন তাদেরকে বল ছালাত কায়েম করতে এবং আমরা তাদেরকে যা দিয়েছি তা হ'তে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করতে সেদিন আসার পূর্বে যেদিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকবে না' *(ইবরাহীম ১৪/৩১)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيْنَ، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ، أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ، الَّذِينَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ–

'অবশ্যই মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে। যারা তাদের ছালাতে বিনীত। যারা অসার ক্রিয়াকলাপ হ'তে নিজেকে বিরত রাখে। যারা যাকাত আদায় করে। যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে হেফাযত করে। নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। সুতরাং কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালংঘনকারী। আর যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। যারা নিজেদের ছালাতে যত্নবান থাকে, তারাই হবে উত্তরাধিকারী। উত্তরাধিকারী হবে (জান্নাতুল) ফিরদাউসের, যাতে তারা স্থায়ীভাবে জীবন-যাপন করবে' *(মুমিনূন ১-১১)*। ছালাত ও যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে কম-বেশী পরিলক্ষিত হয়, অনুরূপভাবে আমানত রক্ষা, হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি বিষয়েও কম-বেশী দেখা যায়। অতএব বুঝা যাচ্ছে, ঈমান কমে ও বাড়ে।

৭. যারা জামা'আতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে, ইবাদত ও যিকির-আযকারে ব্যস্ত থাকে, সকল ইবাদত কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী আদায় করে, তাদের মাঝে এবং যারা ইবাদত থেকে গাফেল থাকে তাদের মাঝে ঈমানে অনেক কম-বেশী দেখা যায়। অতএব আমাদেরকে গাফলতি থেকে দূরে থেকে ঈমানের বলে বলীয়ান হ'তে হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ 'আর তুমি উপদেশ দিতে থাক, নিশ্চয়ই উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসবে' *(যারিয়াত ৫১/৫৫)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ 'এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্যে যার আছে অন্তঃকরণ অথবা যে শ্রবণ করে একাগ্রচিত্তে' *(ক্বাফ ৫০/৩৭)*। যারা আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগূল থাকে, তাঁকে ভয় করে তারাই ইহকাল ও পরকালে সফলকাম। আর যারা

---

৫৬. *বুখারী, হা/৬৬৩২, 'আয়মান ওয়ান-নুযূর' অধ্যায়।*
৫৭. *বুখারী হা/৬৪০৭, 'দো'আ' অধ্যায়; মুসলিম হা/১৮২৩, 'ছালাত মুসাফিরীদের ছালাত' অধ্যায়।*

আল্লাহ্র ইবাদত থেকে দূরে থাকে, আল্লাহকে ভয় করে না, তারাই হতভাগ্য। মহান আল্লাহ বলেন, سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى– 'যারা ভয় করে, তারা উপদেশ গ্রহণ করবে। আর যারা তা উপেক্ষা করবে সে নিতান্ত হতভাগ্য' *(আ'লা ৮৭/১০-১১)*।

কুরআন-সুন্নাহ্র উপদেশ অনুযায়ী জীবন-যাপন না করে নিজের খেয়াল-খুশি মত চললে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً 'যার চিত্তকে আমরা আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি, যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে তুমি তার আনুগত্য করো না' *(কাহফ ১৮/২৮)*। আল্লাহ্র ইবাদতের মাধ্যমে নিজেকে ঈমানের বলে বলীয়ান করতে হবে, গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে দূরে থাকতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُنْ مِّنَ الْغَافِلِيْنَ 'তোমার প্রতিপালককে মনে মনে বিনয়-নম্রতা ও ভয়-ভীতি সহকারে অনুচ্চৈঃস্বরে সকাল ও সন্ধ্যায় স্মরণ করবে। তুমি গাফেল ও উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হবে না' *(আ'রাফ ৭/২০৫)*। অতএব যারা আল্লাহ্র ইবাদত ও যিকির-আযকারে লিপ্ত থাকে তাদের ঈমান বাড়ে। আর যারা তা করে না, গাফলতি করে তাদের ঈমান কমে যায়।[৫৮] *[চলবে]*

৫৮. *ইবনে তাইমিয়াহ,কিতাবুল ঈমান, পৃঃ ১৮০-১৮৩; ডঃ আব্দুর রাযযাক্ব আল-বদর, যিয়াদাতুল ঈমান ওয়া নুকৃছানিহি, পৃঃ ১৫৩-১৭৪।*

গাযায় অবিলম্বে গণহত্যা বন্ধ করুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

গত ৮ জুলাই হ'তে প্রায় মাসব্যাপী ফিলিস্তীনের গাযা ভূ-খণ্ডে মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোঁড়া অবৈধ ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈল কর্তৃক বর্বরোচিত গণহত্যার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব এক বিবৃতিতে বলেন, নিরীহ ফিলিস্তীনী মুসলিম নারী ও শিশুদের উপর হামলা চালিয়ে বর্বর ইহুদী শাসকরা রক্তের হোলি খেলছে। অথচ গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ধ্বজাধারী বিশ্বমোড়লরা মুখে কুলুপ এঁটে এ দৃশ্য দেখছেন। তিনি অবিলম্বে এই নৃশংস হত্যাযজ্ঞ বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাতিসংঘ, আরবলীগ ও ওআইসির প্রতি জোর দাবী জানান। পাশাপাশি তিনি ফিলিস্তীনের নির্যাতিত মুসলমানদের মুক্তির জন্য দেশের সকল মসজিদে 'কুনূতে নাযেলা' পাঠের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্র বারগাহে প্রার্থনা করার আহ্বান জানান।

বিদেশে আত-তাহরীক-এর জন্য যোগাযোগ করুন

*** রিয়াদ, সঊদী আরব :**
কালামুল ইসলাম- ০০৯৬৬-৫০৯০০৩৪৯৬
*** জেদ্দা, সঊদী আরব :**
সাঈদুল ইসলাম- ০০৯৬৬-৫৬৩৮৯৩১০৮
*** মক্কা, সঊদী আরব :**
হাসানুল ইসলাম- ০০৯৬৬-৫৬৮৯৮৪৭৭০
*** আল-খাফজী, সঊদী আরব :**
তোফাযযল হোসাইন- ০০৯৬৬-৫৫৭৩৫৫৯৫২
*** দাম্মাম, সঊদী আরব :**
(১) আব্দুল খালেক- ০০৯৬৬-৫৬১৬৯৮২২২
(২) যহীরুল ইসলাম- ০০৯৬৬-৫৬৮১৪৭৪২৫
(৩) আব্দুল্লাহ আল-মামূন- ০০৯৬৬-৫৬৪৮৯৫১৬৮
*** আল-কাসীম, সঊদী আরব :**
রশীদ আহমাদ- ০০৯৬৬-৫০২১৭০৯৩৪
*** আল-খাবরা, আল-কাসীম, সঊদী আরব :**
হাফেয আখতার মাদানী- ০০৯৬৬-৫৪২১৬১৩৭৫
*** মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব :**
হাফেয আব্দুল মতীন- ০০৯৬৬-৫৩৬৭৬৮৭১১

কুয়েত :
* যাকারিয়া বিন ইন্তায- +৯৬৫৫০৯৭২৭২৫
* আবু সারাহ
বাহরাইন :
* ইঞ্জিনিয়ার শাহজাহান- +৯৭৩৩০৯৫৬১১
* মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম- +৯৭৩৩৪৪১৮৪৩৪
সিঙ্গাপুর :
* মোয়াযযম- +৬৫৮৫৮৫৫৯৪৬
* কাওছার- +৬৫৯১৯৫৭৪৯১
* মাযহারুল ইসলাম- +৬৫৮৪৯৬৪৩২৬
আমেরিকা :
* মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ- ০০১-৭১৮-৮৬৪-৭৩৯২
লন্ডন :
* আব্দুল মুনঈম- +৪৪০৭৮৬৩২৮৯৭৫৮
* হাফেয আতাউর রহমান- +৪৪৭৭৬৯৩৮৯২৪১
ভারত :
* মাওলানা মেছবাহুদ্দীন- +৯১৯৭৩২৮২৩২১২
* মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ- +৯১৮৯৭২০৬৮৬৮৯

হকের পথে যত বাধা

'সকলের সামনে কান ধরে দাঁড়িয়ে বল, এখন থেকে ইমাম আবু হানীফার আদর্শ অনুযায়ী জীবন-যাপন করব' (!)

আমি মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম। বাগেরহাটের মোল্লাহাট থানার কোধলা গ্রামে আমার বাড়ী। ছোটবেলা থেকেই আমি মদীনাকে ভালবাসতাম। মসজিদে নববীর ছবি যেখানেই দেখতাম পলকহীন ভাবে তাকিয়ে থাকতাম। আর মনে মনে ভাবতাম বাস্তবে কি কখনও মদীনা দেখতে পাব? আলিয়া মাদরাসা হ'তে দাখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর পরিচয় হ'ল কাজদিয়া নিবাসী আকরাম মাষ্টারের বড় ছেলে মাওলানা সাখাওয়াত হোসাইনের সঙ্গে। তারা ১১ ভাই সবাই চট্টগ্রাম হাটহাজারী মেখল মাদরাসার মুফতী ফয়যুল্লাহ ছাহেবের বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় পড়াশুনা করেন। মাওলানা সাখাওয়াত হোসাইন আমাকে পরামর্শ দিলেন উক্ত মাদরাসায় পড়ার জন্য এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন ভর্তির সকল ব্যবস্থা তিনি করবেন। চলে গেলাম চট্টগ্রামে। ভর্তি হ'লাম মেখল মাদরাসায়। কাফিয়াতে পড়াকালীন আব্বা অসুস্থ হয়ে পড়েন। আব্বাকে দেখতে এলাম। কিছুদিন পর আব্বা আমাদেরকে ছেড়ে চির নিদ্রায় শায়িত হ'লেন। পড়াশুনা আর হ'ল না। আর্থিক অনটনের জন্য আয়ের পথ ধরতে হ'ল। যোগ দিলাম বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে।

১৯৯৬ সালে সম্মানের সাথে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী হ'তে অবসর গ্রহণ করি। এবার মদীনায় যাওয়ার পালা। আমার এক নিকটাত্মীয়ের কাছে টাকা জমা দিয়েছিলাম মদীনার ভিসার জন্য। তিনি আমার সম্পূর্ণ টাকা আত্মসাৎ করলেন। আমি সর্বশান্ত হয়ে গেলাম। ভাবলাম মদীনায় বুঝি আর যাওয়া হ'ল না। তবে আশা ছাড়িনি। ছেলেরা বড় হ'ল। ২ ছেলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিল। আবার টাকা জমা দিলাম। আল্লাহপাক এবার কবুল করলেন। ২০০৮ সালের ৭ই জুন দুপুর একটায় সঊদী এয়ার লাইন্সে রিয়াদের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করলাম। রিয়াদ পৌঁছলাম। প্রায় ২ মাসের মতো রিয়াদে অবস্থান করার পর আকামা হাতে পেলাম।

আকামা হাতে পেয়েই প্রথমে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লাম। মক্কা পৌঁছলাম, ওমরাহ পালন করলাম। জুম'আর ছালাত আদায় করলাম। রাত ১০-টায় মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লাম এবং রাত ২-টায় মদীনায় পৌঁছলাম। সেকি আনন্দ! সেটা কাউকে বলে বুঝানো যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রওজা মোবারক যিয়ারত করলাম। রিয়াযুল জান্নায় ছালাত আদায় করলাম। ছোট বেলার সেই আকাঙ্ক্ষিত মসজিদে নববীর সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম।

১০ বছর পূর্ব থেকে আমার একটা ভাগ্নে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রওযা মোবারকে কাজ করে। তার সাথে বাসায় চলে গেলাম। দুইদিন থাকার পর মসজিদে নববীর সামনে একটা মার্কেটে আমার চাকুরি হয়। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত মসজিদে নববীতে আদায় করি আর আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করি হে আল্লাহ! স্থান যখন দিয়েছ, পুরাপুরিভাবেই মসজিদে নববীতে স্থান দাও। এক মাস যেতে না যেতেই আল্লাহপাক আমার ডাক শুনলেন। আমার চাকুরী হয়ে গেল মসজিদে নববীতে। *ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ*। অল্পদিনের মধ্যে মক্কা মদীনার অনেক কিছুই দেখা-শুনা ও বুঝার সুযোগ হ'ল। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ালো আমার ছালাত। আমার ছালাতের সাথে কারুর ছালাত মিলে না। নিজেকে কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারছি না। কারণ বাড়ীতে থাকাকালীন আমার নিজ পরিবারের একজন সদস্যা যিনি আমার বড় ভাইয়ের স্ত্রী প্রায় সময় তার সাথে আমার ছালাতের মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে কথা কাটাকাটি হ'ত। আমি ছিলাম হানাফী মাযহাবের অন্ধ অনুসারী একজন গোড়া মানুষ। আর তিনি ছিলেন আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের একজন সদস্যা। আমার কাছে সবই ছিল ফিকহের গ্রন্থ যেমন হেদায়া, শারহে বেকায়া, কুদুরী, শামী, আলমগীরি, বেহেস্তী জেওর, বেহেস্তের কুঞ্জি, মকসুদুল মোমিন, ফাজায়েলে আমাল ইত্যাদি। আর তার কাছে ছিল বুখারী, মুসলিম, আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মুওয়াত্ত্বা মালেক প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থ। এরপরও তিনি আমার সাথে পেরে উঠতেন না। কারণ আমরা দলে ভারী ছিলাম। তিনি ছিলেন একা। এখন মক্কা মদীনায় এসে দেখি তার দলে সব, আমি একা। ব্যাপারটা কিছুতেই সামলিয়ে উঠতে পারছিলাম না। মসজিদে নববীতে প্রতি ওয়াক্ত ছালাতে প্রায় ১০ লাখের অধিক মুছল্লী হয়। ইমাম সহ সকলের ছালাত একরকম, আমার ছালাত ভিন্ন। এরপরও বাপ-দাদার আমল ছাড়তে বিবেকে বাধা দেয়। তবে এটাও অতি সত্য যে, নিজেকে একজন ছালাত চোর বলে বিবেচিত হচ্ছিল। এরপর সন্ধান পেলাম 'মদীনা ইসলামী দাওয়া এণ্ড গাইডেন্স সেন্টারে'র। ভর্তি হ'লাম সেখানে। ডিউটি শেষে অবসর সময়ে ক্লাস করি।

পরিচয় হ'ল শায়খ মতীউর রহমান মাদানী, শায়খ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-কাফী, শায়খ সাইফুদ্দীন বেলাল, শায়খ ড. মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ, শায়খ আবুল হাশীম মাদানী, শায়খ রবীউল ইসলাম সহ আরও অনেকের সাথে। এর মধ্যে সব থেকে কাছের মানুষটি ছিলেন শায়খ মতীউর রহমান মাদানী, তিনি দাম্মাম ইসলামী দাওয়া সেন্টারের দাঈ। যখন মক্কা অথবা মদীনায় আসতেন আমাকে ফোন করতেন এবং আমার কাছেই তিনি থাকতেন। তিনিই আমাকে হক এবং বাতিলের পার্থক্য বুঝিয়েছেন। আল্লাহপাক তাকে এবং তার পরিবার-পরিজনকে দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম বিনিময় দান করুন-আমীন!

ক্লাসে কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোচনা শুনি মসজিদে নববীর ইমাম ছাহেবের আমল দেখি। মসজিদে নববীর লাইব্রেরীতে গিয়ে তাফসীর ও হাদীছ পড়ি। সবকিছুরই হুবহু মিল আছে। এরপরও বুঝ আসে না। পরের সপ্তাহে হাদীছের ক্লাসে 'তোমরা আমাকে যেভাবে ছালাত আদায় করতে দেখছ অনুরূপভাবে ছালাত আদায় কর', 'বনী ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হবে, আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে, একটি মাত্র দল জান্নাতে যাবে বাকী সব জাহান্নামে যাবে' হাদীছগুলি শুনে হৃদয়ে দাগ কাটলো। তখন হ'তে ভাবতে শুরু করলাম, ইসলামের মূল কেন্দ্র তো এখানেই। রাসূল (ছাঃ)-কে তো আল্লাহ তা'আলা এখানেই প্রেরণ করেছেন। কুরআন এখানে নাযিল হয়েছে। কা'বা ঘর এখানে, জমজম কূপ এখানে, ছাফা-মারওয়া এখানে, মিনা-মুযদালিফা-আরাফাত এখানে, রাসূল (ছাঃ)-এর রওযা মোবারক এখানে। কাজেই ছহীহ শুদ্ধ আমল তো এখানেই থাকবে। শুরু হ'ল হকের পথে যাত্রা।

হকের পথে যতই অগ্রসর হ'তে থাকি। আমার উপর বাতিলের কুঠারাঘাত, অন্যায়-অত্যাচার, অবিচার আর যুলুম ততই বৃদ্ধি

Contents

পেতে থাকে। ২০১১ সালের ডিসেম্বর মাসে আমার বড় ভাইয়ের স্ত্রী অর্থাৎ বড় ভাবীর অসুস্থতার কথা শুনে বাড়িতে আসি। বাড়িতে আসার এক সপ্তাহ পর বড়ভাবী আমাদেরকে ছেড়ে চির নিন্দ্রায় শায়িত হ'লেন *(ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজেঊন)*। মৃত্যুর পূর্বে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কিছু অছিয়ত করে গিয়েছিলেন। যেমন কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী জানাযা ও দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা, মৃত্যুর খবর মাইকে প্রচার না করা, তাড়াতাড়ি দাফনের ব্যবস্থা করা, মাইয়েতের পাশে বসে কুরআন তেলাওয়াত না করা, অধিক কান্নাকাটি না করা, চল্লিশা অথবা মীলাদের ব্যবস্থা না করা, দাফনের পর সম্মিলিত মোনাজাত না করা, জানাযায় অবশ্যই সূরা ফাতেহা পাঠ করা ইত্যাদি। এই অছিয়তগুলি প্রকাশ করাই ছিল আমার অপরাধ। গ্রামে বাপ-দাদার আমলের একমাত্র মসজিদ, সেখানে ছালাত আদায়ে ব্যাপক বাধা; বিতর্কে না গিয়ে মসজিদ ছেড়ে দিয়েছিলাম। পার্শ্ববর্তী গ্রামে আলহাজ্জ আব্দুল মালেক মোল্লার নেতৃত্বে নতুন একটা মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। মুছল্লীর সংখ্যা যদিও সীমিত, ছালাতে কোন বাধা নেই। তাছাড়া হাজী ছাহেব এবং তার ছেলেরা মোটামুটিভাবে ছহীহ আক্বীদায় ছালাত আদায় সহ অন্যান্য বিষয়ও মেনে চলার চেষ্টা করেন। তাদের সঙ্গে ছালাত আদায় করি। প্রতিদিন এশার পরে তাফসীর, বুখারী, মুসলিম, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) সহ আরও ছহীহ কিতাবের তা'লীম হয়। কিছুদিন পর এখানেও বাতিলের বাধা শুরু হ'ল। মসজিদের মুয়াযযিন ও একজন মুছল্লী কিছুতেই উপরে উল্লিখিত কিতাবগুলির কথা শুনবেন। তাদের কথা বাপ-দাদা পূর্ব পুরুষ যা করে গেছে আমরাও তাই করব, নতুন কিছু মানতে চাই না।

জুম'আর দিন এটাকে কেন্দ্র করে মসজিদে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে আমাকে মসজিদে না যাওয়ার জন্য কঠোরভাবে হুঁশিয়ারী প্রদান করে। যদি মসজিদে যাই তাহ'লে প্রাণে মেরে ফেলবে বলেও তারা হুমকি দেয়। তখন আমি মসজিদে যাওয়া বন্ধ করে দেই। বাড়ীতে বিবি বাচ্চাদেরকে নিয়ে ছালাত আদায় করি। জুম'আর ছালাত দূরে কোথাও গিয়ে আদায় করে আসি। এরপরও তারা ক্ষান্ত হয়নি। ঐ বাতিল পন্থীদের সাথে ইলিয়াসী তাবলীগ পন্থীদের যোগসূত্রে খুলনা হ'তে হেফাযতের আহ্বায়ক গোলাম রহমানকে ভাড়া করে এনে আমাদেরকে মসজিদে ডেকে নিয়ে আমার উপরে অমানবিক বর্বোরচিত তাণ্ডব চালায়। গোলাম রহমান আমাকে বলে, *সকলের সামনে কান ধরে দাঁড়িয়ে বল, এখন থেকে আমি ইমাম আবু হানীফার আদর্শ অনুযায়ী জীবন-যাপন করব'*। তখন আমি বললাম, আল্লাহ্‌র বিধান এবং রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ অনুযায়ী জীবন-যাপন করব। তখন আমার মাথার উপর থাবা দিয়ে বলে, ওর মনে এখনও শয়তানি আছে। তারপর আমাকে নাকে খৎ দেওয়ার জন্য বলে, মাইকে প্রচার করার জন্য জোর তাকীদ দেয়। মাইকে প্রচার না করলে প্রাণ নাশের হুমকি দেয়। তখন মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে বললাম, ইমাম আবু হানীফার মাযহাবের মধ্যে যে সকল নিয়ম-কানূন মাসআলা-মাসায়েল কুরআন ও সুন্নাহর সাথে হুবহু মিল আছে তা আমি পালন করব। গোলাম রহমান তখন বলল, ওর শয়তানি এখনও যায়নি, ওর মনে এখনও গলদ আছে। এই বলে সাধারণ মানুষকে আমার উপর ক্ষেপিয়ে দিয়ে চলে যায়।

এশার আযান হয়ে গেল। মসজিদে ১০/১২ জন মুছল্লী। বাইরে উচ্ছৃংখল জনগণ আমার অপেক্ষায় আছে। কেউ বলছে, হাত-পা ভেঙ্গে ফেলব, কেউ বলছে, কেটে টুকরা টুকরা করব, কেউ বলছে, দাড়ি টেনে ছিড়ে ফেলব। ইতিমধ্যে ঐ মসজিদের একজন নিয়মিত মুছল্লী উকীলুদ্দীন মোল্লা এসে আমাকে বলল, আপনি এই মুহূর্তে বাইরে যাবেন না। বাইরে গেলে আপনাকে মেরে ফেলবে। এশার ছালাত শুরু হয়ে গেল। আমি ছালাতে দাঁড়ালাম আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাইলাম। আল্লাহপাক সাহায্য করলেন। ইমাম ছাহেব সালাম ফেরানোর সাথে সাথে স্থানীয় এক আওয়ামীলীগ কর্মী রবীউল ইসলাম আমার হাত ধরে মসজিদ হ'তে বের করে বিকল্প রাস্তায় আমাকে বাড়ীতে পৌঁছে দেন। কিছুক্ষণ পর উচ্ছৃঙ্খল কয়েক জন যুবক আমার বাড়ীর সামনে এসে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। ইউসুফ ওরফে লিটন নামের এক যুবক আমার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করে। ইতিমধ্যে অজ্ঞাতনামা দুই ব্যক্তি মটর সাইকেলে এসে তাদেরকে বাড়ীর ভিতর যেতে নিষেধ করে চলে যায়। ইউসুফ তখন বেরিয়ে যায়। তবে রাত আনুমানিক ২-টার দিকে আমার ঘরের উপর ঢিল ছোড়ে, দরজার উপর আঘাত করে। আমি বাড়ীতে অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকি।

উপরোক্ত লোমহর্ষক ঘটনাটি যেলা আওয়ামীলীগের এক শীর্ষ নেতাকে এবং যেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে কে বা কারা জানিয়েছে আমি জানি না। পরদিন সকাল ১০-টার দিকে তারা আমাকে ফোন করে ঘটনা জানতে চান। আমি সংক্ষেপে ঘটনাটি জানালে তারা আমাকে আশ্বস্থ করেন এবং মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দেন। আছরের ছালাতে আমি পুনরায় মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় শুরু করি। আবারও বাধা আসলে সহকারী পুলিশ সুপার সংশ্লিষ্ট ওসি ছাহেবকে দিয়ে যারা এই কাজে নেতৃত্ব দিয়েছে তাদেরকে ডেকে এনে আমাদের ও তাদের মাঝে মিলমিশ করে দেন। তিনি আমাকে ছহীহ পদ্ধতিতে ছালাত আদায়ের কথা বলে যান এবং আমার ছালাতে বাধা না দেওয়ার জন্য তাদেরকে কঠোরভাবে সাবধান করে যান।

অতঃপর ঘটনাটি আমি মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ছাহেবকে অবগত করাই। তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, হকের পথে চলতে গেলে, হকের দাওয়াত দিতে গেলে, বাতিলের বাধা আসবেই। বাতিল কর্তৃক অন্যায়-অত্যাচার, যুলুম-নির্যাতন, নিপীড়ন সহ্য করাই ইসলামের বিগত ইতিহাস। আমরাতো সাধারণ মানুষ, নবী-রাসূলগণ যখন সত্যের প্রচার করতে গিয়েছেন তাদের উপরও এর চেয়ে শত সহস্রগুণ বেশী বাধা এসেছিল। তবুও তাঁরা পিছু হটেননি। সত্যের প্রচার করেই গেছেন জীবন বাজী রেখে। আমাদেরকেও পিছু হটা যাবে না। যে কোন মূল্যে হকের উপর দৃঢ় থাকতে হবে এবং হকের দাওয়াত অব্যাহত রাখতে হবে।

পরিশেষে সকল তাওহীদপন্থী মুসলিম ভাই-বোনদের কাছে দো'আ চাই, আল্লাহপাক যেন আমাকে, আমার পরিবার-পরিজনকে, আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামবাসীকে হক জানার, বুঝার এবং হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে হক প্রচারে আত্মনিয়োগ করার তাওফীক দান করেন- আমীন!

-আব্দুস সালাম
গ্রাম- কোধলা, বাগেরহাট।

হাদীছের গল্প

মুসলমানদের নাহাওয়ান্দ বিজয়

যিয়াদ বিন জুবায়ের বিন হাইয়্যা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হারমুযানকে (বন্দি পারসিক সেনাপতি) বললেন, তুমি যখন নিজেকে আমার তুলনায় দুর্বল ভেবেই নিয়েছ, তখন আমাকে উপদেশমূলক কিছু কথা বল। তাকে তিনি এ কথাও বললেন যে, তোমার যা ইচ্ছা তাই বল, তোমার কোন ক্ষতি হবে না। অতঃপর তিনি তাকে জীবনের নিরাপত্তা দান করলেন। তখন হারমুযান বলল, হ্যাঁ, বর্তমানে পারসিক সেনাবাহিনীর তিনটি ভাগ রয়েছে। শিরদেশ বা অগ্রবর্তী দল এবং দু'টি ডানা বা দল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, অগ্রবর্তী দল এখন কোথায়? সে বলল, তারা বুনদারের অধীনে নাহাওয়ান্দে অবস্থান করছে। তার সাথে রয়েছে কিসরার জেনারেলগণ ও ইস্পাহানের অধিবাসীগণ। তিনি বললেন, আর ডানা দু'টো (অর্থাৎ অন্য দু'টি দল) কোথায় আছে? হারমুযান একটা জায়গার নাম বলেছিল কিন্তু আমি তা ভুলে গিয়েছি। হারমুযান তাঁকে এটাও বলল, আপনি দল দু'টো কেটে ফেলুন, দেখবেন শিরদেশ বা মাথা আপনা থেকেই দুর্বল হয়ে পড়বে। ওমর (রাঃ) তাকে বললেন, আল্লাহ্র শত্রু, তুই অসত্য বলেছিস। আমি বরং ওদের মাথা ধ্বংসের সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, যাতে আল্লাহ তা বিচ্ছিন্ন করে দেন। যখন আল্লাহ আমার পক্ষ থেকে মাথাটা কেটে দিবেন তখন দল দু'টো এমনিতেই কাটা পড়ে যাবে। অতঃপর ওমর (রাঃ) নিজেই উক্ত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় বের হওয়ার অভিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁরা (উপদেষ্টামণ্ডলী/মুসলিমজনতা) তাঁকে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন, আমরা আপনাকে আল্লাহ্র কথা স্মরণ করতে বলছি। আপনি যদি নিজে এই অনারব বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যান আর (আল্লাহ না করুন) আপনি যদি শাহাদাত বরণ করেন, তাহ'লে মুসলমানদের মধ্যে শৃঙ্খলা বলে কিছু থাকবে না। তার চেয়ে আপনি বরং অনেকগুলো সেনাদল প্রেরণ করুন। তিনি তখন মদীনাবাসীদের একটি দল প্রেরণ করলেন, যাদের মাঝে ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)। আরও প্রেরণ করলেন আনছার ও মুহাজিরদের একটি দল। সেই সঙ্গে তিনি আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)-কে বছরার সেনাদল এবং হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ)-কে কুফার সেনাদল নিয়ে নাহাওয়ান্দে সকলকে জমায়েত হতে পত্র লিখলেন। তিনি একথাও লিখে দিলেন যে, তোমরা সব দল একত্রিত হলে তোমাদের আমীর হবে নু'মান ইবনু মুকাররিন মুযানী। যখন তারা সবাই নাহাওয়ান্দে সমবেত হলেন তখন বুনদার (আলাজ) তাঁদের নিকট এই মর্মে আবেদন জানিয়ে একজন দূত পাঠাল যে, হে আরব জাতি, তোমরা আমাদের নিকট পারস্পরিক আলোচনার জন্য একজন লোক পাঠাও। লোকেরা তখন মুগীরাহ ইবনু শু'বাকে এজন্য মনোনীত করল। আমার (বর্ণনাকারীর) পিতা জুবায়ের (রাঃ) বলেন, আমার চোখে এখনও যেন সেই দৃশ্য ভাসছে- লম্বা, এলোমেলো কেশবিশিষ্ট, এক চোখওয়ালা একজন (দুর্বল) লোক যাচ্ছেন। তিনি তার নিকট গিয়ে যখন আলোচনা শেষে ফিরে এলেন তখন আমরা তাঁকে বৃত্তান্ত জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাদের বললেন, আমি গিয়ে দেখলাম আলাজ (বুনদার) তার পারিষদবর্গের সাথে পরামর্শ করছে- তোমরা এই আরবীয়র বিষয়ে কী করতে বল? আমরা কি তার সামনে আমাদের জাঁকজমক, ঠাটবাট, ক্ষমতার আড়ম্বর তুলে ধরব, নাকি তাকে আমাদের অনাড়ম্বর সাদামাটা অবস্থা দেখাব এবং আমাদের বিত্তবৈভব ও শক্তিমত্তার দিকটা তার থেকে আড়াল করে রাখব? তারা বলল, না বরং আমাদের যে ঐশ্বর্য ও শক্তি সামর্থ্য আছে তার সেরাটাই তার সামনে তুলে ধরতে হবে। অতঃপর আমি যখন তাদের দেখা পেলাম তখন তাদের যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র বল্লম, ঢাল ইত্যাদি আমার দৃষ্টিগোচর হ'ল। সেগুলো এতই জাক-জমকপূর্ণ ছিল যে, চোখে ধাঁধা লেগে যাচ্ছিল।

আলাজের পারিষদবর্গকে আমি তার মাথা বরাবর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেলাম। সে ছিল স্বর্ণ নির্মিত চেয়ারে বসা। তার মাথায় মুকুট শোভা পাচ্ছিল। আমি আমার মত হেঁটে তার কাছে পৌঁছলাম এবং তার সাথে চেয়ারে আসন গ্রহণের জন্য আমার মাথা একটু নিচু করলাম। কিন্তু আমাকে বাধা দেওয়া হল এবং ধমক দেওয়া হল। আমি তখন বললাম, দূতদের সাথে তো এমন অশোভন আচরণ করা বিধেয় নয়। তারা তখন আমাকে বলল, আরে তুই তো একটা কুকুর! একজন রাজার সাথে তুই কি বসতে পারিস? আমি বললাম, তোমাদের মাঝে এই লোকটার (বুনদারের) যে মর্যাদা, আমি আমার জাতির মাঝে তার থেকেও বেশী মর্যাদার অধিকারী। এবার বুনদার আমাকে ধমক দিয়ে বলল, আরে বস। আমি তখন বসে পড়লাম। একজন দোভাষী তার কথা আমাকে অনুবাদ করে দিল। সে বলল, হে আরব জাতি, তোমরা মানবজাতির মাঝে সবচেয়ে বেশী ক্ষুধার ক্লেশভোগী, তোমাদের মত হতভাগাও আর দ্বিতীয় নেই, তোমরা এতই নোংরা দুর্গন্ধযুক্ত যে এ ভুবনে তার জুড়ি নেই, বাড়ি-ঘরের সঙ্গেও তোমাদের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই (তোমরা মরুচারী যাযাবর বেদুঈন)। সব রকম কল্যাণ থেকে তোমরা বহু দূরে অবস্থিত। এখন আমার চারপাশে যে জেনারেলদের দেখছ, এদেরকে আমি কেবল এই হুকুমই দেব যে, তারা তীরধনুক ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্রের দ্বারা তোমাদের গায়ের দুর্গন্ধ দূর করে তোমাদেরকে একেবারে শায়েস্তা করে দেবে। কারণ তোমরা দুর্গন্ধযুক্ত (অর্থাৎ তারা তোমাদেরকে মেরে ফেলবে)। এখন যদি তোমরা আমাদের এলাকা ছেড়ে চলে যাও তোমাদের রাস্তা পরিষ্কার করে দেওয়া হবে। আর যদি না যেতে চাও তবে মৃত্যুর ঠিকানাতেই আমরা তোমাদের আবাস গড়ে দেব। (এবার মুগীরা (রাঃ)-এর বলার পালা)। মুগীরা (রাঃ) বলেন, আমি তখন আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলাম। তারপর বললাম, আল্লাহ্র কসম, আমাদের গুণ ও অবস্থা বর্ণনায় তুমি একটুও ভুল করনি। আসলেই বাড়িঘর তথা সভ্যতার থেকে আমরা সকল মানব জাতির তুলনায় অনেক দূরে ছিলাম। ক্ষুধার তীব্র জ্বালাও আমরা সব মানুষের থেকে বেশী সয়েছি, দুর্ভাগ্যের বোঝাও আমাদের সবচে বেশী বইতে হয়েছে, সব রকম কল্যাণ থেকে আমরা অনেক দূরে ছিলাম। শেষ অবধি আল্লাহ তা'আলা আমাদের মাঝে একজন রাসূল পাঠালেন। তিনি আমাদেরকে দুনিয়াতে বিজয় এবং আখিরাতে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিলেন। আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সেই রাসূলের আগমন থেকে নিয়ে তাঁর (আল্লাহ্র) মহান কৃপায় কল্যাণ ও বিজয়ের সঙ্গে আমরা এখন পরিচিত হয়েছি। শেষাবধি আমরা তোমাদের দরজায় হাযির হয়েছি। আল্লাহ্র কসম, আমরা তোমাদের যে রাজ্য ও জীবন-জীবিকা দেখছি তাতে আমরা আর ঐ দুর্ভাগ্যের পানে কখনই ফিরে যাব না। হয় আমরা তোমাদের মালিকানাধীন যা আছে তা সব জয় করব, নয় তোমাদের দেশেই নিহত হব।

বুনদার বলল, এই কানা লোকটা তার মনের কথা সত্যই তোমাদের বলেছে। অতঃপর আমি তার নিকট থেকে উঠে এলাম। আল্লাহ্র কসম, ইতোমধ্যে আমার চেষ্টায় আমি আলাজের মনে ভয় ধরাতে সক্ষম হয়েছি। এরপর আলাজ আমাদের নিকট দূত পাঠাল যে, তোমরা (দজলা নদী) পাড়ি দিয়ে নাহাওয়ান্দে আমাদের নিকট

এসে যুদ্ধ করবে, নাকি আমরা পাড়ি দিয়ে তোমাদের নিকট গিয়ে যুদ্ধ করব? আমাদের সেনাপতি নু'মান আমাদেরকে বললেন, তোমরা নদী পার হও। ফলে আমরা নদী পার হলাম। আমার পিতা বলেন, এ দিনের মত দৃশ্য আমি আর কখনো দেখিনি। আলাজের পারসিক বাহিনী যেন লোহার পাহাড় হয়ে ধেয়ে আসছিল। তারা পরস্পর অঙ্গীকারা বদ্ধ হয়েছিল যে, তারা আরবদের ভয়ে পলায়ন করবে না। তাদের একজনকে অন্য জনের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল, যার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল সাত। তারা তাদের পেছনে কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে রেখেছিল। তারা বলাবলি করছিল, আমাদের মধ্যে যে পালাতে চেষ্টা করবে সে লোহার কাঁটাতারে জড়িয়ে খুন হবে। মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) তাদের সংখ্যাধিক্য দেখে বললেন, আজকের মত হতাশা আর কোন দিন লক্ষ করিনি। আমাদের শত্রুরা আজ ঘুম ত্যাগ করবে, তারা আগে আক্রমণ করবে না। আল্লাহ্র কসম, যদি দায়িত্ব আমার কাঁধে থাকত তাহ'লে আমি তাদের আগে আক্রমণ করতাম। এদিকে সেনাপতি নু'মান (রাঃ) ছিলেন অধিক কাঁন্নাকাটি করা মানুষ। তিনি মুগীরা (রাঃ)-কে বললেন, আল্লাহ তা'আলা যদি আপনাকে অনুরূপ অবস্থার মুখোমুখি করেন, তখন যেন তিনি আপনাকে দুঃখ-বেদনার মুখোমুখি না করেন এবং আপনার ভূমিকায় আপনাকে দোষী না বানান। আল্লাহ্র কসম! তাদের সাথে দ্রুত যুদ্ধে লিপ্ত হতে আমার একটাই বাধা , যা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে লক্ষ করেছি। তিনি যখন যুদ্ধে যেতেন তখন দিনের পূর্ব ভাগে আক্রমণ করতেন না। যতক্ষণ না ছালাতের ওয়াক্ত হয়, বাতাস বইতে থাকে এবং যুদ্ধ অনুকূলে হয় ততক্ষণ তিনি আগবাড়িয়ে আক্রমণে যেতেন না। তারপর নু'মান (রাঃ) এই বলে দো'আ করলেন যে, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। তুমি এমন বিজয় দ্বারা আমার চোখ ঠাণ্ডা করবে যাতে ইসলাম ও মুসলিমদের সম্মান এবং কুফর ও কাফিরদের লাঞ্ছনা নিহিত থাকবে। তার পরে তুমি শাহাদাতের অমিয় সুধা পানের মাধ্যমে আমার জীবনের অবসান ঘটাবে। দো'আ শেষে তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাদের উপর রহম করুন, তোমরা সবাই আমীন বল। আমরা বললাম, আমীন (হে আল্লাহ, কবুল কর)। দো'আ করে তিনি কেঁদে ফেললেন, আমরাও কেঁদে ফেললাম। তারপর আক্রমণ কীভাবে শুরু হবে সে প্রসঙ্গে নু'মান (রাঃ) বললেন, আমি যখন আমার পতাকা দুলাব তখন তোমরা অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হবে। দ্বিতীয়বার যখন আমি পতাকা দুলাব তখন তোমরা তোমাদের বরাবর যে শত্রু থাকবে তার উপর হামলার প্রস্তুতি নেবে। তৃতীয়বার দুলালে প্রত্যেকেই যেন তার সামনাসামনি অবস্থিত শত্রুর উপর আল্লাহ্র বরকত কামনা করে আক্রমণ চালিয়ে যাবে।

অতঃপর যখন ছালাতের সময় হল এবং বাতাস বইতে লাগল তখন সেনাপতি আল্লাহু আকবার ধ্বনি করলেন, আমরাও তাঁর সাথে আল্লাহু আকবার বললাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ চাহে তো এটি বিজয়ের বাতাস। আমি নিশ্চিত আশা করি যে, আল্লাহ আমাদের দো'আ কবুল করবেন এবং আমাদের বিজয় অর্জিত হবে। এই বলে তিনি পতাকা দুলালেন। সৈন্যরা সবাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার পতাকা দুলালেন, তখন আমরা একযোগে প্রত্যেকেই নিজের সামনের জনের উপর আক্রমণ করলাম। মহান সেনাপতি নু'মান (রাঃ) যুদ্ধের প্রারম্ভে বলেন, আমি নিহত হ'লে হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) দলপতি হবেন। যদি হুযায়ফা নিহত হন তবে অমুক (তারপর অমুক)। এভাবে তিনি সাত জনের নাম উল্লেখ করেন যাঁদের সর্বশেষ ব্যক্তি ছিলেন মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ)। আমার পিতা বলেন, আল্লাহ্র কসম, মুসলমানদের এমন একজনও আমার জানামতে ছিল না, যে নিহত কিংবা জয় ব্যতীত নিজ পরিবারে ফিরে যেতে আগ্রহী ছিল। প্রতিপক্ষ আমাদের বিপক্ষে স্থির দাঁড়িয়ে গেল। তখন আমরা কেবল লোহার উপর লোহার আঘাত ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাচ্ছিলাম না। এতে করে মুসলমানদের মধ্য থেকে একটি বড় দল নিহত হ'ল কিন্তু যখন তারা আমাদের ধৈর্য ও দৃঢ়তা দেখতে পেল এবং বুঝতে পারল যে আমরা ফিরে যেতে ইচ্ছুক নই তখন তারা পিঠ টান দিল। তখন তাদের একজন লোক ঘায়েল হ'লে রশিতে আবদ্ধ সাত জনই পড়ে যাচ্ছিল এবং সবাই নিহত হচ্ছিল। আর পিছন থেকে লোহার কাঁটা তারের বেড়া তাদের প্রাণহানি ঘটাচ্ছিল। তখন নু'মান (রাঃ) বললেন, তোমরা পতাকা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাও। আমরা পতাকা নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে থাকলাম, আর তাদের হত্যা ও পরাস্ত করতে লাগলাম। তারপর নু'মান (রাঃ) যখন দেখলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর দো'আ কবুল করেছেন এবং তিনি বিজয়ও দেখতে পেলেন ঠিক তখনই একটি তীর এসে তাঁর কোমরে বিঁধল, আর তাতেই তিনি শাহাদত বরণ করলেন।

এ সময় তাঁর ভাই মা'কাল ইবনু মুকার্রিন এগিয়ে এসে একটি কাপড় দিয়ে তাঁকে ঢেকে দেন। তারপর তিনি পতাকা ধারণ করে এগিয়ে যান এবং বলেন, আল্লাহ তোমাদের উপর রহম করুন, তোমরা সামনে এগিয়ে চল। আমরা তখন এগিয়ে চললাম এবং তাদের পরাস্ত ও হত্যা করতে লাগলাম। তারপর আমরা যখন যুদ্ধ শেষ করলাম এবং লোকেরা এক জায়গায় জমা হ'ল তখন তারা বলল, আমাদের আমীর (সেনাপতি) কোথায়? তখন মা'কাল বললেন, এই যে তোমাদের আমীর। আল্লাহ বিজয় দ্বারা তাঁর চোখকে ঠাণ্ডা করেছেন, আর তাঁর শেষ যাত্রায় শাহাদাত নছীব হয়েছে। তারপর লোকেরা হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ)-এর হাতে বায়'আত হ'ল।

রাবী বলেন, এদিকে ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) মদীনায় বসে আল্লাহ্র কাছে দো'আ করছিলেন। আর প্রসূতি যেমন সদ্যপ্রসূত সন্তানের কান্নার আওয়ায শোনার প্রতীক্ষা করে তেমন করে তিনি যুদ্ধের সংবাদ শোনার প্রতীক্ষা করছিলেন। ইত্যবসরে হুযায়ফা (রাঃ) একজন মুসলিমের হাতে ওমর (রাঃ)-এর নিকট বিজয় বার্তা লিখে পাঠালেন। সে তাঁর নিকট পৌঁছে যখন বলল, আমীরুল মুমিনীন, এমন একটা বিজয়ের সুসংবাদ গ্রহণ করুন, যার মাধ্যমে আল্লাহ ইসলাম ও মুসলমানদের সম্মানিত করেছেন এবং শিরক ও মুশরিকদের অপদস্থ করেছেন। তখন তিনি বললেন, তোমাকে কি নু'মান পাঠিয়েছে? সে বলল, আমীরুল মুমিনীন, নু'মান (রাঃ) পরপারে যাত্রা করেছেন। একথা শুনে ওমর (রাঃ) কেঁদে ফেললেন এবং ইন্নালিল্লাহ পড়লেন। তারপর বললেন, তোমার উপর রহম হোক, আর কে কে মারা গেছে? সে বলল, অমুক, অমুক- এভাবে সে বেশ কিছু লোকের নাম বলল, তারপর বলল। হে আমীরুল মুমিনীন, অন্য আরো অনেকে মারা গেছেন, যাদের আপনি চিনবেন না। ওমর (রাঃ) তখন কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ওমর তাঁদের না চিনলেও তাঁদের কোন ক্ষতি নেই। কারণ আল্লাহ তা'আলা তো তাঁদের অবশ্যই চিনবেন।

(ইবনু হিব্বান হা/৪৭৫৬, বুখারী হা/৩১৫৯, ৩১৬০, সংক্ষিপ্তাকারে; তাবারানী, তারীখ ২/২৩৩-২৩৫; সিলসিলা ছহীহা হা/২৮২৬)।

-আব্দুল মালেক
ঝিনাইদহ।

Contents

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

শাফীক বালখী কর্তৃক বাদশাহ হারূনুর রশীদকে উপদেশ

বর্ণিত আছে, একদা শাফীক বালখী বাদশাহ হারূনুর রশীদের দরবারে প্রবেশ করলে বাদশাহ তাকে বললেন, আপনি কী শাফীক যাহেদ (দুনিয়াবিরাগী শাফীক)? তখন তিনি বললেন, আমি শাফীক, তবে যাহেদ নই। বাদশাহ তাকে বললেন, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আবুবকর ছিদ্দীকের আসনে আসীন করেছেন। অতএব তিনি আপনার থেকে অনুরূপ সত্যবাদিতা কামনা করেন। তিনি আপনাকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী ওমর ইবনুল খাত্ত্বাবের মসনদ দান করেছেন। তাই তিনি আপনাকে তাঁর মত সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী হিসাবে দেখতে চান। তিনি আপনাকে ওছমান ইবনু আফফান (রাঃ)-এর আসনে সমাসীন করেছেন। অতএব তিনি আপনার থেকে তাঁর মত লজ্জাশীলতা ও দানশীলতা প্রত্যাশা করেন। তিনি আপনাকে বিজ্ঞ আলী ইবনু আবী ত্বালিবের সিংহাসনে আরোহণ করিয়েছেন। অতএব তিনি আপনার থেকে তাঁর মত জ্ঞান ও লোকদের প্রতি ন্যায়বিচার কামনা করেন, যেমন তার থেকেও কামনা করেছিলেন। বাদশাহ বললেন, আপনি আরো কিছু উপদেশ দিন। তখন শাফীক বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই উপদেশ দিব। জেনে রাখুন, আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম নামক একটি ঘর নির্মাণ করেছেন এবং আপনাকে সে ঘরের দারোয়ান (রক্ষক) নিযুক্ত করে তিনটি জিনিস দান করেছেন। সেগুলো হ'ল- বায়তুল মাল, চাবুক ও তরবারী। অতঃপর নির্দেশ দিয়েছেন যাতে আপনি এ তিনটি দ্বারা আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ জীবকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে পারেন। অতএব যে কোন অভাবী আপনার নিকট আসলে তাকে বায়তুল মাল হ'তে বঞ্চিত করবেন না। কোন ব্যক্তি তার প্রতিপালক আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করলে তাকে চাবুক দ্বারা আদব শিক্ষা দিবেন তথা শায়েস্তা করবেন। কোন ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে তাকে নিহতের অভিভাবকের অনুমতিক্রমে তরবারী দ্বারা হত্যা করবেন। আপনি যদি এই নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন না করেন তাহ'লে আপনি হবেন জাহান্নামীদের সর্দার এবং অধঃপতিতদের সর্বাগ্রে অবস্থানকারী। খলীফা হারূনুর রশীদ বললেন, আরো উপদেশ দিন। তখন তিনি বললেন, আপনার দৃষ্টান্ত পানির ঝরণার মত, আর পৃথিবীতে আলেমগণ হ'লেন ছোট ছোট নদী তুল্য। যদি ঝর্ণার পানি স্বচ্ছ ও পরিষ্কার থাকে, তাহ'লে নদীর ঘোলাটে অস্বচ্ছ পানি তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। পক্ষান্তরে ঝরণার পানি যদি অস্বচ্ছ ও অপরিষ্কার থাকে, তাহ'লে নদীর স্রোত ও পরিষ্কার পানি দ্বারা কোন ফায়দা হবে না।

ফুযায়েলের উপদেশ

এক রাতে বাদশাহ হারূনুর রশীদ ও তার সহযোগী আব্বাস ফুযায়েল ইবনু ইয়ায-এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হ'লেন। তারা তার দরজায় পৌঁছলে তাকে কুরআনুল কারীমের নিম্নের আয়াতটি পাঠ করতে শুনলেন, 'দুস্কৃতিকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে তাদেরকে তাদের সমান গণ্য করব যারা ঈমান আনে ও আমল করে? তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ'! *(জাছিয়া ৪৫/২১)*। অর্থাৎ গুনাহ উপার্জনকারী ও মন্দ আমলকারীরা কী ধারণা করে যে, আমি পরকালে তাদের মাঝে ও আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী সৎ আমলকারীদের মাঝে সমতা স্থাপন করব? এটা কখনও না। তাদের বিচার-বুদ্ধি কতইনা মন্দ! তখন বাদশাহ হারূণ বললেন, আমরা যদি উপদেশ গ্রহণ করার জন্য এসে থাকি, তাহ'লে এই উপদেশই যথেষ্ট। অতঃপর বাদশাহ আব্বাসকে দরজায় করাঘাত করার নির্দেশ দিলে আব্বাস দরজায় করাঘাত করে বললেন, আমীরুল মুমিনীনের জন্য দরজা খুলুন। তখন ভিতর থেকে ফুযায়েল জিজ্ঞেস করলেন, আমীরুল মুমিনীন! আমার এখানে কী করবেন? তিনি বললেন, আমীরের আনুগত্য করুন এবং দরজা খুলুন। তখন রাত হওয়ায় ঘরে বাতি জ্বলছিল। তিনি বাতি নিভিয়ে দিয়ে দরজা খুলে দিলেন। বাদশাহ হারূণ ঘরে প্রবেশ করে ফুযায়েলের সাথে মুছাফাহা করার জন্য অন্ধকারে ঘরের এদিক সেদিক ঘুরাঘুরি শুরু করলেন। যখন তার হাতে হাত পড়ল তখন ফুযায়েল বলে উঠলেন, এ নম্র হাতের জন্য আফসোস! যদি না এই হাত ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা না পায়। অতঃপর তাঁকে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ্র দরবারে জবাবদিহি করার জন্য প্রস্তুত হোন। কেননা আল্লাহ তা'আলা এক এক করে প্রত্যেক মুসলমানের সাথে দাড় করিয়ে জিজ্ঞেস করবেন, আপনি তাদের প্রত্যেকের সাথে ইনছাফ করেছেন কি-না? বাদশাহ হারূণ এটা শুনে অঝোর নয়নে কাঁদলেন এবং তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তখন তাঁকে আব্বাস বলল, থামুন! আপনি তাঁকে নিঃশেষ করে দিলেন।

তখন ফুযায়েল বললেন, হে হামান! আপনি এবং আপনার লোকেরা তাঁকে ধ্বংস করে দিয়েছেন আর আপনি আমাকে বলছেন থামুন? খলীফা হারূণ বললেন, তিনি আপনাকে হামান বলার অর্থ হ'ল তিনি আমাকে ফেরাঊন ভাবছেন। অতঃপর বাদশাহ হারূণ তার সামনে এক হাযার দীনার রেখে দিয়ে তাকে বললেন, এগুলো হালাল সম্পদ, আমার মায়ের মোহর ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ। তখন ফুযায়েল তাঁকে বললেন, আমি আপনাকে যে অবস্থা হ'তে মুক্ত হওয়ার কথা বলছি, আপনি কি-না আমাকে সে অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছেন? তিনি সেই উপঢৌকন গ্রহণ না করে সেখান থেকে বের হয়ে পড়লেন।

** আব্দুর রহীম*
নওদাপাড়া মাদরাসা (আমচত্বর), রাজশাহী।

Contents

চিকিৎসা জগৎ

ব্যথা কমাতে ৮ খাবার

ব্যথা এমন এক অনুভূতি, যার ফলে আমরা কোন কাজ সহজে করতে পারি না। কারণ সে সময়ে আমাদের মন থাকে ব্যথার দিকে। ব্যথা অনেক রকমের হ'তে পারে। যেমন- দাঁত ব্যথা, মাথাব্যথা, পেশিতে ব্যথা ইত্যাদি। এসব ব্যথা অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী হয়। তাই আমরা ব্যথা কমানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের ওষুধ খেয়ে থাকি। অনেক মানুষই মনে করে ওষুধ সেবন করলে ব্যথা কমে যায়। এটা সবসময় ফলদায়ক হয় না। কারণ ওষুধের মধ্যে এমন কিছু রাসায়নিক পদার্থ থাকে যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। তাই স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া উত্তম। নিচে কিছু স্বাস্থ্যকর খাবারের নাম দেয়া হ'ল, যা শরীরের ব্যথা কমানোর জন্য কার্যকরী।

১. চেরি : অ্যাসপিরিন শরীরের ব্যথা কমানোর জন্য একটি জনপ্রিয় ওষুধ। কিন্তু নতুন গবেষণা মতে, চেরি অ্যাসপিরিনের চেয়েও আরো বেশী কার্যকরী ওষুধ। এই ফলের মধ্যে এমন কিছু প্রাকৃতিক উপাদান আছে, যা শরীরের ব্যথা কমাতে সাহায্য করে।

২. আদা : আদা পাকস্থলীর জন্য ভালো। এটি হজমেও সহযোগিতা করে। এছাড়া আদা শরীরের ব্যথা কমানোর জন্যও উপকারী ওষুধ। স্পোর্টসম্যানদের জন্যও আদা অনেক উপকারী। তাই প্রত্যেকটি মানুষেরই দৈনিক ৫০০ মিলিগ্রাম আদা খাওয়া উচিত।

৩. হলুদ : হলুদ ব্যবহার করা হয় খাবারের স্বাদের জন্য। অনেকেরই হয়ত জানা নেই যে, হলুদ স্বাস্থ্যের জন্য কতখানি উপকারী। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এর উপকারিতা সত্যিই আশ্চর্যজনক। প্রতিদিন খাবারের সঙ্গে হলুদ যোগ করা হ'লে তা ক্যান্সার প্রতিরোধে সাহায্য করবে। এছাড়া শরীরের ব্যথা কমাতেও হলুদ সাহায্য করে।

৪. স্যামন : রুই জাতীয় মাছ, যা অনেকেরই প্রিয়। স্যামন মাছের মধ্যে ওমেগা-৩ রয়েছে, যা স্বাস্থ্য ও মস্তিষ্কের জন্য অনেক উপকারী। এছাড়া ওমেগা-৩ শরীরের ব্যথা কমায়। বেশী করে স্যামন মাছ খেলে শরীরের ফোলা অংশগুলোও কমে যায়।

৫. সেলারি : এটি এক ধরনের শাকবিশেষ, যার সুন্দর গন্ধ আছে। এটি স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। তাই প্রতিদিন কোন কিছু খাওয়ার সময় এই শাকটি যোগ করা দরকার। কারণ শরীরের কোন অংশে ব্যথা থাকলে তা কমে যাবে।

৬. অলিভ অয়েল : কোন কিছু রান্নার সময় তেল ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বাজারে যেসব তেল কিনতে পাওয়া যায় তার মধ্যে অলিভ অয়েলই সবচেয়ে ভালো। এটি শরীরের ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। অলিভ অয়েল শুধু খাওয়ার কাজেই ব্যবহার হয় না, তা গায়েও মাখা হয়।

৭. গোলমরিচ : গোলমরিচ এক ধরনের ঝাল মসলা বিশেষ। এটি অন্য মরিচের চেয়ে কিছুটা ঝাল। এর মধ্যে সাধারণত উচ্চমাত্রায় ক্যাপ্সাসিন থাকে, যা সাধারণত পেইন কিলার তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। যদি পেশিতে ব্যথা করে তাহ'লে কোন একটি ক্রিমের সঙ্গে গোলমরিচের গুঁড়া ব্যবহার করলে ব্যথা কমে যাবে।

৮. ওয়ালনাট : এই বাদামের ভেতরে অনেক প্রাকৃতিক গুণাগুণ রয়েছে। প্রথমত, এর ভেতরে ওমেগা-৩ শরীরের জন্য উপকারী। তাছাড়া এটি খেতেও সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর। ওয়ালনাট বাদাম যেকোন জায়গায় খেতে পারি। এছাড়াও এই বাদাম আমাদের ব্যথা কমাতে অনেক সাহায্য করে।

৯. রসুন : রসুনের রয়েছে হাড়ের জয়েন্টের ব্যথা দূর করার অসাধারণ ক্ষমতা। এছাড়াও রসুনের রস ত্বকের র‍্যাশের যন্ত্রণা দূর করতেও বেশ কার্যকরী।

কিসমিসের উপকারিতা

কিসমিস সর্বজন পরিচিত। যেকোন মিষ্টি খাবারের স্বাদ এবং সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য কিসমিস ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও পোলাও, কোরমা এবং অন্যান্য অনেক খাবারে কিসমিস ব্যবহার কর হয়। রান্নার কাজে ব্যবহার করা হ'লেও কিসমিস সাধারণভাবে খাওয়া হয় না। অনেকে এটাকে ক্ষতিকর মনে করেন। অথচ প্রতিদিন পরিমাণমত কিসমিস খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। পুষ্টিবিদদের মতে, প্রতি ১০০ গ্রাম কিসমিসে রয়েছে এনার্জি ৩০৪ কিলোক্যালরি, কার্বোহাইড্রেট ৭৪.৬ গ্রাম, ডায়েটরি ফাইবার ১.১ গ্রাম, ফ্যাট ০.৩ গ্রাম, প্রোটিন ১.৮ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৮৭ মিলিগ্রাম, আয়রন ৭.৭ মিলিগ্রাম, পটাসিয়াম ৭৮ মিলিগ্রাম ও সোডিয়াম ২০.৪ মিলিগ্রাম। তাই পরিবারের সব সদস্যের প্রয়োজনে প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় কিসমিস রাখা উচিত। নিম্নে এর কিছু উপকার আলোচনা করা হ'ল।

দেহে শক্তি সরবরাহ করে : দুর্বলতা দূরীকরণে কিসমিসের জুড়ি মেলা ভার। কিসমিসে রয়েছে চিনি, গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজ, যা তাৎক্ষণিকভাবে দেহে এনার্জি সরবরাহ করে। তাই দুর্বলতার ক্ষেত্রে কিসমিস খুবই উপকারী।

দাঁত এবং মাড়ির সুরক্ষা : বাচ্চারা ক্যান্ডি ও চকলেট খেয়ে দাঁত ও মাড়ির ক্ষতি করে থাকে। কিন্তু এগুলির পরিবর্তে বাচ্চাদের কিসমিস খাওয়ার অভ্যাস করালে দাঁতের সুরক্ষা হবে। আবার একই স্বাদ পাওয়ার সাথে সাথে বিপুল পরিমাণ উপকারও পাবে। চিনি থাকার পাশাপাশি কিসমিসে রয়েছে ওলিনোলিক অ্যাসিড, যা মুখের ভেতরের ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে বাঁধা দেয়।

হাড়ের সুরক্ষা : কিসমিসে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, যা হাড় মযবূত করতে বেশ কার্যকর ভূমিকা পালন করে। কিসমিসে আরো রয়েছে বোরন নামক মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস, যা হাড়ের ক্যালসিয়াম শোষণে সাহায্য করে। প্রতিদিন কিসমিস খাওয়ার অভ্যাস হাড়ের ক্ষয় এবং বাতের ব্যথা থেকে দূরে রাখবে।

ইনফেকশনের সম্ভাবনা দূরীকরণ : কিসমিসের মধ্যে রয়েছে পলিফেনলস এবং অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টিইনফেমেটরী উপাদান, যা কাঁটা-ছেড়া বা ক্ষত হ'তে ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা দূরে রাখে।

ক্যান্সার প্রতিরোধ : কিসমিসের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট দেহের কোষগুলোকে ফ্রি র‍্যাডিক্যাল ড্যামেজের হাত থেকে রক্ষা করে এবং ক্যান্সারের কোষ উৎপন্ন হওয়ায় বাধা প্রদান করে। কিসমিসে আরো রয়েছে ক্যাটেচিন, যা পলিফেনলিক অ্যাসিড। এটি ক্যান্সার মুক্ত রাখতে সাহায্য করে।

কোষ্ঠকাঠিন্য দূরীকরণ : কিসমিসে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, যা আমাদের পরিপাকক্রিয়া দ্রুত হ'তে সাহায্য করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করে।

॥ সংকলিত ॥

ক্ষেত-খামার

সম্ভাবনাময় ফল লটকন

প্রচুর ক্যালরি, খাদ্য ও পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ ফল লটকন। দক্ষিণ এশিয়ায় বেশ কিছু জায়গায় বুনোগাছ হিসাবে জন্মালেও বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডে এটি বাণিজ্যিকভাবে চাষ হচ্ছে। ইংরেজী বার্মিজ গ্রেপ নামে পরিচিত হ'লেও আমাদের দেশে এ ফলটি বুবি, বুগি, লটকা, লটকো, নটকো ইত্যাদি নামে পরিচিত। মার্চ মাসের দিকে লটকন গাছে ফুল আসে এবং ফল পরিপক্ক হ'তে চার-পাঁচ মাস সময় লাগে। জুন, জুলাই ও আগস্ট মাসে লটকন বাজারে পাওয়া যায়।

লটকনের বিক্রিও ভালো। বাংলাদেশে একসময় অপ্রচলিত ফলের তালিকায় ছিল লটকন। কিন্তু এখন চাহিদা বাড়ায় দেশের বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হচ্ছে। নরসিংদী যেলার শিবপুর, বেলাব, মনোহরদী ও সদরে প্রচুর পরিমাণে চাষ হচ্ছে। নরসিংদীর লাল মাটির সবুজ পাহাড়ী এলাকায় এবছর ১১৫ গ্রামে প্রায় ৬০০ হেক্টর জমিতে লটকনের ব্যাপক চাষ করা হয়। এছাড়া গাযীপুর, ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও সিলেট যেলার বিভিন্ন উপযেলায় বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ শুরু হয়েছে। বর্তমানে এ ফলটি দেশের বিভিন্ন যেলা সহ মধ্যপ্রাচ্য, লন্ডন ও ইউরোপের দেশগুলোতেও রফতানী হচ্ছে।

লটকনের রয়েছে নানাবিধ ব্যবহার। পুষ্টিমানের দিকেও লটকন অনেক সমৃদ্ধ। প্রতি ১০০ গ্রাম লটকনে ১৭৮ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি, ১৬৯ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ১৩৭ মিলিগ্রাম শর্করা, ১৭৭ মিলিগ্রাম পটাসিয়াম ও ১০০ মিলিগ্রাম লৌহ রয়েছে। এছাড়া লটকনের বীজ মূল্যবান রং উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। সিল্ক, তুলা ও পোশাকশিল্পে এ রং ব্যবহার করা হয়।

উৎপাদন পদ্ধতি :

মাটি : সুনিষ্কাশিত প্রায় সব ধরনের মাটিতেই লটকনের চাষ করা যায়। তবে বেলে দো-আঁশ মাটি লটকন চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। লটকন গাছ স্যাঁতস্যাঁতে ও আংশিক ছায়াময় পরিবেশে ভালো জন্মে। কিন্তু জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

জমি তৈরী : চাষ ও মই দিয়ে জমি সমতল এবং আগাছামুক্ত করে নিতে হবে।

গর্ত তৈরী ও সার প্রয়োগ : ১ মিটার চওড়া ও ১ মিটার গভীর গর্ত করে প্রতি গর্তে ১৫-২০ কেজি জৈব সার/গোবর, ৫০০ গ্রাম টিএসপি ও ২৫০ গ্রাম এমপি সার গর্তের মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে রাখতে হবে।

চারা রোপণ : গর্ত ভরাট করার ১০-১৫ দিন পর নির্বাচিত চারা গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে লাগাতে হবে। চারা লাগানোর পরপরই পানি দিতে হবে। প্রয়োজনবোধে খুঁটি দিতে হবে।

রোপণের সময় : বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ (এপ্রিল-মে) মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে বর্ষার শেষের দিকে অর্থাৎ ভাদ্র-আশ্বিন (সেপ্টেম্বর) মাসেও গাছ রোপণ করা যেতে পারে।

সার প্রয়োগ : পূর্ণবয়স্ক গাছে প্রতি বছর ১৫-২০ কেজি গোবর, ১ কেজি ইউরিয়া, ৫০০ গ্রাম টিএসপি ও ৫০০ গ্রাম এমপি সার সমান দু'ভাগে ভাগ করে বর্ষার আগে ও পরে ২ বারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সেচ : চারা রোপণের প্রথম দিকে ঘন ঘন সেচ দেয়া দরকার। ফল ধরার পর শুকনো মৌসুমে শীতের শেষে গাছে ফুল আসার পর দু'একটা সেচ দিতে পারলে ফলের আকার বড় হয় ও ফলন বাড়ে।

ডাল ছাঁটাই : গাছের মরা ডাল এবং রোগ ও পোকা আক্রান্ত ডাল ছাঁটাই করে দিতে হবে।

ফল সংগ্রহ : শীতের শেষে গাছে ফুল আসে এবং জুলাই-আগস্ট মাসে ফল থাকে। ফলের রং হালকা হলুদ থেকে ধূসর বর্ণ ধারণ করলে ফল সংগ্রহের উপযুক্ত সময়।

ফলন : লটকনের বংশবিস্তার দু'ভাবে হয়ে থাকে। বীজ ও অঙ্গজ পদ্ধতিতে। লটকনের পুরুষ ও স্ত্রী-গাছ আলাদা হয়ে থাকে। বীজ দ্বারা বংশবিস্তার করলে স্ত্রী-গাছের চেয়ে পুরুষ-গাছের সংখ্যা বেশি হয় এবং ফল পেতে পাঁচ থেকে সাত বছর সময় লাগে।

অঙ্গজ তথা কলমপদ্ধতি ব্যবহারে তিন বছরের মধ্যে ফল পাওয়া যায় ও গাছ খাটো হয় বিধায় ফল তোলা সহজ হয়। লটকনের মধ্যে টক ও মিষ্টি দুই প্রকারের লটকনই এ অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। চারা লাগানোর ৪ থেকে ৫ বছর পর ফল আসা শুরু করে। একটি পূর্ণবয়স্ক লটকন গাছে মৌসুমে পাঁচ থেকে ১০ মণ পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়।

লটকন চাষীরা জানান, অন্যান্য ফলের তুলনায় লটকনের ফলন অনেক বেশি হওয়ায় তারা লটকন চাষ করেন। বেলাব উপযেলার লাখপুর গ্রামের চাঁন মিয়া প্রতি বছর লটকন চাষ করে ৩ থেকে ৪ লাখ টাকা আয় করেন। শিবপুর উপযেলার জয়নগর গ্রামের বাচ্চু মিয়া বছরে ২ থেকে ৩ লাখ টাকার লটকন বিক্রি করে থাকেন। সোনাতলা গ্রামের আব্দুল মালেক ভুঁইয়া বছরে বিক্রি করেন ১ থেকে দেড় লাখ টাকা।

লটকন ফল চাষে অন্যতম প্রধান সুবিধা হ'ল এরা ছায়াযুক্ত স্থানে জন্মাতে পারে। বাড়ির আঙিনায় সহজে লটকন চাষ করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া যায়।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

সত্যের সাক্ষী

আমীরুল ইসলাম (মাষ্টার)
ভায়া লক্ষ্মীপুর, বাঁকড়া, চারঘাট, রাজশাহী।

নীল নভ তলে যমীন উপরে দাঁড়াইয়া বারে বার
আমি জোর আওয়াজে ঘোষিবারে চাহি আল্লাহু আকবার।
সৃজিয়া যে জন বিশ্বমাঝে অসংখ্য জীব প্রাণী
দিয়াছেন ঠাঁই ক্ষুধায় আহার করিয়া মেহেরবানী।
আমি তাঁরই গান গাই তাঁরই কৃপা চাহি সকাশে তাঁহারই ভাই
তাঁর মত আর বাদশাহ-সম্রাট দু'জাহানে কেউ নাই।
আসিয়াছি তাঁর ইবাদত তরে লভিয়া জনম হেথা
বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি যাঁহার তিনিই তো করুণাদাতা।
শুধু আমি নই হেথা গড়িবার তরে সুখের তাজমহল
আমি নই ভবে ফুল শয্যায় বিছাইতে মখমল।
যত দিন হেথা বসতি আমার কাজ শুধু ইবাদত
প্রয়োজনে কেবল ব্যবহার করা অগণিত নে'মত।
দ্বীন প্রতিপালন প্রচারভার শুধু মোর তরে
তাইতো প্রভু প্রতিনিধি করে পাঠালেন ভব পরে।
বিশাল বিরাট গগনটিরে দেখিতে কি মনোহর
চন্দ্র-সূর্য অগণিত তারা সাজিয়েছেন থরে থর।
সুশোভিত দেখি অতি মনোরম অপূর্ব অদ্ভূত
এতটুকু তার কোনখানে তাই নেই ভুল নেই খুঁত।
নিজ গতি পথে চলিছে সবাই যমীনে ফেলিছে আলো
সব যেন তাঁর নিয়মের দাস নেই কোন এলোমেলো।
পুঞ্জিত ঐ নীল আসমানে মেঘের মাদল বাজা
বারি বরিষণে মৃত মৃত্তিকারে করে রাখে তরতাজা।
শন্ শন্ শন্ সদা সর্বক্ষণ বহে চঞ্চল বায়ু
সৃষ্টির সবই তারই মাঝে বুঝি রাখিয়াছে পরমায়ু।
লতাগুল্ম বৃক্ষ-তরু অগণিত অগনন
লাখো সম্পদ ফসলের কথা কেবা করে নিরূপণ।
পাহাড় নদী পানি স্রোত ধারা সাগর-সমুদ্র মাঝে
গাহিছে তাঁহারই গুণ-মহিমা সকাল বিকাল সাঁঝে।
জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী দেখি হেথা বেশুমার
দৃশ্য-অদৃশ্য যত কিছু আছে সকলই সৃষ্টি তাঁর।
লৌহ ইস্পাত তামা কাসা চাঁদি পিতল দস্তা শিশা
হিরা জহরত মণি ও মুক্তার ঝলকে লাগায় দিশা।
তেল পেট্রোল কয়লা লবণ গন্ধক গ্যাস কত
রাখিছেন প্রভু যমীনের নীচে খনি মাঝে অগণিত।
যত কিছু সব তাঁহারই সৃষ্টি তাঁহারই এ অবদান
তাঁহার কীর্তি গুণ মহিমা যে কখনও হবে না ম্লান।
দু'জাহান মাঝে যত কিছু আছে সকলই সৃষ্টি তাঁর
হইতে পারে না তিনি ছাড়া যে কেউ স্রষ্টার দাবীদার।
তিনিই মহান তিনিই শ্রেষ্ঠ তিনিই প্রজ্ঞাময়
যাঁর হাতে গড়া বিশ্ব ভুবন তাঁর হাতে ক্ষয় লয়।
আমি তাঁহারই গোলাম শ্রেষ্ঠ মানুষ নির্ভীক সৈনিক
প্রচারিতে তাঁর গুণ মহিমা যে ছুটে চলি দশ দিক।
আমি মানি না কাহারো শাসন বারণ ধমকে থামি না কভু
মুজাহিদ আমি শ্রেষ্ঠ জগতে আল্লাহ আমার প্রভু।
আমি শ্রেষ্ঠ মানুষ শ্রেষ্ঠ নবীর হইয়াছি উম্মাত
তাই বল আছে শক্তি আছে বড় হিম্মৎ।
তাওহীদ বাণীর প্রচারক আমি বিশাল ধরিত্রির
বলি উচ্চৈঃস্বরে হায়দারী হাঁকে নারায়ে তাকবীর।

***

দুর্নীতি

ডাঃ আব্দুল খালেক খান
পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা।

কে বলে ভাই নীতি নেই নীতি সেতো দূরে,
তাই তো সমাজ দুর্নীতিতে গেছে পুরা ভরে।
চলছে নীতি নেতার মতে নীতির মতে নয়,
এ সমাজের কথা বলতে লাগে ভীষণ ভয়।
বিষাক্ত বাষ্পে যেমন নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়,
নোংরা পানি পানে তেমন ডাইরিয়াতে লয়।
বনের মাঝে বাঘের থাবায় জীবন রাখা ভার
নদীর মাঝে থাকলে কুমির সাঁতার কাটা সার।
সাগর বারি দৃষ্টিধারী তৃষ্ণা নাহি মেটে
মরুর মাঝে চলার পথে ছাতি যাবে ফেটে।
দুর্নীতি ঠিক তেমন জিনিষ খুন খারাবী যত
হত্যা, গুম, রাহাজানি চালায় অবিরত।
মিথ্যা, যেনা, ব্যভিচার হারাম কর্মে ভরে,
নেবে বেশী দেবে কম বিবেক গেছে মরে।
শক্তি করে মিথ্যা বিজয় সত্য ধরাশাই,
নীতিবিহীন খুনীর করে জ্বলছে ধরাময়।
হায়রে ভবে কবে হবে নীতির আবাসন
দুর্নীতিবাজ সমাজ থেকে বাঁচাও জনগণ।

***

ফিলিস্তীনে লাশের সারি

শফীকুল ইসলাম
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

মুসলমানের ধর্মগৃহ
রক্ষা সেও পায়নি,
ইসরাঈলের অপশক্তি
আজো থেমে যায়নি।
ফিলিস্তীনের নিদ্রা-আহার
নাই যে বললে চলে,
মিলবে ওদের কবে মুক্তি
পেটটি ক্ষুধায় জ্বলে?
ইসরাঈলী কতো দেখবে
দেখবে লাশের সারি?
বিশ্ববাসী চুপসে বেজায়
দেয় না যুদ্ধে পাড়ি।
আল্লাহ পাঠাও রক্ষাকারী
ফিলিস্তীনের বক্ষে,
প্রতিবাদে মানবতার
আছি ওদের পক্ষে।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. ১১৫ বার। ২. ১১৪ বার।
৩. ৩,২৩,৬৭১টি। ৪. ৭৭,৪৩৯টি।
৫. ৫৭ বার।
৬. ১৩৯ বার (এক বচন, দ্বিবচন ও বহু বচনে)।
৭. ৭৭ বার। ৮. ১২৬ বার।
৯. ৬ বার। ১০. সূরা ফাতাহ-এর ২৯ নং আয়াতে।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)

১. পবিত্র কুরআনের কোন্ সূরায় 'মীম' অক্ষরটি নেই?
২. পবিত্র কুরআনের কোন্ সূরায় 'কাফ' অক্ষরটি নেই?
৩. পবিত্র কুরআনের কোন্ সূরায় দু'বার 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' রয়েছে?
৪. পবিত্র কুরআনের কোন্ সূরায় প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' নেই?
৫. পবিত্র কুরআনের মোট কতবার 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' রয়েছে?
৬. কোন্ সূরা সম্পর্কে ইমাম শাফেঈ বলেন, 'মানুষের জন্য এ সূরাটি ব্যতীত অন্য সূরা নাযিল না হ'লেও যথেষ্ট হ'ত'?
৭. পবিত্র কুরআনে কতজন নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে?
৮. মাক্কী ও মাদানী সূরা বলতে কি বুঝায়?
৯. 'মুহাম্মাদ' (ছাঃ)-এর নাম পবিত্র কুরআনে কত স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে?
১০. পবিত্র কুরআনের কোন আয়াত সর্বপ্রথম নাযিল হয়?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
সুরিটোলা, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

জামনগর, বাগাতিপাড়া, নাটোর ২২ জুন রবিবার : অদ্য বাদ আছর জামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জনাব জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পটুয়াখালী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্র মুহাম্মাদ রায়হান। অনুষ্ঠানে নাটোর যেলা ও জামনগর শাখা গঠন করা হয়।

বড়কুড়া, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ ২ জুলাই ৩ রামাযান বুধবার : অদ্য বেলা সাড়ে ১০-টায় 'সোনামণি' সিরাজগঞ্জ যেলার উদ্যোগে বড়কুড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন মক্তবে এক সোনামণি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা পরিচালক আব্দুল মুমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'সোনামণি' যেলা সহ-পরিচালক আব্দুল মুমিন।

চরকুড়া, কামারখন্দ, ৩ জুলাই ৪ রামাযান বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টায় চরকুড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল মতীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক নাছরুল্লাহ, যেলা সোনামণি'র পরিচালক আব্দুল মুমিন ও সহ-পরিচালক আব্দুল মুমিন।

গারুদহ, সিরাজগঞ্জ ৪ জুলাই ৫ রামাযান শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ গারুদহ শিশুসদন উচ্চ বিদ্যালয়ে সোনামণি সিরাজগঞ্জ যেলার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রাজিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আব্দুল্লাহ আল-হারূণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'সোনামণি' পরিচালক আব্দুল মুমিন, সহ-পরিচালক আব্দুল মুমিন, চরকুড়া শাখা পরিচালক রূহুল আমীন, গারুদহ আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম ও উক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক আব্দুল লতীফ। প্রশিক্ষণ শেষে উপস্থিত সোনামণিদের একটি মূল্যায়ন পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং তাদেরকে পুরুস্কৃত করা হয়।

মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা ৫ জুলাই ৬ রামাযান শনিবার : অদ্য বাদ যোহর দক্ষিণ ছয়ঘরিয়া ফসিরুদ্দীন হাফিযিয়া মাদরাসায় সোনামণি গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ও 'সোনামণি'র উপদেষ্টা আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। অনুষ্ঠানে হাফেয ওবায়দুল্লাহকে পরিচালক করে ২০১৩-২০১৫ সেশনের জন্য ৫ সদস্য বিশিষ্ট সোনামণি গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

মজপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী ১৭ জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর মজপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৪ উপলক্ষে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র উপযেলা 'সোনামণি' উপদেষ্টা জনাব ইয়াকূব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন উপযেলা 'সোনামণি'

Contents

সহ-পরিচালক হাফেয শহীদুল ইসলাম ও অত্র শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আযহার আলী।

মধ্য ভুগরইল, পবা, রাজশাহী ২২ জুলাই মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর মধ্য ভুগরইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৪ উপলক্ষে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক জনাব লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন রাজশাহী যেলার সাবেক 'সোনামণি' সহ-পরিচালক মুসলিমুদ্দীন, অত্র শাখা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি রবীউল ইসলাম, 'সোনামণি' আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর সূর্যমুখী শাখার সহ-পরিচালক হাফেয মুহাম্মাদ ইউনুস ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-র ১০ম শ্রেণীর ছাত্র হাফেয আব্দুল আলীম।

নন্দলালপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া ২৫ জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৪ উপলক্ষে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব হাশীমুদ্দীন মাষ্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক সাখাওয়াত হুসাইন।

রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২৭ জুলাই রবিবার : অদ্য বাদ আছর স্থানীয় ডাকবাংলাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অতঃপর পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অতিরিক্ত যেলা ম্যাজিস্ট্রেট (অবঃ) আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন অত্র যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক আবুল হুসাইন, 'যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর যেলার সহ-সভাপতি আমানুল্লাহ ও অত্র যেলার 'সোনামণি' পরিচালক আনোয়ার হুসাইন।

সমসপুর, বাগমারা, রাজশাহী ৩০ জুলাই বুধবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৭-টায় সমসপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ ইলিয়াসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ইন্দ্রপুর দাখিল মাদরাসার বি.এস-সি শিক্ষক জনাব মুজীবুর রহমান ও অত্র শাখা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আজীবর রহমান।

বানাইপুর, বাগমারা, রাজশাহী ৮ আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ বানাইপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। বানাইপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব আমীনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন সোনামণি রাজশাহী-উত্তর সাংগঠনিক যেলার পরিচালক ডা. মুহাম্মাদ মুহসিন ও হাট গাঙ্গোপাড়া এলাকার পরিচালক হাফেয শহীদুল ইসলাম।

ছোট্ট খোকা

এফ.এম.নাছরুল্লাহ হায়দার
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

ছোট্ট খোকা আধো আধো
মিষ্টি কথা বলে,
রূপখানি তার যাদুমাখা
হীরা-মানিক জ্বলে।
হাসি যেন এক ফালি চাঁদ
আলতো গোছা পা,
নাদুস-নুদুস গড়ন খানি
উদাম সারা গা।
মায়ের কোলে আসে খোকা
একটু খিদে পেলে,
সারা বেলা করে খেলা
ডালিম গাছের তলে।
***

স্বদেশ

জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালার খসড়া অনুমোদন

গত ৪ আগস্ট মন্ত্রীসভায় বেতার ও টেলিভিশনের জন্য জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালার খসড়া অনুমোদন করা হয়েছে। এতে টকশোতে অসত্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্য উপস্থাপন না করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত টিভি, রেডিওর মাধ্যমে প্রচারিত সংবাদকে নির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় আনতে এটি প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে নীতিমালার বিভিন্ন ধারা নিয়ে বেসরকারী টিভির প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রবল আশংকা রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে 'সশস্ত্র বাহিনী এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত কোন বাহিনীর প্রতি কটাক্ষ বা অবমাননাকর দৃশ্য বা বক্তব্য প্রচার করা যাবে না; 'অপরাধীদের দণ্ড দিতে পারেন' এমন সরকারী কর্মকর্তাদের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার মতো দৃশ্য বা বক্তব্যও প্রচার করা যাবে না; 'জনস্বার্থ বিঘ্নিত হ'তে পারে' এমন কোন বিদ্রোহ, নৈরাজ্য ও হিংসাত্মক ঘটনা প্রচার করা যাবে না প্রভৃতি।

নীতিমালায় আরও বলা হয়, কোন জাতি বা জনগোষ্ঠী, দেশের মর্যাদা বা ইতিহাসের জন্য ক্ষতিকর এমন কোন কিছু, বিদেশী রাষ্ট্রের অনুকূলে যায় এমন কিছু প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না।

রেডিও এবং টেলিভিশন-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, নীতিমালার কয়েকটি ধারা বেশ স্পর্শকাতর। সেগুলো অপব্যবহারের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষতঃ এই ধারাগুলোর সুস্পষ্ট কোন ব্যাখ্যা না থাকায় তাঁরা এই আশঙ্কা করছেন।

শান্তির সূচকে ভারত-পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে বাংলাদেশ

প্রতিবেশী দেশ ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের চেয়ে শান্তিতে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। তবে বাংলাদেশের চেয়ে এই দিক থেকে এগিয়ে আছে নেপাল ও ভুটান। বৈশ্বিক শান্তি সূচকে (জিপিআই) এমনটাই দেখা গেছে। জিপিআই সূচকে ১৬২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৯৮তম। আন্তর্জাতিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট ফর ইকোনোমিকস অ্যান্ড পিসের (আইইপি) তৈরী করা এ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান 'মাঝারি' ক্যাটাগরির বলে মূল্যায়ন করা হয়েছে। সমাজে বিদ্যমান সহিংসতা, হত্যা, মানুষের হাতে অস্ত্র, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সংঘাত, রাজনৈতিক অস্থিরতাসহ ২২টি বিষয় মূল্যায়ন করে ঐ সূচক তৈরী করা হয়েছে। সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ২.১০৬ স্কোর নিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয় স্থানে। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে শান্তি সূচকে সবার চেয়ে এগিয়ে ভুটান (স্কোর ১.৪২২)। দেশটির অবস্থান বৈশ্বিক সূচকে ১৬। এরপর আছে নেপাল, ৭৬তম স্থানে। ১৫৪তম স্থান নিয়ে সূচকে সবার চেয়ে পিছিয়ে আছে পাকিস্তান। সূচকে ভারত ১৪৩ আর শ্রীলঙ্কার অবস্থান ১০৫। বৈশ্বিক শান্তিতে আইসল্যাণ্ড প্রথম। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে আছে ডেনমার্ক ও অস্ট্রিয়া।

বিদেশ

বিশ্বের মাত্র ১১টি দেশ সংঘাতমুক্ত

ফিলিস্তীন, ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া, ইউক্রেন প্রভৃতি দেশের চলমান সংঘাত ও অচলাবস্থা দেখে মনে হ'তে পারে যে, সারা বিশ্বই যেন যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। বিশেষজ্ঞরাও মনে করছেন এবং পরিস্থিতি দিন দিন আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে। ইনস্টিটিউট অব ইকোনমিক্স অ্যান্ড পিস (আইইপি)-এর সর্বশেষ গবেষণা রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বিশ্বের মাত্র ১১টি দেশ সব ধরনের সংঘাতের হাত থেকে মুক্ত আছে। আরো খারাপ খবর হ'ল, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সংঘাত থেকে সরে আসার যে মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল ২০০৭ সাল থেকে পৃথিবী অতি দ্রুত তার চেয়েও খারাপের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আইইপির রিপোর্ট অনুযায়ী সংঘাতমুক্ত ১১টি দেশ হ'ল সুইজারল্যান্ড, জাপান, কাতার, মরিশাস, উরুগুয়ে, চিলি, কোস্টারিকা, ভিয়েতনাম, পানামা ও ব্রাজিল।

মরুভূমিতে হঠাৎ অলৌকিক হ্রদ!

তিউনিশিয়ার মরুভূমিতে হঠাৎ করে একটি হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে। তিন সপ্তাহ আগে প্রথম হ্রদটি কয়েকজন মেষপালকের চোখে পড়ে। খরাপীড়িত তিউনিশিয়ার মরুভূমিতে হঠাৎ হ্রদের সৃষ্টি হওয়ায় দেশজুড়ে ব্যাপক তোলপাড় চলছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্যমতে, এক হেক্টরের বেশী জায়গায় ব্যাপৃত হ্রদটিতে ১০ লাখ ঘনমিটারের বেশী পানি আছে। এর গভীরতা স্থান ভেদে ১০ থেকে ১৮ মিটার। মরুভূমিতে এই হ্রদ কীভাবে সৃষ্টি হ'ল, তার ব্যাখা এখনো মেলেনি। এটাকে অনেকেই অলৌকিক হ্রদ বলে মনে করছেন। কেউ এটিকে আশীর্বাদ আবার কেউ অভিশাপ মনে করছেন। কর্তৃপক্ষ ঐ পানিতে নামার বিষয়ে সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছে। এই হ্রদের পানি শুরুতে স্বচ্ছ স্ফটিক নীল ছিল। তবে পরে তা সবুজ রং ধারণ করে এবং সবুজ শ্যাওলা সৃষ্টি হতে থাকে। ছয় শতাধিক মানুষ এ পর্যন্ত ঐ হ্রদে স্কুবা ডাইভ করেছে। হ্রদ সৃষ্টির কারণ সম্পর্কে কিছু ভূতত্ত্ববিদ বলছেন, ভূকম্পনের কারণে ভূগর্ভস্থ পানি উপরিভাগে উঠে এসে থাকতে পারে। তার ফলেই হয়তো হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে।

বিশ্বে কোটিপতির সংখ্যায় ভারত অষ্টম

অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, রাশিয়ার মতো দেশকে পিছনে ফেলে কোটিপতি মানুষের সংখ্যার বিচারে বিশ্বে অষ্টম স্থান দখল করেছে ভারত। অথচ সেদেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারীর সংখ্যা ঐ তিন দেশের লোকসংখ্যার চেয়ে বেশী। প্রায় ২৭ কোটি। নিউ ওয়ার্ল্ড ওয়েলথের কোটিপতির তালিকায় স্থান পাওয়া ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত সম্পদের মূল্য অন্তত ১ কোটি ডলার। গোটা বিশ্বে কোটিপতি সংখ্যার বিচারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জার্মানী, ব্রিটেন, সিঙ্গাপুর, কানাডার পরই নাম রয়েছে ভারতের।

Contents

ভারতে ১৪ হাযার ৮০০ কোটিপতির মধ্যে শুধু মুম্বাইতে থাকেন ২ হাযার ৭০০ জন। কোটিপতিদের স্থায়ী বাসস্থানের বিচারে বিশ্বের প্রথম ৩০টি শহরের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে মুম্বাই। এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছে হংকং। মোট ১৫ হাযার ৪০০ জন কোটিপতির বাস হংকং শহরে। হংকংয়ের পর রয়েছে যথাক্রমে নিউইয়র্ক ১৪ হাযার ৩০০। নিউ ওয়ার্ল্ড ওয়েলথের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি কোটিপতি আছেন যুক্তরাষ্ট্রে। দেশটিতে মোট ১,৮৩,৫০০ ব্যক্তির অন্তত ১ কোটি ডলারের সম্পদ রয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা চীনে কোটিপতির সংখ্যা ২৬ হাযার ৬০০ জন। আর তৃতীয় অবস্থানে থাকা জার্মানীতে রয়েছেন ২৫ হাযার ৪০০ জন কোটিপতি।

১০ বছর পর মায়ের কোলে ফিরলো সুনামিতে হারিয়ে যাওয়া মেয়ে

সাগরের পানিতে ভাসতে ভাসতে হারিয়ে যাওয়া। অতঃপর অন্য এক দ্বীপে জেলের জালে আটকা পড়া এবং সেই বাড়িতেই বেড়ে ওঠা। সবশেষে আবার নিজ পিতা-মাতার কাছে ফেরা। রূপকথা মনে হ'লেও গত ৬ আগস্ট ইন্দোনেশিয়ার আচেহ দ্বীপে এমন এক ঘটনাই ঘটলো। ২০০৪ সালের সুনামিতে হারিয়ে যাওয়া মেয়ে রাউযাতুল জান্নাহ মায়ের কোলে ফিরে এলো ১০ বছর পর।

২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর সুনামির ভয়ঙ্কর আঘাতে লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল দেশটির আচেহ প্রদেশ। ভেসে গিয়েছিল জামীলা নাম্নী মহিলাটির আদরের কন্যা জান্নাহ। বছরের পর বছর বহু খোঁজাখুঁজির পর না পেয়ে ধরে নিয়েছিলেন সে মারা গেছে। কিন্তু ঘটনাটার নাটকীয় মোড় দিলেন মহিলাটির ভাই। তিনি হঠাৎ স্কুল ফেরত জান্নাহ্‌র মত দেখতে একটি মেয়েকে দেখে চমকে উঠলেন। সাথে সাথে বোন জামীলাকে খবর দিলেন। কিন্তু দেখা গেল তার নাম জান্নাহ নয় বরং ওয়েনি। থাকে প্রদেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে এক জেলের ঘরে। কিন্তু মায়ের মন মানল না। জেলের বাড়িতে খোঁজখবর করে দেখলেন, তারা সেই সুনামির সময় তাকে পেয়েছেন। জেলের বৃদ্ধা মায়ের কাছেই সে ১০ বছর ধরে বেড়ে উঠেছে। ব্যস, দুইয়ে দুইয়ে মিলে গেল। হারানো সন্তানকে ফিরে পেয়ে যারপরনাই খুশী মা জামীলা বললেন, ১০ বছর পর মেয়েকে খুঁজে পেয়ে আমরা আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞ।

বিশ্বে ধর্ষণে শীর্ষে যুক্তরাষ্ট্র; হত্যায় শীর্ষে ব্রাজিল

যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি দেশ, যেখানে আইন প্রয়োগের কঠোরতা অনেক বেশী। তা সত্ত্বেও ধর্ষণের ক্ষেত্রে দেশটি বিশ্বের মধ্যে শীর্ষে অবস্থান করছে। জাতিসংঘের 'ক্রাইম ট্রেন্ড সার্ভে'র রিপোর্টে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর এই তথ্য। পরিসংখ্যান সূত্রে জানা যায়, ২০১০ সালে বিশ্বে ধর্ষণে শীর্ষে থাকা দশটি দেশের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র প্রথম। ঐ বছর যুক্তরাষ্ট্রে রেকর্ড সংখ্যক ৮৫ হাযার ৫৯৩টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী অবস্থানেই আছে ব্রাজিল। সেখানে এ সংখ্যা ৪১ হাযার ১৮০। আর ৩য় স্থানের অধিকারী ভারতে ২০১০ সালে ধর্ষণের ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে মোট ২২ হাযার ১৭২টি। মার্কিন সমাজবিদরা মনে করেন, আশির দশকে যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের ঘটনা হ্রাস পাচ্ছিল। কিন্তু ইন্টারনেটে পর্ণোগ্রাফির বিস্তারে ধর্ষণ, যৌন নিপীড়ন ও যৌন বিকৃতির মতো ঘটনা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

আর খুনের ঘটনায় ব্রাজিল সবচেয়ে এগিয়ে। ২০১২ সালে সে দেশে ৫০ হাযারেরও বেশি মানুষ খুন হয়। তারপরেই ভারত। সেখানে খুনের ঘটনা ৪৩ হাযার ৩৩৫। এরপর যথাক্রমে আছে নাইজেরিয়া ৩৩,৮১৭, মেক্সিকো ২৬,০৩৭, কঙ্গো ১৮,৫৮৬, দক্ষিণ আফ্রিকা ১৬,২৫৯, কলম্বিয়া ১৪,৬৭০ ও পাকিস্তান ১৩,৮৪৬।

চীনের শিনজিয়াংয়ে দাড়ি ও ইসলামী পোশাকে নিষেধাজ্ঞা

চীনের মুসলিম অধ্যুষিত শিনজিয়াং এলাকার কারামা শহরে লম্বা দাড়ি ও ইসলামী পোশাক পরে গণপরিবহনে ভ্রমণের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। দেশটির রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সিনহুয়া এ তথ্য জানিয়েছে। হিজাব, নেকাব, বোরকা অথবা চাঁদ-তারা খচিত ইসলাম ধর্মের প্রতীক সম্বলিত পোশাক পরে গণপরিবহনে ভ্রমণের উপর কারামা শহর কর্তৃপক্ষ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে বলে শহরটির স্থানীয় সংবাদপত্র কারামা দৈনিকের খবরে উঠে এসেছে। লম্বা দাড়ি রাখার উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে বলে খবরে বলা হয়েছে। পরিদর্শনকারী দলকে সহযোগিতা না করলে তাদের পুলিশে দেয়া হবে বলেও ঐ খবরে বলা হয়েছে। শহর কর্তৃপক্ষের এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করায় উত্তেজনা তৈরী হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন।

ব্রিটিশ মূল্যবোধকে প্রাণ দিয়েছে ইসলাম : ইসলামিক ফেস্টিভ্যালে সাবেক আর্চবিশপ

সাবেক আর্চবিশপ অব ক্যান্টারবুরি ড. রোয়ান উইলিয়ামস বলেছেন, 'ব্রিটিশ সোসাইটির মূল্যবোধকে নতুন করে সঞ্জীবনী শক্তি এনে দিয়েছে ইসলাম। ধর্ম এমন এক শক্তি, যা কমিউনিটির দায়িত্ব, কর্তব্য ও সামাজিক মূল্যবোধকে একত্রিত ও একসূত্র গ্রথিত করে। আর ব্রিটেনের সোসাইটিতে ইসলাম সেই সব মূল্যবোধে নতুন শক্তির সঞ্চার করে দিয়েছে'। সম্প্রতি লিংকনশায়ারে বার্ষিক ইসলামিক ফেস্টিভ্যালে ব্রিটিশ ভ্যালুজ ও মুসলমানরা কিভাবে প্রভাবান্বিত-এর ওপর এক সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন।

'ইসলামিক সোসাইটি অব ব্রিটেনে'র উদ্যোগে এই সেমিনারে ড. রোয়ান উইলিয়ামসসহ ব্রিটেনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ইসলামিক স্কলার ও খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব ওপেন ডিসকাশন, আলোচনা, বিতর্ক ও বক্তব্য উপস্থাপন করেন, যা হাযার হাযার উপস্থিত দর্শক গ্যালারিতে বসে উপভোগ করেন।

ড. রোয়ান উইলিয়ামসের এই বক্তব্য ব্রিটেনের কমিউনিটি ও মুসলমান স্কলারদের দ্বারা ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। তবে সেক্যুলার গ্রুপদের দ্বারা তীব্র সমালোচিত হয়েছে।

Contents

মুসলিম জাহান

ফিলিস্তীনের গাযায় ইসরাঈলের পৈশাচিক বর্বরতা : নিশ্চুপ বিশ্ব নেতৃবৃন্দ

মিথ্যা অজুহাত দাড় করিয়ে ফিলিস্তীনের গাযার উপর আবার নৃশংস যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে পাশ্চাত্যসৃষ্ট রাষ্ট্র ইসরাঈল। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের রিপোর্ট অনুযায়ী গত ৮ জুলাই থেকে শুরু হয়ে মাসাধিককালব্যাপী চলতে থাকা স্থল ও বিমান হামলায় গত ১৯ আগস্ট পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা ২ হাযার ২৮ জন। এ পর্যন্ত আহত হয়েছে ১০ হাযার ১৯৬ ফিলিস্তীনী। নিহতদের মধ্যে ৫৪১ শিশু, ২৫০ নারী ও ৯৫ জন বৃদ্ধ রয়েছে। এছাড়া বাস্তুহারা হয়েছে পাঁচ লক্ষাধিক মানুষ। অপরদিকে গাযার হামাস সরকারের পাল্টা জবাবে এ পর্যন্ত ইসরাঈলী হিসাব মতে, ৬৪ ইসরাঈলী সেনা, ২ বেসামরিক নাগরিক ও এক থাই কর্মীসহ মোট ৬৭ জন নিহত হয়েছে। এ দফা যুদ্ধে ইসরাঈল কারণ দাঁড় করিয়েছে হামাস কর্তৃক তিনজন ইসরাঈলী তরুণকে অপহরণ এবং হত্যার ঘটনা। যদিও হামাস তা অস্বীকার করেছে এবং পরবর্তীতে ইসরাঈলী তদন্তেই তা প্রমাণিত হয়েছে যে এর সাথে হামাসের কোন সম্পর্ক নেই। এতদসত্ত্বেও এ বর্বরোচিত হামলার পক্ষে সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলি বরাবরের মত যেমন স্বরব সমর্থন জানিয়েছে, তেমনি অত্যন্ত হতাশাজনক ভাবে ওআইসিসহ মুসলিম রাষ্ট্রগুলো এর নিরব সমর্থন করেছে কিংবা মৃদু প্রতিবাদের মধ্যে দিয়েই তাদের দায়িত্ব শেষ করেছে। তবে এ হামলার বিরুদ্ধে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের লাখ লাখ সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ-বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। উল্লেখ্য, অতিসম্প্রতি হামাস ও ফাতাহের মধ্যে চলমান দ্বন্দ্ব সমঝোতার পথে এগুচ্ছে এবং এই সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী সরকার গঠিত হবে, যা ইসরাঈলসহ পাশ্চাত্যশক্তির মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ ঐক্যবদ্ধ সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে ফিলিস্তীনের স্বাধীনতার দাবীটি আরো জোরালো হয়ে উঠবে। অন্যদিকে হামাস আদর্শিকভাবে মুসলিম ব্রাদারহুডপন্থী হওয়ায় মিসরের ক্ষমতাসীন সরকারসহ আরব নেতৃবৃন্দ হামাসের চরম বিরোধী। ফলে স্রেফ হামাসবিরোধিতার কারণেই ইসরাঈলীদের এতবড় গণহত্যার বিরুদ্ধে তারা টু শব্দ করছে না। উল্টো সবকিছুর জন্য হামাসকেই দায়ী করছে। অন্যদিকে জাতিসংঘ, ওআইসিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোও বরাবরের মত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পদতলে নতজানু অবস্থান ধরে রেখেছে। ফলে বিশ্ববিবেকের নাকের ডগায় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কারাগারে পরিণত হওয়া গাযার অধিবাসীদেরকে প্রতি মুহূর্তে আগ্রাসী মৃত্যুর মুখোমুখি থাকতে হচ্ছে। এর শেষ কোথায় তা যেন কারো জানা নেই। আর কত রক্ত গড়ানোর পর বিশ্ববিবেক জেগে উঠবে, তা এখন এক জ্বলন্ত প্রশ্ন।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

এবার মঙ্গলে অক্সিজেন উৎপাদন!

মঙ্গল গ্রহে মানুষের জীবনধারণের উপযোগী পরিবেশ তৈরী করার লক্ষ্যে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (নাসা)। তারা 'লাল গ্রহটি'র বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে অক্সিজেন তৈরীর পরিকল্পনা করেছে। এতে সহায়তার জন্য সেখানে পাঠানো হবে মার্স ২০২০ নামের একটি রোবটযান। নাসা জানায়, সাতটি বৈজ্ঞানিক প্রকল্প নিয়ে মার্স ২০২০ মঙ্গলে অবতরণ করবে ২০২১ সালে। ফলে ভবিষ্যতে গ্রহটিতে মানুষবাহী নভোযানের অবতরণ, প্রাণের চিহ্ন অনুসন্ধান ও বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ প্রভৃতি কাজে বড় ধরনের সাফল্যের আশা করা হচ্ছে। এক টন ওযন ধারণক্ষমতার যানটি তৈরীতে ব্যয় হবে ১৯০ কোটি মার্কিন ডলার। মঙ্গলে উৎপাদিত অক্সিজেন দিয়ে রকেটের জ্বালানী তৈরী করা যাবে। আর তাহ'লে মঙ্গল থেকে পৃথিবীতে যাতায়াতও সহজ হয়ে যাবে। এছাড়া একদিন হয়তো এ অক্সিজেনের সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাসও নিতে পারবেন ভবিষ্যতের নভোচারীরা। উল্লেখ্য, চাঁদে সফল অভিযানের পর মানুষের নতুন লক্ষ্যের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে মঙ্গল গ্রহ।

বাগানের সান্নিধ্যে স্মৃতিক্ষয় রোধ

বয়স বাড়লে মানুষের স্মৃতিক্ষয় বা ভুলে যাওয়ার রোগ দেখা দেয়। তাঁদের স্মরণশক্তি ধরে রাখতে বাগানের সান্নিধ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব এক্সেটার মেডিকেল স্কুলের একদল গবেষক বলছেন, বাগানের সবুজ উদ্ভিদ, খোলা জায়গা ও ঘাস স্মৃতিভ্রংশ রোগে আক্রান্ত বৃদ্ধদের মানসিক প্রশান্তি দেয় এবং অস্থিরতা কমাতে সহায়তা করে। ওষুধ ছাড়াই মানসিক বৈকল্যের উপসর্গ দূর করতে বাগান অত্যন্ত কার্যকর। ভুলে যাওয়ার সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের মানসিক সংবেদনশীলতা এবং উদ্দীপনা বৃদ্ধি করে তাঁদের স্মৃতিধারণে বাগান উপকারী ভূমিকা পালন করে।

মানুষ পাচ্ছে চারটি হাত

মানুষের দেহে বাড়তি দু'টি যান্ত্রিক হাত লাগানোর প্রযুক্তি বের করেছেন বিজ্ঞানীরা। যান্ত্রিক এ হাত কাঁধ বা কোমরে লাগানোর ব্যবস্থা রয়েছে। এতে মানুষের বাড়তি ভারবহনসহ অন্যান্য অনেক কাজে অকল্পনীয় সুবিধা হবে। যান্ত্রিক এ হাতটি বানিয়েছেন আমেরিকার এমআইটি'র আরবেলঅফ গবেষণাগারের দুই গবেষক।

যে কোন মানুষ এটি ব্যবহার করতে পারবেন। পরীক্ষামূলক ভাবে নির্মিত হাতটির ব্যাটারি এক নাগাড়ে তিন ঘণ্টা চলে এবং এটি প্রায় ৩২ কিলোগ্রাম ওযন অনায়াসে তুলে ধরতে পারবে। মানব দেহের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়তি হাত হিসাবে কাজ করার উপযোগী করবে যান্ত্রিক হাত। মূলত মানব দেহের নড়াচড়া দেখে কাজ করতে শিখবে এ হাত।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

সাতক্ষীরা সফরে আমীরে জামা'আত

৩রা জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য সকালে মারকাযী মাদরাসার শিক্ষক শামসুল আলমকে সাথে নিয়ে ট্রেন যোগে মুহতারাম আমীরে জামা'আত দুপুর সোয়া ১২-টায় যশোর পৌঁছেন। সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর কর্মপরিষদ সদস্য অধ্যাপক মহীদুল ইসলাম ও অধ্যাপক মুফলেহুর রহমান। অতঃপর তিনি কেশবপুর ও চুকনগর হয়ে সাতক্ষীরার তালা উপযেলাধীন কাটাখালি গমন করেন। সেখানে সদ্য প্রয়াত মামাতো ভাই 'আন্দোলন'-এর নিবেদিতপ্রাণ কর্মী রফীকুল ইসলাম খান (৫০)-এর জানাযায় ইমামতি করেন। তিনি আগের দিন রাতে খুলনা আড়াইশ' বেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন *(ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহে রাজেঊন)*। মৃত্যুকালে তিনি ৪ কন্যা ও ১ পুত্র সন্তান রেখে যান। জানাযা শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত স্বীয় জন্মস্থান বুলারাটি গমন করেন। অতঃপর সাতক্ষীরা মারকাযে রাত্রিযাপন শেষে পরদিন ভোরে রওয়ানা হয়ে যশোরে এসে ট্রেন ধরেন এবং অপরাহ্নে রাজশাহী মারকাযে পৌঁছে যান।

আমীরে জামা'আতের তাহেরপুর সফর

১৪ই জুলাই সোমবার : অদ্য বেলা ১১-টায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত রাজশাহী-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ ইদরীস আলী, সেক্রেটারী অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীকে সাথে নিয়ে তাহেরপুরের উদ্দেশ্যে মারকায ত্যাগ করেন। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সহ-সভাপতি ও বর্তমানে উপদেষ্টা ডাঃ মনছূর আলী ও তার শোকাহত পরিবারকে সান্ত্বনা ও তাদের প্রতি সমবেদনা জানানোর উদ্দেশ্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত এই সফর করেন। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে তাঁর জামাতা (৩২) আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করায় আমীরে জামা'আত অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত ছিলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি তাহেরপুর হাইস্কুল সংলগ্ন জামে মসজিদে যোহরের ছালাত আদায় করেন ও মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। অতঃপর ডাঃ মানছূরের বাড়ীতে গমন করেন এবং সদ্য বিধবা মেয়ে ও তার পিতা-মাতা, শ্বশুর ও পরিবারবর্গের সবাইকে সমবেদনা জানান ও তাদেরকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেন। তিনি আল্লাহ্র নিকটে এর উত্তম প্রতিদান কামনা করে প্রাণখোলা দো'আ করেন।

অতঃপর তিনি ডাঃ ছাহেবের ডিসপেন্সারীর ছাদের উপর আয়োজিত কর্মী ও সুধী সমাবেশে ভাষণ দেন। এরপর সেখান থেকে ফেরার পথে তিনি বিভিন্ন এলাকা সফরের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তখন সেক্রেটারী অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহের দায়িত্বশীলদের জানিয়ে দেন। সে অনুযায়ী তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত হাটগাঙ্গোপাড়া বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এসে আছরের ছালাত আদায় করেন। অতঃপর সমবেত মুছল্লীবৃন্দ ও দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। মসজিদ থেকে বেরিয়ে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে জমা হওয়া বাজারের দোকানদার ও ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে হাদীছ শুনিয়ে বলেন, আপনারা ব্যবসায়ে প্রতারণা করবেন না। মাপে ও ওযনে কমবেশী করবেন না। খাদ্যে ভেজাল মিশাবেন না। এতে আপনারা আখেরাতে লাভবান হবেন। ব্যবসায়ে আল্লাহ বরকত দিবেন। বাজারের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা তাদের মাঝে আমীরে জামা'আতকে পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে ওঠে। কর্মীরা দারুণভাবে উজ্জীবিত হন।

অতঃপর তিনি কেশরহাট বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে উপস্থিত হন। সেখানে যেলার পক্ষ হতে পূর্ব থেকেই ইফতার মাহফিলের প্রোগ্রাম নির্ধারিত ছিল। তিনি সেখানে উপস্থিত কর্মী ও সুধীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। অতঃপর সন্ধ্যার পূর্বেই মারকাযে ফিরে আসেন।

১০ই আগস্ট রবিবার : অদ্য সকালে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও তাঁর ২য় পুত্র আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব রাজশাহী থেকে বাসযোগে রওয়ানা হয়ে দুপুরে সাতক্ষীরা পৌছেন। সেখানে যেলা নেতৃবৃন্দ তাঁকে স্বাগত জানান। সাতক্ষীরা পৌঁছেই তিনি পার্শ্ববর্তী দেবনগরে ভাগিনেয়ীর শ্বাশুড়ীর জানাযায় যোগদান করেন এবং ইমামতি করেন। ইনি ছিলেন আমীরে জামা'আতের পিতার প্রতিষ্ঠিত কাকডাঙ্গা আহমাদিয়া সিনিয়র মাদরাসার সাবেক শিক্ষক ক্বারী ঈসা-র স্ত্রী। অত্যন্ত দুর্বল স্বাস্থ্য নিয়ে তিনিও স্ত্রীর জানাযায় অংশ নেন। তাঁর পুত্র মোহেব্বুল্লাহ আমীরে জামা'আতের বড় বোনের একমাত্র জামাতা। জানাযা শেষে শহরে ছোট বোনের বাসায় খাওয়া ও বিশ্রাম শেষে বিকাল সোয়া ৫-টায় বাঁকাল দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ কমপ্লেক্স জামে মসজিদে আয়োজিত কর্মী ও সুধী ও অভিভাবক সমাবেশে যোগদান করেন। যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ঘণ্টাব্যাপী ভাষণে দীর্ঘ ১৪ বছর পরে তাঁর প্রথম বিদেশ সফর এবং ওমরাহ ও ই'তিকাফের বিভিন্ন দিক ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন এবং সকলকে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। পবিত্র ওমরাহ শেষে দেশে ফিরে প্রথম সফরে তিনি সাতক্ষীরা আসায় বিপুল জনসমাবেশ ঘটে। উক্ত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর নযরুল ইসলাম এবং 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যেলা উপদেষ্টা ও দায়িত্বশীলবৃন্দ। বাদ মাগরিব তিনি যেলা ও উপযেলা দায়িত্বশীলদের সঙ্গে পৃথক বৈঠকে মিলিত হন এবং তাদেরকে সচেতনভাবে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। এ সময় তিনি দেশে ও বিদেশে বিরোধীদের বিভিন্ন অপপ্রচার থেকে তাদের সাবধান করে দেন।

নগরঘাটা গমন : মঙ্গলবার সকাল ৮-টায় তিনি তালা উপযেলাধীন নগরঘাটা গমন করেন। যাওয়ার পথে সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি আলহাজ্জ মাষ্টার আব্দুর রহমান ছাহেবের ইটেগাছার বাসায় গমন করেন। যিনি বার্ধক্য প্রপীড়িত অবস্থায় সর্বদা বাসায় অবস্থান করেন। সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি নগরঘাটা রওয়ানা করেন। সাতক্ষীরা-খুলনা

মহাসড়কের তিরিশমাইল নামক স্থানে উপযেলা দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। অতঃপর তাদের সাথে নগরঘাটা পৌঁছে যান। সেখানে সদ্যপ্রয়াত সাবেক চেয়ারম্যান তোফাযযল হোসায়েন তাজেল চেয়ারম্যানের কবর যেয়ারত করেন এবং উপস্থিত মুছল্লী-জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি সকলকে মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তীকালীন জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার মাধ্যমে পরকালীন মুক্তির প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানান। অতঃপর তিনি চেয়ারম্যান ছাহেবের বাড়ীতে গিয়ে তাঁর বিধবা স্ত্রী ও পুত্র-পরিজনদের সান্ত্বনা দেন ও তাদেরকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেন। তিনি তাদেরকে প্রকৃত আহলেহাদীছ পরিবার হিসাবে দৃঢ় থাকার নছীহত করেন।

উল্লেখ্য যে, ওমরাহ গমনের দু'দিন পূর্বে ক্যান্সারে আক্রান্ত চেয়ারম্যান ছাহেব মাওলানা আব্দুল মান্নানের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের নিকট দো'আ চান। অতঃপর **১৭ই** জুলাই বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১-টায় তিনি সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন *(ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন)*। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি স্ত্রী, ৩ পুত্র ও ১ কন্যা রেখে যান। পরদিন নিজ গ্রামে তাঁর জানাযা হয়। সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন।

উল্লেখ্য, ২০১১ সালের ১৫ই মে চেয়ারম্যান ছাহেবের আমন্ত্রণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সাতক্ষীরা যেলা সম্মেলন শেষে পরদিন রাজশাহী ফেরার পরে সর্বপ্রথম তাঁর বাড়ীতে আগমন করেন এবং বিরাট জনসমাবেশে ভাষণ দেন *(দ্রঃ আত-তাহরীক ১৪/৯ সংখ্যা জুন/২০১১ পৃঃ ৪৭-৪৮)*। নগরঘাটা থেকে ফিরে সাতক্ষীরা পৌঁছে তিনি তাঁর মামী শ্বাশুড়ী সাবেক প্রতিমন্ত্রী ডাঃ আফতাবুযযামানের স্ত্রীর কবর যিয়ারত করেন। যিনি ১৮ই জুলাই শুক্রবার বিকাল ৩-টায় নিজ বাসভবনে ৬২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন *(ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন)*।

জানাযা থেকে ফেরার পথে তিনি বিনেরপোতা 'আব্দুল্লাহ ফুড' বিস্কুট কারখানা পরিদর্শন করেন। সৎ ব্যবসায়ী হিসাবে ইতিমধ্যে প্রশংসিত এ প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য তিনি দো'আ করেন। তাদের উদ্যোগে এখানে একটি আহলেহাদীছ মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জেনে তিনি আরো খুশী হন এবং সেখানে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অগ্রগতির জন্য দো'আ করেন।

অতঃপর সাতক্ষীরা ফিরে **১৩ই** আগস্ট বুধবার দুপুরে বাসযোগে রওয়ানা হয়ে আমীরে জামা'আত রাত সাড়ে ৮-টায় নওদাপাড়া কেন্দ্রীয় মারকাযে পৌঁছে যান।

ওমরাহ পালন ও ই'তিকাফ শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

৩রা আগস্ট রবিবার : ওমরাহ ও ই'তিকাফ সহ ১৮ দিনের সঊদী আরব সফর শেষে সাউদীয়া এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে অদ্য দুপুর ২-টায় স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত এবং রাত পৌনে ১২-টায় তিনি রাজশাহী কেন্দ্রীয় মারকাযে ফিরে আসেন। এ সময় সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মী এবং মাদরাসার শিক্ষক, ছাত্র ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে আগত দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ তাঁকে স্বাগত জানান।

উল্লেখ্য, আমীরে জামা'আত **১৬ই** জুলাই **১৭ই** রামাযান বুধবার ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে সঊদী আরব গমন করেন। সফরসঙ্গী ছিলেন তাঁর মেজ পুত্র আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব। **১৭ই** জুলাই বৃহস্পতিবার সঊদী আরব সময় রাত সোয়া ২-টায় জেদ্দায় নামার পর সাহারী সেরে তিনি মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং মাসজিদুল হারামে পৌঁছার পর সকাল সাড়ে ৬-টা থেকে সাড়ে ৯-টার মধ্যে ওমরাহ সম্পন্ন করেন। অতঃপর একই দিন বিকালে রামাযানের শেষ দশক শুরু হওয়ার এক দিন পূর্ব থেকেই মসজিদুল হারামের নীচতলা তথা বেজমেন্টে নির্ধারিত ই'তিকাফস্থলে অবস্থান শুরু করেন।

ই'তিকাফকালে তাঁর সাথে ভারতের প্রখ্যাত দাঈ ও 'পিস' টিভির স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ যাকির নায়েক, পাকিস্তানের ইসলামাবাদ আন্তর্জাতিক ইসলামিক ইউনিভার্সিটির সাবেক অধ্যাপক ও বর্তমানে 'আল-হুদা ইন্টারন্যাশনালে'র ডাইরেক্টর ডঃ মুহাম্মাদ ইদরীস যোবায়ের প্রমুখ ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ হয়। এছাড়া মক্কা, জেদ্দা, রিয়াদ, খাফজীসহ অন্যান্য এলাকা থেকে আগত 'আন্দোলন'-এর প্রবাসী শাখার নেতা-কর্মীবৃন্দ ও প্রবাসে অবস্থানরত অনেক শুভানুধ্যায়ী ভাই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

উল্লেখ্য যে, ঈদের আগের রাতে জেদ্দায় সুপ্রসিদ্ধ ফৎওয়া ওয়েবসাইট 'ইসলাম কিউ-এ'-এর পরিচালক শায়খ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদের সাথে নির্ধারিত বৈঠক ছিল। কিন্তু হঠাৎ গাড়ী দুর্ঘটনায় তাঁর ভাতিজার মৃত্যু হওয়ায় তিনি ঐদিনই রিয়াদ গমন করেন। ফলে বৈঠকটি হ'তে পারেনি।

২৮শে জুলাই সোমবার ঈদের ছালাত : ঈদের দিন ভোর সাড়ে ৪-টায় ফজরের ছালাত আদায়ের পর সকাল ৬টা ৭ মিনিটে বর্তমান বাদশাহ আব্দুল্লাহ কর্তৃক নির্মিতব্য মাসজিদুল হারামের সর্বশেষ বর্ধিত অংশে ঈদের ছালাত আদায় করেন আমীরে জামা'আত। ঈদের ছালাত শেষে তিনি সফরসঙ্গী মেজ ছেলে ও রিয়াদ থেকে যুক্ত হওয়া আব্দুল বারী, ইমরান হোসায়েন, ও জেদ্দা থেকে আগত সাঈদুল ইসলামকে সাথে নিয়ে পুরা হারাম এলাকা পরিদর্শন করেন। অতঃপর হারাম সংলগ্ন যমযম টাওয়ারস্থ হোটেল মারওয়া রায়হানে স্বীয় কক্ষে ফিরে যান।

ত্বায়েফ গমন : অতঃপর ঈদের দিন বিকালে তিনি ত্বায়েফ পরিদর্শনে যান। সেখানে তিনি ক্বিছাছ মসজিদ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বাসগৃহ ও কবরস্থান, বিশালায়তন ইবনু আব্বাস ও কিং ফাহদ জামে মসজিদসহ বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন শেষে রাতে মক্কায় ফিরে আসেন। ত্বায়েফে ৩৫ বছর ধরে অবস্থানরত আব্দুল মজীদ (নোয়াখালী) তাদেরকে নিজ গাড়ীতে নিয়ে সবকিছু ঘুরে দেখান। ইনি ৩৫ কপি আত-তাহরীকের এজেন্ট ছিলেন।

জেদ্দা সফর : পরের দিন ২৯ শে জুলাই মঙ্গলবার জেদ্দা সফরে যান এবং সেখানে জেদ্দা 'আন্দোলন'-এর নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। বিকালে জেদ্দা শাখার কর্মী আবু তাহেরের সাথে জেদ্দা শহর, সমুদ্র সৈকত, মৎস্য মার্কেট সহ বিভিন্ন

Contents

এলাকা পরিদর্শন করেন। অতঃপর বাদ এশা জেদ্দা শাখা আয়োজিত সমাবেশে যোগদান করেন।

৩০শে জুলাই বুধবার বাদ ফজর আমীরে জামা'আতের সাথে তাঁর হোটেল কক্ষে সাক্ষাৎ করেন ফিলিস্তীনের 'বায়তুল আক্বছা'র সম্মানিত ইমাম শায়খ আলী আল-আব্বাসী। তাঁর সঙ্গে বর্তমান গাযা পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। তিনি এজন্য মুসলিম উম্মাহ্র অনৈক্য ও রাজনৈতিক স্বার্থদ্বন্দ্বকে দায়ী করেন। এসময় আমীরে জামা'আত তাঁকে তাবলীগী ইজতেমা-২০১৫-এ আগমনের দাওয়াত প্রদান করলে তিনি আন্তরিক ইচ্ছা পোষণ করেন। অতঃপর বাদ যোহর আমীরে জামা'আত মক্কার বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনে বের হন এবং মিনা, আরাফাহ, মুযদালিফা, জামরাহ, জাবালে রহমত, হেরা পাহাড় প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন।

একই দিন বাদ এশা হোটেল কক্ষে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন দাম্মাম ইসলামিক সেন্টারের প্রখ্যাত বাঙ্গালী দাঈ শায়খ মতীউর রহমান মাদানী ও তাঁর সাথীবৃন্দ। যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দিল্লী জামে'আ মিল্লিয়ার সিনিয়র সহকারী অধ্যাপক জুনায়েদ হারেছ। অতঃপর তাঁরা সবাই একত্রে সেখানে রাতের খাবার গ্রহণ করেন। এসময় আমীরে জামা'আত সঊদী আরবে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালনের জন্য শায়খ মতীউর রহমানকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানান।

৩১শে জুলাই বৃহস্পতিবার সকাল ৭-টায় আমীরে জামা'আতের সাথে ডাঃ যাকির নায়েকের নির্ধারিত বৈঠক থাকলেও অসুস্থতার কারণে তিনি আসতে পারেননি। অতঃপর সকাল ৮-টায় মক্কার শায়খ বশীর বিন মুহাম্মাদ আল-মা'ছূমী তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর সকাল ১০-টায় তিনি হোটেল ত্যাগ করেন এবং সফরসঙ্গীদের নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। বিকালে মদীনায় হোটেলে পৌঁছে হোটেল ত্বাইয়েবায় ফ্রেশ হয়ে পূর্বনির্ধারিত সাংগঠনিক সমাবেশে গমন করেন। সেখানে অনুষ্ঠান শেষে আমীরে জামা'আত হোটেলে ফিরে আসেন। অতঃপর রাতে 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীলদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন।

১লা আগস্ট শুক্রবার তিনি মসজিদে নববীতে জুম'আর ছালাত আদায় করেন। অতঃপর ক্বোবা মসজিদে গিয়ে আছর পড়েন। অতঃপর বি'রে ওছমান, ওহোদ ময়দান ও মদীনার বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করেন। অতঃপর মাগরিব হারামে রাসূল (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারত সহ মসজিদে নববীর বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন পরিদর্শন করেন। মক্কা থেকে মদীনা হয়ে জেদ্দা পর্যন্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থানসমূহ পরিদর্শনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন সঊদী প্রবাসী ও মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সে অধ্যয়নরত এক পাকিস্তানী ছাত্র মতীউর রহমান ছগীর। ২৬ বছর যাবৎ সপরিবারে মদীনায় অবস্থানকারী ভ্রমণ পিয়াসী ও ইতিহাসমনস্ক এই যুবকটির অভিজ্ঞ পরিচালনায় ঐতিহাসিক স্থানগুলি আমীরে জামা'আতের মানসপটে যেন নতুনভাবে উপস্থাপিত হয়।

২রা আগস্ট শনিবার বিকাল সাড়ে ৪-টায় তিনি হারাম থেকে জেদ্দার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং পথিমধ্যে ঐতিহাসিক বদর প্রান্তর ও রাইস সমুদ্র সৈকত পরিদর্শন করে রাত্রি ১২-টায় জেদ্দায় পৌঁছেন। অতঃপর ভোর ৫-টায় সাউদীয়া এয়ারলাইন্সের একটি বিমানে সঊদী আরব ত্যাগ করেন এবং ৩রা আগস্ট রবিবার বাংলাদেশ সময় দুপুর ২-টায় ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। অতঃপর রাত পৌনে ১২-টায় রাজশাহী মারকাযে পৌঁছে যান। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ।*

জেদ্দা ২৯ জুলাই, মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব জেদ্দার 'আসফান' রোডস্থ থ্রিসিসি ক্যাম্প মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' জেদ্দা শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'তাফসীরুল কুরআন' মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তিনি সূরা ফাতিহার ৪নং আয়াতের তাফসীর পেশ করে বলেন, আল্লাহ্র প্রতি অটুট দাসত্ব থাকতে হবে বিশ্বাসে, স্বীকৃতিতে এবং কর্মে। এগুলির মধ্যে তারতম্য হ'লে পুরাপুরি দাসত্ব হবে না। তিনি বলেন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সার্বিক জীবন গড়ে তোলার মাধ্যমেই কেবল আল্লাহ্র যথাযথ দাসত্ব সম্ভব। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মানুষকে সেদিকেই আহ্বান জানায়। জেদ্দা শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সাঈদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন শায়খ আব্দুল্লাহ আল-বাকী (দাঈ, শারক জেদ্দা ইসলামী দাওয়াহ সেন্টার) এবং সঊদীআরব শাখা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক শায়খ আব্দুল বারী (দাঈ, আল-আযীযিয়া দাওয়াহ সেন্টার, রিয়াদ) প্রমুখ। প্রায় চার শতাধিক কর্মী ও সুধীর উপস্থিতিতে সমাবেশটি খুবই প্রাণবন্ত ছিল। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'আসফান' এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল।

মদীনা ৩১শে জুলাই, বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' মদীনা শাখার উদ্যোগে মদীনার 'হাই আল-মালিক ফাহদ' এলাকায় আয়োজিত কর্মী ও সুধী সমাবেশে যোগদান করেন আমীরে জামা'আত। প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, অহী অবতরণের এই কেন্দ্রভূমিতে আপনাদের মত ভাইদের পেয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। বাংলাদেশে অহি-র বিধান প্রচার ও প্রতিষ্ঠার শপথ নিয়ে আমাদের কর্মীরা যেভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, আপনারাও বিদেশের মাটিতে একই লক্ষ্যে কাজ করে যাবেন বলে আমরা আশা করি। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সমাজ সংস্কারের আন্দোলন। তাই এতে বাধা আসে বেশী। আর সেকারণ এর পুরস্কারও বেশী। এ আন্দোলনের জন্য দুনিয়ায় যত ত্যাগ করবেন, আখেরাতে তত বেশী নেকী পাবেন ইনশাআল্লাহ। কোন ভৌগলিক সীমারেখা এ দাওয়াতকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে না। কেননা এ দাওয়াত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে আক্বীদা ও আমল সংশোধনের দাওয়াত। তাই কারাগারে আবদ্ধ রাখলেও এ দাওয়াত আবদ্ধ থাকে না। তার বাস্তব প্রমাণ আপনারাই। তিনি সকলকে জামা'আতবদ্ধ হয়ে সুশৃংখলভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাবার আহ্বান জানান।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সভাপতি শায়খ মুশফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে

Contents

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন আল-ক্বাছীম-এর আল-খাবরা দাওয়াহ সেন্টারের দাঈ শায়খ আখতার মাদানী, রিয়াদস্থ মাসিক আত-তাহরীক পাঠক ফোরামের সভাপতি মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন সঊদী আরব শাখা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক শায়খ আব্দুল হাই।

দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ ও রামাযানের গুরুত্ব শীর্ষক আলোচনা সভা

(বাকী অংশ)

নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম-উত্তর ৪ঠা জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার নাগেশ্বরী থানাধীন গোপালপুর ভোটের হাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও রামাযানের গুরুত্ব শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হামীদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন লালমণিরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুন্তাযির রহমান।

পাঁচপীর (মাষ্টারপাড়া), কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ ৫ই জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন পাঁচপীর (মাষ্টারপাড়া) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন লালমণিরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুন্তাযির রহমান।

বাঁকাল, সাতক্ষীরা ৮ই জুলাই মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর শহরের উপকণ্ঠে বাঁকালস্থ দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়া মিলনায়তনে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম।

চিরিরবন্দর, দিনাজপুর-পশ্চিম ১০ই জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল দশ ঘটিকা হ'তে যেলার চিরিরবন্দর থানাধীন জগন্নাথপুর খুলুপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও রামাযানের গুরুত্ব শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুর রাযযাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মাহফূযুর রহমান ও স্থানীয় মাওলানা মুহাম্মাদ মুহসিন আলী।

ভবানীপুর-পাতুলী, টাঙ্গাইল ১০ই জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরের ভবানীপুর-পাতুলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার আব্দুল ওয়াজেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন জামালপুর-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমান।

পূর্ব খাসবাগ, রংপুর ১০ই জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের পূর্ব খাসবাগ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার খায়রুল আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সাতক্ষীরা যেলার কলারোয়া এলাকা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি অধ্যাপক হাফেয মুহাম্মাদ মুহসিন।

বিরামপুর, দিনাজপুর-পূর্ব ১১ই জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার ঘোড়াঘাট থানাধীন রাণীগঞ্জ বাজার সংলগ্ন নূরপুর সালাফিইয়া মাদরাসা ময়দানে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন।

মহিষখোচা, লালমণিরহাট ১১ই জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার আদিতমারী থানাধীন মহিষখোচা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সাতক্ষীরা যেলার কলারোয়া এলাকা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি অধ্যাপক হাফেয মুহাম্মাদ মুহসিন।

কোমরগ্রাম, জয়পুরহাট ১১ই জুলাই শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার সদর থানাধীন কোমরগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জয়পুরহাট যেলার উদ্যোগে কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মাহফূযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী ও 'সোনামণি' পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস।

সরিষাবাড়ী, জামালপুর-দক্ষিণ ১১ই জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সরিষাবাড়ী থানাধীন সেঙ্গুয়া ফাযিল মাদরাসায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় ব্যক্তিত্ব জনাব আশেকুল্লাহ একরামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর-উত্তর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাসঊদুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন জামালপুর-দক্ষিণ যেলার সাধারণ সম্পাদক ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী প্রমুখ।

Contents

মাদারগঞ্জ, জামালপুর-উত্তর ১২ই জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার মাদারগঞ্জ থানাধীন বালিজুড়ী এস.এম.ফাযিল মাদরাসা মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জামালপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব মাসঊদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী।

কালদিয়া, বাগেরহাট ১৩ই জুলাই রবিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন কালদিয়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা সংলগ্ন জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সরদার আশরাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন।

ত্রিশাল, ময়মনসিংহ ১৩ই জুলাই রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার ত্রিশাল বাজারস্থ ইসলামিক সেন্টার সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ময়মনসিংহ যেলার উদ্যোগে কর্মী প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল কাদের-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন জামালপুর-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন মাদানী।

সাভার, ঢাকা ১৪ই জুলাই সোমবার : অদ্য বাদ আছর সাভার উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে স্থানীয় মামূন কমিউনিটি সেন্টারে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব প্রমুখ দায়িত্বশীলবৃন্দ।

সোহাগদল, পিরোজপুর, ১৪ই জুলাই সোমবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার স্বরূপকাঠি থানাধীন সোহাগদল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও রামাযানের গুরুত্ব শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন।

মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল ১৫ই জুলাই মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার মেহেন্দীগঞ্জ থানাধীন উলানিয়া বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও রামাযানের গুরুত্ব শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন।

চুয়াডাঙ্গা ১৬ই জুলাই বুধবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার দামুড়হুদা থানাধীন জয়রামপুর ডাক্তারপাড়া বাজারে নবনির্মিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণ ও রামাযানের গুরুত্ব শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তারীকুয্যামান।

মণিপুর, গাযীপুর ১৬ই জুলাই বুধবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন মণিপুর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও রামাযানের গুরুত্ব শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক প্রচার সম্পাদক মাওলানা শামসুর রহমান আযাদী।

মণিরামপুর, যশোর ১৬ই জুলাই বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মণিরামপুর থানাধীন চণ্ডিপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও রামাযানের গুরুত্ব শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আ.ন.ম বযলুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান ও মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হালীম।

হাটগাঙ্গোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী ১৬ জুলাই বুধবার : অদ্য বাদ আছর হাটগাঙ্গোপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আহমাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন অত্র এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আবুল কাসেম, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য মাওলানা সুলতান মাহমূদ, এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি যিল্লুর রহমান ও সারন্দী শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আবু সাঈদ প্রমুখ।

পাঁচদোনা, নরসিংদী ১৭ই জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর নরসিংদী যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যৌথ উদ্যোগে পাঁচদোনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কাযী আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসাইন, প্রচার সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ইকবাল কবীর, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুস সাত্তার, সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসাইন, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক হাফেয শরীফ, যেলা 'সোনামণি'-এর পরিচালক আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইসহাক প্রমুখ।

ডাকবাংলা, ঝিনাইদহ ১৭ই জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন ডাকবাংলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও রামাযানের গুরুত্ব শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার ইয়াকূব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যশোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও যশোর যেলার কেশবপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুত্তালিব বিন ঈমান।

জলঢাকা, নীলফামারী ১৭ই জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার জলঢাকা থানাধীন গোলমুণ্ডা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও রামাযানের গুরুত্ব শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার ওছমান গণীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল বারী, সাতক্ষীরা যেলার কলারোয়া এলাকা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি অধ্যাপক হাফেয মুহাম্মাদ মুহসিন এবং 'যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ।

পাঁজরভাঙ্গা, নওগাঁ ১৭ই জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার মান্দা থানাধীন পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণ ও রামাযানের গুরুত্ব শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী ও জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মাহফূযুর রহমান।

জুমারবাড়ী, গাইবান্ধা-পূর্ব ১৭ই জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সাঘাটা থানাধীন জুমারবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক দুর্রুল হুদা ও বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম।

গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা-পশ্চিম ১৮ই জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার গোবিন্দগঞ্জ টিএণ্ডটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও রামাযানের গুরুত্ব শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আওনুল মা'বূদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক দুর্রুল হুদা ও বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম।

সাবগ্রাম, বগুড়া ১৮ই জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা শহরের সাবগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ড. মুহাম্মাদ আলী ও জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাহফূযুর রহমান।

ফুলতলা, পঞ্চগড় ১৮ই জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার তেতুলিয়া থানাধীন বাংলাবান্ধা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল আহাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল বারী, সাতক্ষীরা যেলার কলারোয়া এলাকা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি অধ্যাপক হাফেয মুহাম্মাদ মুহসিন এবং 'যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ।

চাঁদমারী, পাবনা ১৮ই জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ শহরের চাঁদমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

নাটোর ১৯শে জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার লালপুর থানাধীন চৌষডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

বুড়িচং, কুমিল্লা ১৯শে জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার বুড়িচং উত্তর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত

Contents

ছিলেন খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম।

পাংশা, রাজবাড়ী ১৯শে জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার পাংশা থানাধীন সত্যজিৎপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মাকবূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রাজশাহী বাগমারা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক এস. এম. সুলতান মাহমূদ।

সদরপুর, ফরিদপুর ২০শে জুলাই রবিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদরপুর থানাধীন সাড়ে সাতরশি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ দেলোয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাগমারা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক এস. এম. সুলতান মাহমূদ।

আলমডাঙ্গা, কুষ্টিয়া-পূর্ব ২৩শে জুলাই বুধবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার আলমডাঙ্গা থানাধীন বাড়াদি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার হাশীমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার।

দৌলতদপুর, কুষ্টিয়া-পশ্চিম ২৪শে জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার দৌলতপুর থানাধীন দৌলতখালী বাজারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও রামাযানের গুরুত্ব শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ গোলাম যিল-কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমান ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার।

বিশ্বনাথপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২৪শে জুলাই বুহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার শিবগঞ্জ থানাধীন বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন।

আহলেহাদীছ যুবসংঘ

মহিমাগঞ্জ কামিল মাদরাসা, গাইবান্ধা ৫ জুলাই শনিবার : অদ্য বেলা সাড়ে ৩-টায় মহিমাগঞ্জ কামিল মাদরাসায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদরাসা শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহিমাগঞ্জ কামিল মাদরাসার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা আহমাদ আলী দেওয়ান, গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মাওলানা মশিউর রহমান, গাইবান্ধা টি.এণ্ড.টি আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম ও গোবিন্দগঞ্জ উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মাহবূবুর রহমান, 'সোনামণি' যেলা পরিচালক হাফেয ওবায়দুল্লাহ প্রমুখ।

থুপসারা, কালাই, জয়পুরহাট ২২ জুলাই, মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর কালাই থানাধীন থুপসারা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' থুপসারা শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাহফূযুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আবুল কালাম, সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক, অর্থ সম্পাদক ফিরোজ হোসেন, প্রচার সম্পাদক মোশতাক আহমাদ সরোয়ার, যেলা সোনামণি পরিচালক মোনায়েম হোসেন, কালাই ময়েন উদ্দীন উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক আবুল হোসেন প্রমুখ।

জামালগঞ্জ, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট ২৩ জুলাই বুধবার : অদ্য বাদ আছর আক্কেলপুর থানাধীন জামালগঞ্জের গভরপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গভরপুর শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। শাখা উপদেষ্টা জনাব আব্দুর রহীম মাস্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আলহেরা শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধান শফীকুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহম্মাদ আবুল কালাম, সহ-সভাপতি আব্দুন নূর, সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক, অর্থ সম্পাদক ফিরোজ হোসন, যেলা সোনামণি পরিচালক মোনায়েম হোসেন প্রমুখ।

প্রবাসী সংবাদ

দাম্মাম, সঊদী আরব ২৮শে জুলাই সোমবার : অদ্য ঈদুল ফিতরের দিন বাদ এশা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' দাম্মাম শাখার উদ্যোগে দাম্মাম শহরের নিকটবর্তী সমুদ্র উপকূলে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। দাম্মাম শাখা 'আন্দোলন'-এর

Contents

সভাপতি জনাব আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সঊদী আরব শাখা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক শায়খ আব্দুল হাই। সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুহাম্মাদ ফখরুল ইসলাম (কুমিল্লা), আফসারুদ্দীন (বি-বাড়িয়া), মাওলানা শহীদুল ইসলাম (বরিশাল), মোয়াযযম হোসাইন পলাশ (ফেনী), দাম্মাম শাখার সহ-সভাপতি যহীরুদ্দীন (কিশোরগঞ্জ), সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ যহীরুল ইসলাম ভূঁইয়া (নরসিংদী)। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন দাম্মাম শাখা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামুন। অতঃপর রাতের খাবার গ্রহণের মাধ্যমে সমাবেশ সমাপ্ত হয়।

সিঙ্গাপুর ২৮শে জুলাই সোমবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিঙ্গাপুর শাখার উদ্যোগে সিংঙ্গাপুর জাতীয় সুলতান জামে মসজিদে দিন ব্যাপী তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। সিংঙ্গাপুর শাখা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি আব্দুল হালীম (কুমিল্লা)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় দরসে কুরআন পেশ করেন শহীদুল ইসলাম (দিনাজপুর) ও দরসে হাদীছ পেশ করেন মুহাম্মাদ শামীম (নরসিংদী)। অতঃপর বিষয় ভিত্তিক আলোচনা পেশ করেন (১) শহীদুল ইসলাম (দিনাজপুর), (২) মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ (সাতক্ষীরা) (৩) মুহাম্মাদ রাকীবুল ইসলাম (মাগুরা) (৪) মুহাম্মাদ মাযহারুল ইসলাম (পটুয়াখালী) (৫) মোয়াযযম হোসেন (বগুড়া) প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন আব্দুল মুকীত (কুষ্টিয়া)।

জেদ্দা, সঊদী আরব ১৫ আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জেদ্দা শাখার উদ্যোগে জেদ্দার হাই আল-জামে'আহ এলাকায় এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন জেদ্দা শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সাঈদুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মীযানুর রহমানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সমাবেশে জনাব নিযামুদ্দীনকে সভাপতি, আবুল কালামকে সহ-সভাপতি এবং আব্দুল কাদের নাহিদকে সাধারণ সম্পাদক করে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' হাই আল-জামে'আহ এলাকা গঠন করা হয়।

আমীরে জামা'আতের বগুড়া সফর

'আন্দোলন'-এর বগুড়া যেলার প্রধান উপদেষ্টা আলহাজ্জ তোযাম্মেল হোসায়েন (৭৯) গত ১৩ই আগস্ট বুধবার দিবাগত রাত দেড়টায় সুস্থ অবস্থায় হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গাবতলী হাসনাপাড়া নিজ বাড়ীতে মৃত্যুবরণ করেছেন *(ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন)*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৪ পুত্র ও ৩ কন্যা রেখে যান। তিনি গাবতলী পাইলট হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন। মুহতারাম আমীরে জামা'আত ১৪ই আগস্ট বৃহস্পতিবার বাদ আছর গাবতলী হাইস্কুল ময়দানে তাঁর জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন। প্রচুর মানুষ বিরতিহীন বৃষ্টিপাতের মধ্যেও তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করেন।

আমীরে জামা'আতের দিনাজপুর সফর

'আন্দোলন'-এর দিনাজপুর-পশ্চিম যেলা সভাপতি জনাব ইদ্রীস আলী (৬৩) গত ২০শে আগস্ট বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩-টায় হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। *(ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন)*। রাত ১০-টার পর্যন্ত তিনি সংগঠনের কর্মীদের নিয়ে শহরের লালবাগস্থ পাটুয়াপাড়ায় নিজ বাসভবনে বৈঠক করেন। অতঃপর সুস্থ অবস্থায় ঘুমিয়ে যান। পরে রাত ১২-টার দিকে কিছুটা অসুস্থ বোধ করলে তাঁকে রাত ২-টায় হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে ইসিজি করা অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ পুত্র ও ২ কন্যা রেখে যান। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে দিনাজপুর এবং দেশব্যাপী সংগঠনের সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে আসে। যেলার কর্মীদের মুখে মুখে একই কথা- 'আমরা ইয়াতীম হয়ে গেলাম'। শত শত মানুষ তাঁর জানাযায় ছুটে আসে। তিনি ছিলেন সর্বজনপ্রিয় একজন সদাচারী মানুষ। ভোরে মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আমীরে জামা'আত সকাল ৮-টায় মারকায থেকে দিনাজপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান এবং বেলা ২-টায় তাঁর জানাযার ইমামতি করেন।

জানাযায় তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীকের সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, নওগাঁ যেলা সহ-সভাপতি আফযাল হোসায়েন, জয়পুরহাট যেলা সভাপতি মাহফূযুর রহমান, আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী প্রধান শফীকুল ইসলাম। এতদ্ব্যতীত পৃথক গাড়ী নিয়ে আসেন বগুড়া ও দিনাজপুর-পূর্ব যেলা নেতৃবৃন্দ এবং নীলফামারী, লালমণিরহাট, ঠাকুরগাঁ ও অন্যান্য যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কর্মীবৃন্দ।

অতঃপর আমীরে জামা'আত সেখান থেকে ফিরে এসে হরিহরা এহইয়াউস সুন্নাহ মাদরাসা পরিদর্শন করেন এবং কমিটি, শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত হন। তিনি মাদরাসার উন্নতির জন্য দো'আ করেন। অতঃপর তিনি রেল স্টেশন সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আছরের ছালাত আদায় করেন এবং বাদ আছর কমিটি ও মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি নব নির্মিতব্য মসজিদে নিজে দান করেন ও সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে সকলে সভাপতির নিকটে নগদ দান করেন। আসার পথে তিনি বিরামপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাগরিব পড়েন। অতঃপর জয়পুরহাটে রাতের খাবার খেয়ে রাত ১২-টায় রাজশাহী পৌঁছেন।

[আমরা মাইয়েতগণের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক]

সাবধান!

কৃত্রিমভাবে মোটাতাজা করা কুরবানীর পশু হ'তে বিরত থাকুন। এগুলিতে রোগ থাকে এবং ভক্ষণকারী রোগাক্রান্ত হয়।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪০১) : রব্বির হামহুমা... এই দো'আটি কি পিতা-মাতা জীবিত হৌন বা মৃত হৌন উভয় অবস্থাতেই করা যাবে?

-খায়রুল হক
জামতৈল, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : পিতা-মাতা জীবিত হৌন অথবা মৃত হৌন সর্বাবস্থায় উক্ত দো'আ করা যাবে। আল্লাহ তা'আলা এ দো'আটি জীবিত অথবা মৃত কোন অবস্থার জন্য খাছ করেননি।

প্রশ্ন (২/৪০২) : কুরআনের আরবী শব্দাবলী বুঝার জন্য বাংলা অক্ষরে উচ্চারণ করে লেখা যাবে কি?

-রাকীবুল ইসলাম, রাজশাহী।

উত্তর : যরূরী প্রয়োজন ব্যতীত কুরআনের আরবী শব্দাবলী বাংলায় উচ্চারণ করে না লেখাই উচিৎ। কেননা বাংলায় উচ্চারিত কুরআনের শব্দাবলী মাখরাজ সহকারে পড়া সম্ভব হয় না। এর ফলে অর্থও পরিবর্তন হয়ে যায়। অতএব যোগ্য শিক্ষকের মাধ্যমে বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিখার পর কুরআন পড়তে হবে।

প্রশ্ন (৩/৪০৩) : ওশর-যাকাত এগুলো টাকা দিয়ে আদায় করা শরী'আতসম্মত হবে কি? না নির্দিষ্ট প্রাণী, শস্য বা বস্তুর যাকাত সেই জিনিস দিয়েই আদায় করতে হবে?

-আবুল কালাম আযাদ
গাবতলী, নরসিংদী।

উত্তর : ফসলের যাকাত ফসল দিয়ে, পশুর যাকাত পশু দিয়ে, ব্যবসায়রত সম্পদের যাকাত মূল্য দিয়ে, স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাত মূল্য দিয়ে এবং ফিৎরার যাকাত খাদ্যবস্তু দিয়ে আদায় করবে। তবে দূরবর্তী কোন স্থানে যাকাত প্রেরণ করতে চাইলে ঐ বস্তুই প্রেরণ করা সবসময় সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে তার বিক্রয়মূল্য প্রেরণ করা জায়েয। কারণ আল্লাহপাক মানুষের উপর সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু চাপিয়ে দেননি *(বাক্বারাহ ২৮৬)*।

প্রশ্ন (৪/৪০৪) : যেসব মসজিদের পরিচালনা কমিটি এবং ইমাম-মুওয়াযযিনগণের আক্বীদা-আমল শিরক ও বিদ'আতযুক্ত, সেসব মসজিদে দান করা শরী'আতসম্মত হবে কি?

-জাহিদ বিন ইউসুফ
সরাইপাড়া, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

উত্তর : যেসব মসজিদে শিরক ও বিদ'আত লালন করা হয়, সেসব মসজিদে দান করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। কেননা এতে অন্যায়ের সহযোগিতা করা হয়। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও অন্যায় কাজে সহযোগিতা কর না' *(মায়েদাহ ২)*।

প্রশ্ন (৫/৪০৫) : ছালাতরত অবস্থায় মোবাইলে রিং বেজে উঠলে তা সাথে সাথে বন্ধ করা যাবে কি?

-ফরীদ আহমাদ
মোহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তর : মোবাইল বন্ধ করেই ছালাতে আসবে। ভুলবশতঃ মোবাইল বন্ধ না করে ছালাত শুরু করলে এবং ছালাতরত অবস্থায় মোবাইল বেজে উঠলে তা বন্ধ করা যাবে। কেননা ছালাতে বিঘ্ন ঘটায় এমন কাজ ছালাত অবস্থায় প্রতিহত করা যায়। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দরজা বন্ধ করে নফল ছালাত আদায় করছিলেন। এমতাবস্থায় আমি এসে দরজায় শব্দ করলে তিনি আমাকে দরজা খুলে দিয়ে পুনরায় ছালাতে ফিরে গেলেন। দরজা ছিল ক্বিবলার দিকে *(আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১০০৫)*।

প্রশ্ন (৬/৪০৬) : একই মসজিদে একই ছালাতের একাধিক জামা'আত করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ
সোনাপুর, মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তর : নির্ধারিত সময়ে জামা'আতের পরে ঐ মসজিদে একাধিক জামা'আত করা যাবে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি (মসজিদে) আগমন করল এমতাবস্থায় যে, রাসূল (ছাঃ) ছালাত শেষ করেছেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'কেউ এই লোকটিকে ছাদাক্বা করবে কি?' অর্থাৎ তার সাথে ছালাত আদায় করবে কি?' তখন এক ব্যক্তি দাঁড়াল এবং ঐ লোকটির সাথে ছালাত আদায় করল' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১৪৬ 'মুক্তাদীর উপর দায়িত্ব ও মাসবূক-এর হুকুম' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এক মসজিদে একাধিক জামা'আত হ'তে পারে এবং জামা'আতে ছালাত আদায়কারী ব্যক্তিও অন্যের সাথে পুনরায় জামা'আত করতে পারেন *(আলবানী, তাহকীক মিশকাত ১/৩৬০ পৃঃ উক্ত হাদীছের টীকা নং ৩)*। যেটি তার জন্য নফল হবে। তবে মুসাফিরের জন্য মসজিদে জামা'আতের আগে বা পরে জামা'আত করে ছালাত আদায় করা জায়েয।

প্রশ্ন (৭/৪০৭) : জামা'আতে তারাবীহর ছালাত আদায় করা অবস্থায় ২/১ রাক'আত ছুটে গেলে তা পূর্ণ করতে হবে কি?

-মুমিনুর রহমান
মাকলাহাট, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : তারাবীহ ছালাতের কোন রাক'আত ছুটে গেলে ইমামের সালাম ফিরানোর পরে তা পূর্ণ করবে। জামা'আতবদ্ধ ছালাতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

'যখন তোমরা ছালাত আদায় করতে আস, তখন ধীরস্থিরভাবে এসো। অতঃপর যে অংশটুকু পাও তা পড়। আর যে অংশ ছুটে যায় তা পূর্ণ কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮৬)*।

প্রশ্ন (৮/৪০৮) : নিষিদ্ধ সময়ে তাহিইয়াতুল ওযূ বা তাহিইয়াতুল মাসজিদের ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-ফযলুল করীম, শাকতলা, কুমিল্লা।

উত্তর : নিষিদ্ধ সময়ে মসজিদে প্রবেশ করলেও উক্ত নফল ছালাত আদায় করা যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন বসার পূর্বেই দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৪)*। অত্র হাদীছ দ্বারা নিষিদ্ধ সময়কেও শামিল করা হয়েছে। এজন্য একদিন জুম'আর খুৎবা চলা অবস্থায় এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে বসে পড়লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে বলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুলূগুল মারাম হা/৪৪৫; মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১১)*।

প্রশ্ন (৯/৪০৯) : কাঁধ খোলা থাকে এরূপ পোষাক পরে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-মাহমূদুল হাসান, যহূরুল নগর, বগুড়া।

উত্তর : কাঁধ খোলা থাকে এমন পোষাক পরিধান করে ছালাত আদায় করা যাবে না। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন এক কাপড়ে এমনভাবে ছালাত আদায় না করে যাতে তার দুই কাঁধে ঐ কাপড়ের কোন অংশ থাকে না' *(বুখারী হা/৩৫৯; মুসলিম হা/৫১৬; মিশকাত হা/৭৫৫)*। ওমর ইবনু আবী সালামাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে উম্মে সালামাহ্র ঘরে দুই কাঁধ ঢেকে এক কাপড়ে ছালাত আদায় করতে দেখেছি' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৫৪)*। অতএব কেবল স্যাণ্ডো গেঞ্জি ইত্যাদি পরে ছালাত আদায় করা যাবে না।

প্রশ্ন (১০/৪১০) : সঊদী আরবে এক ধরনের অফিস রয়েছে, যেখানে ২০ হাযার টাকা মূল্যের মোবাইলের স্ক্র্যাচ কার্ড ৬ মাসের কিস্তিতে ৩০ হাযার টাকা পরিশোধ করার শর্তে বিক্রি করা হয়। অতঃপর ক্রেতা তা অন্যের নিকটে বিক্রি করে স্ক্র্যাচ কার্ডের টাকা ব্যবহার করে। শরী'আতে এরূপ ব্যবসার বিধান কি?

-সোহরাব হোসাইন, রিয়াদ, সঊদী আরব।

উত্তর : উক্ত ব্যবসা হালাল নয়। কারণ উক্ত ব্যবসা রিবা আন-নাসিআহ বা বাকীতে ঋণের সূদ-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। কেননা প্রতিষ্ঠানটি স্ক্র্যাচ কার্ড কিস্তিতে বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলতঃ বাকীতে ঋণ প্রদানের উপর অতিরিক্ত অর্থ নিচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি কেবল অর্থলগ্নিকারী, পণ্যের বিক্রেতা নয়। ঋণগ্রহীতার সাথে ঋণদাতার সম্পর্ক এখানে ঋণের, পণ্যের নয়। আর স্ক্র্যাচ কার্ড কোন ভোগ্যপণ্য নয়। বরং অর্থ লগ্নির একটা প্রতীকী বস্তু মাত্র। এতে অর্থের বিনিময়ে অধিক অর্থ উপার্জন করা হয়। যা স্পষ্ট সূদ। অতএব এরূপ ব্যবসা করা এবং এরূপ প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ লেনদেন করা উভয়টিই হারাম।

প্রশ্ন (১১/৪১১) : হজ্জ বা ওমরাহ পালনের ক্ষেত্রে মাথা ন্যাড়া করা বা ছাটার ক্ষেত্রে শরী'আতের বিধান কি?

-হাবীবুর রহমান, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : হজ্জ ও ওমরাহ পালনের ক্ষেত্রে মাথা মুণ্ডন করা অথবা সমস্ত চুল খাটো করা ওয়াজিব *(বুখারী হা/১৭২৯; মুসলিম হা/১৩০১; মিশকাত হা/২৬৩৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জের দিন হালাল হওয়ার সময় মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য দু'বার, অন্য বর্ণনায় তিনবার এবং চুল খাটোকারীদের জন্য একবার দো'আ করেছিলেন *(বুখারী হা/১৭২৭, মুসলিম হা/১৩০৩, মিশকাত হা/২৬৪৮-৪৯)*। বিদায় হজ্জের সময় জনৈক ব্যক্তি এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি মাথা মুণ্ডনের আগেই ত্বাওয়াফে এফাযাহ করেছি। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি মাথা মুণ্ডাও অথবা চুল খাটো কর, কোন দোষ নেই' *(তিরমিযী হা/৮৮৫, মিশকাত হা/৮৮৫)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, বিদায় হজ্জের সময় রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর কিছু সাথী মাথা মুণ্ডন করেছিলেন এবং কিছু সাথী চুল খাটো করেছিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৬৪৬)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, মু'আবিয়া (রাঃ) আমাকে বলেছেন যে, আমি মারওয়াতে কাঁচি দ্বারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চুল ছেটেছি' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৬৪৭)*। এ ঘটনা ছিল ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পরে হোনায়েন যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে ওমরাহ কালে *(ফাৎহুলবারী হা/১৭৩০-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর রাসূল-এর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছেন। তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে আল্লাহ্র ইচ্ছায় নিরাপদে। তোমাদের কেউ মস্তক মুণ্ডনকারী হিসাবে ও কেউ চুল খাটোকারী হিসাবে...' *(ফাৎহ ২৭)*। অতএব যে কোন একটি করা ওয়াজিব।

প্রশ্ন (১২/৪১২) : কুরআন-হাদীছ ও ইসলামিক বইপত্র যেসব মোবাইলে থাকে সেগুলি পকেটে নিয়ে টয়লেটে যাওয়া যাবে কি?

-আবু তাহের, শ্রীপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : এতে কোন বাধা নেই। কেননা মোবাইলের মধ্যে তা নির্দিষ্ট মেমোরিতে সংরক্ষিত থাকে। এটা মানুষের মস্তিষ্কের ন্যায়। মানুষের মস্তিষ্ক যেমন কুরআন ধারণ করে থাকে। মোবাইলের মেমোরী তেমনি কুরআন ধারণ করে থাকে। তবে টয়লেটে কুরআন পাঠ করা হ'তে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (১৩/৪১৩) : অমুসলিমের অর্থ দিয়ে হজ্জ পালন করা যাবে কি?

-ছফীউল্লাহ খান, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর: অমুসলিমের প্রদত্ত হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক মুশরিক ইহূদী মহিলার প্রদত্ত হাদিয়া ভক্ষণ করেছিলেন *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৫৯৩১ 'রাসূলুল্লাহ্র চরিত্র ও গুণাবলী' অধ্যায়, 'মু'জেযা' অনুচ্ছেদ)*। তিনি একজন মুশরিক ব্যক্তির নিকট একটি ছাগল হাদিয়া চেয়েছিলেন *(বুখারী ১/৩৫৬ পৃঃ)*। অমুসলিমের হাদিয়া গ্রহণ করা যেহেতু বৈধ, সেহেতু উক্ত হাদিয়া দিয়ে হজ্জসহ যে কোন বৈধ কাজ করায় কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (১৪/৪১৪) : ভ্রূ-এর কিছু কিছু চুল বেশী বড় হয়ে গেলে তা কেটে ফেলায় কোন বাধা আছে কি?

-আবু জাফর, শাজাহানপুর, বগুড়া।

উত্তর : অসুখ ব্যতীত কেবল সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য ভ্রূ উপড়িয়ে ফেলা বা কেটে ফেলা যাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার উপর লা'নত করেছেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৪৬৮)*। তবে ভ্রূ লম্বা হওয়ায় দেখতে সমস্যা হ'লে বর্ধিত অংশটুকু কেটে ফেলা জায়েয। হাদীছে যে লা'নত করা হয়েছে তা মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু ভ্রূ বেশী হ'লে ও চোখ পর্যন্ত নেমে আসলে এবং তা দৃষ্টির উপর প্রভাব ফেললে যে পরিমাণ সমস্যা সৃষ্টি করে ঐ পরিমাণ কেটে ফেলাতে কোন অসুবিধা নেই *(ফাতাওয়া উছায়মীন ১১তম খণ্ড, পৃঃ ১৩৩, প্রশ্ন নং ৬২)*।

প্রশ্ন (১৫/৪১৫) : জনৈক আলেম বলেন, বিবাহ না করলে মানুষ অর্ধেক দ্বীন থেকে খালি থাকে। একথার সত্যতা ও ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-হারূণুর রশীদ, গাইবান্ধা।

উত্তর : উল্লিখিত বক্তব্য সঠিক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন কোন ব্যক্তি বিবাহ করল, তখন সে দ্বীনের অর্ধেক পূর্ণ করল, বাকী অর্ধাংশে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে' *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৩০৯৬; ছহীহুল জামে' হা/৪৩০, ৬১৪৮, সনদ হাসান)*। মানুষ দ্বীনের ক্ষেত্রে ফিৎনায় পতিত হয় মূলতঃ লজ্জাস্থান ও পেটের কারণে। বিবাহের মাধ্যমে তার একটা নিয়ন্ত্রিত হয়। কেননা এর দ্বারা শয়তান থেকে নিরাপদে থাকা যায়, কামনা-বাসনা ও প্রবৃত্তিকে দমন করা যায়, দৃষ্টি অবনমিত হয় এবং লজ্জাস্থান হেফাযত করা যায় *(মিরক্বাত হা/৩০৯৬-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (১৬/৪১৬) : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাধ্যগতভাবে পিটি করতে হয়। যেখানে ইসলাম বিরোধী বাক্যসম্বলিত জাতীয় সঙ্গীত গাইতে হয়। এক্ষণে আমাদের করণীয় কি?

-আব্দুল্লাহ যুবায়ের
আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া।

উত্তর : বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত শিরক মিশ্রিত। যা মুখে বলা ও হৃদয়ে বিশ্বাস করা অমার্জনীয় গোনাহের কাজ। নিষ্পাপ বাচ্চাদের হৃদয়ে যারা এই বিশ্বাস প্রোথিত করে দিচ্ছেন, তারা আরও বেশি গোনাহগার হচ্ছেন। এমতাবস্থায় সম্মিলিতভাবে তা পাঠ করানো হ'লে সেক্ষেত্রে চুপ থাকতে হবে। আর বাধ্য করা হ'লে প্রয়োজনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির প্রতি কোন আনুগত্য নেই' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৬৪ ও ৩৬৯৬ 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১৭/৪১৭) : পবিত্র কুরআনে স্বামী ও স্ত্রীকে পরস্পরের পোষাক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা কি?

-আবু তাহের, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

উত্তর : অত্র আয়াতে স্বামী-স্ত্রীকে একে অপরের জন্য পোষাক দ্বারা একে অপরের ইয্যতের হেফাযতকারী, পরস্পরের আশ্রয়স্থল এবং পরস্পরের হৃদয়ের প্রশান্তি বুঝানো হয়েছে। যেমন পোষাক পরিধানে দেহে স্বস্তি ও প্রশান্তি আসে। 'পোষাক' শব্দ ব্যবহারে এ বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হবে অতীব নিবিড় ও দৃঢ় বন্ধনযুক্ত, যা ছিন্ন করার নয়। যেমন পোষাক মানুষের অতীব প্রিয় যা থেকে সে কখনোই বিচ্ছিন্ন হ'তে চায় না। অতএব স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গ করে এবং পরস্পরকে ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করে, তাহ'লে উভয়ে আল্লাহ্র কঠিন লা'নতের শিকার হবে। কারণ উভয়ের মাধ্যমেই আল্লাহ মানুষের বংশ রক্ষা করে থাকেন। ফলে উভয়ের বিচ্ছিন্নতা কিংবা বিরূপ সম্পর্ক সন্তানদের মধ্যে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। যা সার্বিকভাবে মানব সমাজে অশান্তির কারণ ঘটায়। যা আল্লাহ কখনোই কামনা করেন না। এছাড়া পোষাক যেমন মানুষকে নানাবিধ ক্ষতি থেকে বাঁচায়, স্বামী-স্ত্রীর এই পবিত্র বন্ধনও তেমনি উভয়কে বহুবিধ গুনাহ থেকে রক্ষা করে।

প্রশ্ন (১৮/৪১৮) : ঝড়-তুফানের সময় আযান দেওয়া যাবে কি?

-সাইফুল ইসলাম
দীঘিপাড়া, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : ঝড়-তুফান বা কোন বালা-মুছীবতের সময় আযান দেওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঝড়-তুফানের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মুখের আকৃতি পরিবর্তন হয়ে যেত এবং তিনি বিভিন্ন দো'আ পড়তেন। যেমন, اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ– অর্থ : 'হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট এ ঝড়ের কল্যাণ কামনা করছি। যে কল্যাণ রয়েছে এর মধ্যে এবং যে কল্যাণ পাঠানো হয়েছে এর সাথে। আর তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এ ঝড়ের অকল্যাণ হ'তে। যে অকল্যাণ এর মধ্যে রয়েছে এবং যে অকল্যাণ দ্বারা একে পাঠানো হয়েছে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৫১৩)*।

উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, বায়ুপ্রবাহকে গালি দিয়োনা, বরং তোমরা অপসন্দনীয় কিছু দেখলে বল- اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيْحِ وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيْحِ وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ– *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৫১৮)*।

প্রশ্ন (১৯/৪১৯) : পিতৃ-পরিচয়হীন ও অভিভাবকহীন কোন মেয়েকে বিবাহ করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ, ডেমরা, ঢাকা।

উত্তর : এ ব্যাপারে শরী'আতে কোন বাধা নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যার দ্বীনদারী এবং উত্তম আচরণে তোমরা সন্তুষ্ট, তার সাথে বিবাহ দাও' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩০৯০)*। কারণ সে এজন্য দোষী নয়; বরং দোষী তার পিতা-মাতা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈকা গামেদী মহিলার অবৈধ সন্তানের ভরণ-পোষণের সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫৬২ 'হুদূদ' অধ্যায়)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'পিতা-মাতার গোনাহের কারণে জারজ সন্তান গোনাহগার হবে না'। যেমন আল্লাহ বলেন, 'কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না' *(হাকেম, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১৮৬, আন'আম*

১৬৪)। এমন মহিলার অলী হবেন দেশের নেতা বা সমাজের নেতা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যার কোন অভিভাবক নেই, শাসক তার অভিভাবক হবেন' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১৩১)*।

প্রশ্ন (২০/৪২০) : পিতা-মাতার অবাধ্যতায় দ্বীনি শিক্ষা অর্জনের জন্য মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়া যাবে কি?

-রাশীদা, নাটোর।

উত্তর : প্রত্যেক মুসলিমের উপর দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা ফরয *(ইবনু মাজাহ হা/২২৪; মিশকাত হা/২১৮; ছহীহুল জামে' হা/৩৯১৩)*। অতএব পিতা-মাতার অবশ্য কর্তব্য হ'ল, সন্তানের দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা করা। পিতা-মাতা ব্যবস্থা না করলে সন্তান নিজ ইচ্ছায় তা অর্জন করতে পারে। তবে পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ে নয়; বরং তাদেরকে বুঝিয়ে সম্মতি গ্রহণ করা যরূরী।

প্রশ্ন (২১/৪২১) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, হযরত নূহ (আঃ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা ব্যতীত সারা বছর ছিয়াম পালন করতেন। এক্ষণে এভাবে ছিয়াম পালন করা যাবে কি?

-এরশাদুল বারী, বহদ্দারহাট, চট্টগ্রাম।

উত্তর : হযরত নূহ (আঃ) সম্পর্কে বর্ণিত এ হাদীছটি দুর্বল *(ইবনু মাজাহ হা/১৭২৪)*। হাদীছটির বর্ণনাসূত্রে প্রসিদ্ধ দুর্বল রাবী ইবনু লেহিয়াহ রয়েছেন *(বিস্তারিতঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৫৯)*। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, এ হাদীছটি যদি ছহীহও হয়, তবুও তা পূর্ববর্তী শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তার উপর আমল করা আমাদের জন্য জায়েয নয়। বরং রাসূল (ছাঃ) থেকে এরূপ নিরবচ্ছিন্ন ছিয়ামের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। যেমন একদা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে সারা বছর ছিয়াম পালনকারী জনৈক ব্যক্তির সম্পর্কে বলা হ'লে তিনি বললেন, আমি কামনা করি সে যেন কখনোই খেতে না পায়। তখন ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা কি তাহ'লে বছরের তিনভাগের একভাগ ছিয়াম রাখব? তিনি বললেন, এটা অধিক হয়ে যায়। তারা বললেন, তবে বছরের অর্ধেক? তিনি বললেন, এটাও বেশী। অতঃপর বললেন, আমি কি তোমাদেরকে অন্তরের রোগ দূরীভূতকারী আমল সম্পর্কে সংবাদ দিব না? আর তা হ'ল মাসে তিনদিন ছিয়াম পালন করা *(নাসাঈ হা/২৩৮৫)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, মাসে তিনদিন ছিয়াম পালন কর। নিশ্চয়ই যে কোন সৎকর্মের ১০ গুণ পরিমাণ নেকী রয়েছে। ফলে এটাই তোমার জন্য সারা বছর ছিয়াম রাখার ন্যায় হয়ে যাবে *(বুখারী হা/১৯৭৬)*।

প্রশ্ন (২২/৪২২) : ছালাতে লোকমা দেওয়ার পরও ইমাম পুরোপুরি দাঁড়িয়ে গেছেন। কিন্তু মুক্তাদী বসে থাকায় ইমাম দাঁড়ানো থেকে পুনরায় বসে ছালাত শেষ করেছেন। এভাবে দাঁড়িয়ে গেলে পুনরায় বসা শরী'আতসম্মত হবে কি?

-আতাউর রহমান, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

উত্তর: ইমাম সম্পূর্ণ দাঁড়িয়ে গেলে বসবেন না। বরং মুক্তাদীগণ ইমামের অনুসরণে দাঁড়িয়ে যাবে। কেননা ইমাম নিযুক্ত করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্য *(বুখারী হা/৩৭৮; মিশকাত হা/৮৫৭)*। ভুলের জন্য ইমাম সালাম ফিরানোর পূর্বে সহো সিজদা করবেন। আর সম্পূর্ণ না দাঁড়ালে বসে যাবেন। এক্ষেত্রে সহো সিজদা লাগবে না। মুগীরাহ বিন শো'বাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি ইমাম দ্বিতীয় রাক'আতে (ভুলবশত বৈঠক না করে) দাঁড়িয়ে যায় এবং সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পূর্বেই স্মরণে আসে, তাহ'লে সে বসে যাবে। আর যদি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায় তাহ'লে বসবে না। বরং শেষে দু'টি সহো সিজদা দিবে' *(আবুদাঊদ হা/১০৩৬; মিশকাত হা/১০২০; ছহীহাহ হা/৩২১)*। অবশ্য সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরে বসে পড়লে ছালাত বাতিল হবে না। কেননা সেটি ভুলবশতঃ হয়েছে।

প্রশ্ন (২৩/৪২৩) : পুরুষ-মহিলা পরস্পরে সালাম বিনিময় করা যরূরী কি?

-তারেক হাসান
পাণানগর, দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তর : পুরুষ-মহিলা পরস্পরকে সালাম দেওয়া যরূরী নয়। তবে ফিৎনার আশংকা না থাকলে সালাম দেওয়া যাবে। আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) আমাদের পাশ দিয়ে যেতেন এবং আমাদেরকে সালাম দিতেন' *(আহমাদ, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩০০১; মিশকাত হা/৪৬৪৭ হাদীছ ছহীহ 'সালাম' অনুচ্ছেদ)*। ফিৎনার আশংকা থাকলে সালাম দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বল না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয়' *(আহযাব ৩৩/৩২)*।

প্রশ্ন (২৪/৪২৪) : জমি বর্গা চাষ বা ইজারা দেওয়ার শরী'আতসম্মত পন্থা কি কি?

-সুলতান আহমাদ, মুরাদপুর, চট্টগ্রাম।

উত্তর : জমি ইজারা বা ভাড়া দেওয়ার শরী'আত সম্মত পন্থা হ'ল, (১) পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে জমি লিজ বা ভাড়া দেওয়া। রাফে' বিন খাদীজ (রাঃ) বলেন, আমার দুই চাচা নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে জমি বর্গা দিতেন এভাবে যে, নালার পাশে যে শস্য হবে তা তাদের অথবা জমির মালিক (শস্য নেয়ার জন্য) কিছু জমি পৃথক করে দিতেন। নবী করীম (ছাঃ) এরূপ করতে নিষেধ করলেন। হানযালা (রহঃ) বলেন, আমি রাফে' বিন খাদীজ (রাঃ)-কে বললাম, স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে জমির ভাড়া দেয়া যাবে কি? তিনি বললেন, এতে কোন বাধা নেই *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯৭৪)*। (২) জমি বর্গা দেওয়া অর্থাৎ জমিতে উৎপাদিত শস্য পারস্পরিক ভাগাভাগির চুক্তিতে বর্গা দেওয়া শরী'আত সম্মত। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) খায়বারের জমিতে উৎপাদিত ফল-ফসল অর্ধেক প্রদানের শর্তে বর্গা দিয়েছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯৭২)*। অতএব ফসলে বর্গা হবে, জমিতে নয়। অর্থাৎ জমি ভাগাভাগি করলে তা জায়েয হবে না। উল্লেখ্য যে, কট-কবলা বা বন্ধকী প্রথা, যা বর্তমানে ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে তা শরী'আত সম্মত নয়। কেননা তাতে বন্ধকী বস্তু থেকে উপকার গ্রহণ করা হয়, যা সূদ।

প্রশ্ন (২৫/৪২৫) : চাকুরী পাওয়ার শর্তে কোন মেয়েকে বিবাহ করা যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : উপরোক্ত শর্তানুযায়ী বিবাহ করা শরী'আত সম্মত নয়। কারণ এটি যৌতুক হিসাবে গণ্য হবে। অথচ আল্লাহ বলেন,

Contents

'তোমরা স্ত্রীদেরকে ফরয মোহরানা প্রদান কর' *(নিসা ৪/৪, ২৪-২৫)*। এর সরাসরি বিপরীত হ'ল স্ত্রীর নিকট হ'তে যৌতুক নেওয়া। যা আল্লাহ্র হুকুমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল।

প্রশ্ন (২৬/৪২৬) : কুরবানীর দিন ছিয়াম রাখার ব্যাপারে শরী'আতের কোন বিধান আছে কি?

-রাকীব হাসান, হারাগাছ, রংপুর।

উত্তর : কুরবানীদাতার জন্য ঈদের দিন কুরবানীর গোশত খাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত না খেয়ে থাকা সুন্নাত। এটাকে ছিয়াম বলা হবে না। বুরায়দা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎর-এর দিন না খেয়ে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হ'তেন না। আর ঈদুল আযহার দিন ছালাত শেষ না করে খেতেন না' *(তিরমিযী হা/৫৪২, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪০, সনদ ছহীহ)*। মুসনাদে আহমাদ-এর বর্ণনায় এসেছে যে, 'তিনি স্বীয় কুরবানীর গোশত হ'তে খেতেন' *(আহমাদ হা/২৩০৩৪, সনদ হাসান; নায়লুল আওত্বার ৪/২৪১)*। অতএব কুরবানীর গোশত দ্বারা ইফতার করা সুন্নাত। এছাড়া বায়হাক্বীর এক বর্ণনায় এসেছে, 'প্রথমে তিনি কলিজা হ'তে খেতেন' *(বায়হাক্বী হা/৫৯৫৬; মির'আতুল মাফাতীহ ৪/৪৫ পৃঃ, 'ঈদায়নের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। তবে এ বর্ধিতাংশটির বর্ণনাসূত্রে একজন দুর্বল রাবী থাকায় বর্ণনাটি যঈফ *(সুবুলুস সালাম, তা'লীক : আলবানী ২/২০০)*।

প্রশ্ন (২৭/৪২৭) : দাজ্জালের আকৃতি ও চেহারা কেমন? বিস্তারিত জানতে চাই।

-সুমন, নওগাঁ।

উত্তর : দাজ্জাল শেষ যামানার কোন আদম সন্তানের ঔরসজাত হবে। সে খোরাসান থেকে বের হবে *(তিরমিযী হা/২২৩৭; ইবনু মাজাহ হা/৪০৭২)*। 'দাজ্জাল মানুষের মত কথা বলবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৪৭৯)*। দাজ্জালের আকৃতি মানুষের মতই হবে। তবে তা হবে বৃহদাকৃতির *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৮২)*। দাজ্জালের ডান চক্ষু কানা হবে এবং ফোলা আঙ্গুরের মত হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭০)*। দাজ্জালের দুই চোখের মাঝে লেখা থাকবে ك ف ر (কাফের) *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৪৭১)*। দাজ্জালের বাম চোখ হবে কানা, মাথার চুল ঝাকড়া হবে (অর্থাৎ দাজ্জালের দু'টি চোখই হবে কানা এবং দোষযুক্ত)। তবে তার সঙ্গে তার জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে। তার জান্নাত হবে জাহান্নাম এবং জাহান্নাম হবে জান্নাত *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৪)*। তার আকার হবে আবুল উযযা ইবনু কাতান নামক জনৈক ইহূদীর মত *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫)*। সে ৪০ দিনে সারা দুনিয়া প্রদক্ষিণ করবে। প্রথম দিন হবে এক বছরের সমান, দ্বিতীয় দিন এক মাস ও তৃতীয় দিন হবে এক সপ্তাহের সমান। বাকী দিনগুলো হবে সাধারণ দিনের ন্যায় *(তিরমিযী হা/৫৪৭৫; আবুদাঊদ হা/৪৩২১; ইবনু মাজাহ হা/৪০৭৫)*। তার নির্দেশে আসমান বৃষ্টি বর্ষাবে আর যমীন ফসল ফলাবে *(তিরমিযী হা/২২৪০; মিশকাত হা/৫৪৭৫)*। সে হবে কাফের। তার কোন সন্তান থাকবে না। সে মক্কা ও মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না *(তিরমিযী হা/২২৪৬; ছহীহ জামে'উছ ছাগীর হা/৩৪০৩)*। দাজ্জালকে ঈসা (আঃ) বায়তুল মুক্বাদ্দাসের নিকটবর্তী 'লুদ্দ' নামক শহরের প্রধান ফটকে হত্যা করবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫)*।

প্রশ্ন (২৮/৪২৮) : ঈদায়নের খুৎবা একটি না দু'টি? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আহসানুল কবীর, উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর : ঈদায়নের খুৎবা ১টি। দুই খুৎবার পক্ষে কোন ছহীহ হাদীছ নেই, বরং যা আছে তা যঈফ ও মুনকার *(ইবনু মাজাহ হা/১২৮৯, মাজমূ' যাওয়ায়েদ হা/৩২৩৯, বিস্তারিতঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৭৮৯)*। এ সম্পর্কে ছহীহ বর্ণনা হ'ল, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদগাহে বের হ'লেন এবং সর্বপ্রথম ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর খুৎবা দিলেন। তারপর তিনি মহিলাদের কাছে আসলেন, তাদেরকে ওয়ায-নছীহত করলেন এবং দান-খয়রাত করার নির্দেশ দিলেন... *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪২৯, 'ঈদায়নের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। জাবির (রাঃ) বলেন, আমি ঈদের দিনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছালাতে উপস্থিত ছিলাম। আমি দেখলাম যে, তিনি আযান ও ইক্বামত ছাড়াই খুৎবার পূর্বে ছালাত আরম্ভ করলেন। যখন তিনি ছালাত শেষ করলেন তখন বেলালের গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। অতঃপর আল্লাহ্র প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করলেন এবং লোকদের উপদেশ দিলেন, পরকালের কথা স্মরণ করালেন এবং আল্লাহ্র আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন। অতঃপর মহিলাদের দিকে অগ্রসর হ'লেন। এমতাবস্থায় তাঁর সাথে বেলাল ছিলেন। তাদেরকে আল্লাহভীতির উপদেশ দিলেন এবং আখেরাতের কথা স্মরণ করালেন *(নাসাঈ, মিশকাত হা/১৪৪৬ 'ঈদায়নের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। উক্ত হাদীছ দু'টি থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের খুৎবার মাঝে বসতেন না।

ইমাম বায়হাক্বী ও ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, প্রচলিত দুই খুৎবার নিয়মটি মূলতঃ জুম'আর দুই খুৎবার উপরে ক্বিয়াস করেই চালু হয়েছে। খুৎবা শেষে বসে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করার রেওয়াজটিও হাদীছ সম্মত নয়। বরং এটাই প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদায়নের ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র একটি খুৎবা দিয়েছেন। যার মধ্যে আদেশ-নিষেধ, উপদেশ, দো'আ সবই ছিল *(বায়হাক্বী ৩/২৯৯ পৃঃ মির'আত ২/৩৩০-৩৩১; ৫/৩১)*।

উল্লেখ্য, যারা ঈদায়নের দু'টি খুৎবা সমর্থন করেন, তারা মূলত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেন। যেমন সিমাক (রাঃ) বলেন, আমি জাবির (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন? তিনি বলেন, তিনি দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। তারপর অল্প বসতেন, অতঃপর পুনরায় দাঁড়াতেন *(নাসাঈ হা/১৫৮৩-৮৪, ১৪১৮)*। অত্র হাদীছে দু'খুৎবার মাঝে বসা প্রমাণিত হয়। কিন্তু সেটি জুম'আর খুৎবা না ঈদের খুৎবা তা প্রমাণিত হয় না। উপরন্তু জাবির (রাঃ) বর্ণিত অন্য হাদীছে সরাসরি জুম'আর কথা উল্লিখিত হয়েছে *(নাসাঈ হা/১৪১৭; আবুদাঊদ হা/১০০৩)*। সুতরাং এটি জুম'আর খুৎবার সাথে সংশ্লিষ্ট।

আলবানী (রহঃ) বলেন, দু'খুৎবার মাঝে বসার বিষয়টি জুম'আর সাথে সংশ্লিষ্ট, ঈদের খুৎবায় নয়। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, দু'খুৎবার মাঝে বসার বিষয়টি জুম'আর সাথে সংশ্লিষ্ট। উল্লেখ্য যে, ঈদের দু'খুৎবার মাঝে বসার প্রমাণে যত হাদীছ আছে সবই যঈফ *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৮২ পৃঃ)*। অতএব ঈদায়নের জন্য একটি খুৎবাই সুন্নাত।

প্রশ্ন (২৯/৪২৯) : ওযূ ভেঙ্গে গেছে বলে ধারণা হ'লেও অলসতাবশতঃ একই ওযূতে একাধিক ছালাত আদায় করা শরী'আতসম্মত হবে কি?

-তারেক সাইফুল্লাহ, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : সন্দেহ হ'লে পুনরায় ওযূ করতে হবে। তাছাড়া ওযূ ভেঙ্গে যাওয়ার উপর দৃঢ় বিশ্বাসী হ'লে অলসতাবশতঃ ঐ ওযূতে ছালাত আদায় করা শরী'আত সম্মত নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'পবিত্রতা ব্যতীত ছালাত কবুল হয় না' *(মুসলিম হা/২২৪, 'ছালাতের জন্য পবিত্রতা ওয়াজিব' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৩০১)*। তিনি অন্যত্র বলেন, 'যে ব্যক্তির ওযূ ভঙ্গ হয়েছে তার ছালাত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে ওযূ না করে' *(বুখারী হা/১৩৫; মুসলিম হা/২২৫; মিশকাত হা/৩০০)*।

প্রশ্ন (৩০/৪৩০) : অভিভাবকের অনুমতি না নিয়ে প্রচলিত কোর্ট ম্যারেজ কি শরী'আতসম্মত? যদি শরী'আতসম্মত না হয় তবে পরবর্তীতে করণীয় কি?

-আব্দুল্লাহ রাইয়ান
ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'অলী ছাড়া বিবাহ সিদ্ধ নয়' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩১৩০)*। তিনি বলেন, 'কোন নারী অলী ছাড়া বিবাহ করলে তা বাতিল, বাতিল, বাতিল' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩১৩১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'কোন নারী অপর নারীকে বিবাহ দিতে পারে না এবং কোন নারী নিজে নিজে বিবাহও করতে পারে না' *(ইবনু মাজাহ হা/১৮৮২, মিশকাত হা/৩১৩৭)*। অতএব এভাবে বিবাহ করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তাদেরকে পুনরায় বৈধভাবে বিয়ে করতে হবে। দ্বিতীয় বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত বর-কনের একত্রে বসবাস অবৈধ ও ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত হবে। সঠিক পন্থায় বিবাহ সম্পাদনের পর তাদের এই ঘৃণ্য অপকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র দরবারে খালেছ অন্তরে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। বৈধ বিবাহের জন্য মেয়ে ও অলী উভয়ের সম্মতি আবশ্যক। সাবালিকা ও বিধবা নারীগণ বিবাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অলীর চাইতে বেশী হকদার *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১২৭)*। কিন্তু তারা অলীকে বাদ দিয়ে বিবাহ করবে না। যা উপরের হাদীছে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, কোন নারী ও পুরুষ স্বামী-স্ত্রী হিসাবে একত্রে বসবাস করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে যে হলফনামা সম্পাদন করে, তাই-ই এদেশে কোর্ট ম্যারেজ নামে পরিচিত। এরূপ কোন বিবাহের একমাসের মধ্যে যদি তা কাজী অফিসে রেজিস্ট্রী করা না হয়, তাহ'লে তার কোন আইনগত ভিত্তি থাকে না। এছাড়া এরূপ কোর্ট ম্যারেজের পর রেজিস্ট্রীর ক্ষেত্রে সাধারণতঃ পসন্দমত সাক্ষী মানা হয়। সুতরাং প্রচলিত এরূপ প্রতারণাপূর্ণ বিবাহ কখনোই বৈধ নয়।

প্রশ্ন (৩১/৪৩১) : মহিলাদের গার্মেন্টসে চাকুরী করা শরী'আতসম্মত হবে কি?

-জাবের হোসাইন, বিয়াকান্দি, বগুড়া।

উত্তর : গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীগুলোতে নারী-পুরুষ একত্রে মিলে-মিশে কাজ করে থাকে। যা নিতান্তই গর্হিত কাজ। কারণ তা সর্বদা পাপের দিকেই আহ্বান জানায়। নারী-পুরুষ পরস্পরের প্রতি আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা চোখের যেনা, হাত দিয়ে স্পর্শ করা হাতের যেনা, কথা শ্রবণ করা কানের যেনা এবং পা দিয়ে হেঁটে যাওয়া পায়ের যেনা বলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উল্লেখ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮৬ 'ঈমান' অধ্যায়)*। বর্তমানে অধিকাংশ গার্মেন্টসেই একই পরিবেশ বিরাজমান। অতএব মহিলাদের গার্মেন্টসে চাকুরী করা হ'তে বিরত থাকা অবশ্যক। মূলতঃ বাড়ীতে অবস্থান করাই মহিলাদের কর্তব্য *(আহযাব ৩৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নারী হ'ল গোপন বস্তু। যখন সে বের হয়, শয়তান তার পিছু নেয়' *(তিরমিযী হা/১১৭৩; মিশকাত হা/৩১০৯)*। আর নারীর দায়িত্ব সন্তান পালন ও পুরুষের দায়িত্ব পরিবারের ভরণ-পোষণ। অথচ গার্মেন্টসে স্বল্প বেতনে নারীদের চাকুরী দিয়ে ও পুরুষদের বেকার রেখে প্রবল সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করা হচ্ছে। সেই সাথে সন্তান ও পরিবার ধ্বংস হচ্ছে এবং শেষ হচ্ছে নারীদের ঈমান ও স্বাস্থ্য। অতএব সংশ্লিষ্টগণ সাবধান!

প্রশ্ন (৩২/৪৩২) : বজ্রপাতে মৃত ব্যক্তির লাশ চুরি হয়ে যাওয়ার ভয়ে সম্পূর্ণ কবর পাকা করা যাবে কি?

-মেছবাহুল ইসলাম, টিকলীচর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) কবর উঁচু করতে, পাকা করতে, তার উপর সৌধ নির্মাণ করতে ও বসতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৬-৯৭)*। সুতরাং এক্ষেত্রে অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। যেমন মাটির নীচে ঢালাই দিয়ে কবর ঢেকে দেওয়া এবং উঁচু না করা।

প্রশ্ন (৩৩/৪৩৩) : পিস টিভি সহ কোন কোন ইসলামিক টিভিতে বালক-বালিকাদের ইসলামী গানের তালে তালে নৃত্য ও অভিনয় উপস্থাপিত হয়। এগুলি কতটুকু শরী'আতসম্মত?

-ডা. আমীরুল ইসলাম, আমতলী সদর, জয়পুরহাট।

উত্তর : বালিকাদের এভাবে উপস্থাপন করা ইসলামী পর্দার খেলাফ। এতে ফেতনা সৃষ্টির আশংকা থাকে। বস্তুতঃ নৃত্য ও অভিনয় কখনোই তাক্বওয়াপূর্ণ কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং এসব কাজে অংশগ্রহণ করা বা দেখা হ'তে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (৩৪/৪৩৪) : খারেজীদের বৈশিষ্ট্য কি কি?

-আকমাল হোসাইন, পাশুণ্ডীয়া, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : খারেজীদের বৈশিষ্ট্য হ'ল, (১) তারা কবীরা গোনাহগার শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব মনে করে এবং কবীরা গোনাহগার মুমিনকে ঈমানশূন্য কাফের, হত্যাযোগ্য অপরাধী এবং তওবা না করে মারা গেলে তাদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হিসাবে গণ্য করে *(শাহরস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, ১/১১৪ পৃঃ, ইবনু হাযম, আল-ফিছাল ফিল মিলাল ২/১১৩)*। (২) তারা কুরআন-হাদীছের মনগড়া ব্যাখ্যা করে। রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম সহ সালাফে ছালেহীনের ব্যাখ্যার প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করে না। ইবনু আব্বাস (রাঃ), ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) প্রমুখ বিদ্বানগণ উক্ত মত ব্যক্ত করেছেন *(ফিরাক্ব মু'আছিরাহ ১/২৭৮-২৭৯)*। (৩) তারা হবে কম বয়সী, নির্বোধ ও বিচার-বুদ্ধিহীন। তারা সবচেয়ে সুন্দর সুন্দর কথা বলবে। কিন্তু তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না

(মুসলিম হা/১০৬৬, মিশকাত হা/৩৫৩৫) (৪) অন্যদের ছালাত, ছিয়াম ও আমলসমূহকে তাদের ছালাত, ছিয়াম ও আমলের তুলনায় তুচ্ছ মনে হবে *(বুখারী হা/৫০৫৮)*। (৫) তারা মুসলমানদেরকে হত্যা করবে ও মূর্তিপূজারীদের আপন অবস্থায় ছেড়ে দিবে (অর্থাৎ তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না) *(বুখারী হা/৩৩৪৪, মুসলিম হা/১০৬৪, মিশকাত হা/৫৮৯৪)*। (৬) তারা সাধারণতঃ সম্পূর্ণ মাথার চুল ন্যাড়া করে রাখবে *(আবুদাউদ হা/৪৭৬৬; ইবনু মাজাহ হা/১৭৫)*।

এদের লোকেরাই হযরত আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ)-কে 'কাফের' অভিহিত করে আলী (রাঃ)-কে হত্যা করেছিল এবং মু'আবিয়া (রাঃ) ভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন।

প্রশ্ন (৩৫/৪৩৫) : রাসূল (ছাঃ) একজনের উপর আরেকজনের দর-দাম করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু বিভিন্ন স্থানে পণ্য নিলামে বা ডাকে বিক্রয়ের সময় একাধিক লোক দাম বলতে থাকে এবং যে সবচেয়ে বেশী বলে তার নিকটে পণ্যটি বিক্রিত হয়ে থাকে। এক্ষণে এ পদ্ধতি কি জায়েয হবে?

-হাফেয লিয়াকত
বহলতলী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্ত নিষেধাজ্ঞাটি নিলামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বরং সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের সময় একজনের উপরে অন্য জনের দর-দাম করা নিষিদ্ধ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৫০ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। কিন্তু নিলাম-এর উদ্দেশ্যই হ'ল দর বৃদ্ধি করা এবং সেখানে একজনের উপরে অন্যজনের দর-দাম করার মাধ্যমেই নিলামের উদ্দেশ্য হাছিল হয়ে থাকে। আর নিলামে বেচাকেনা ইসলামে জায়েয রয়েছে। তবে শর্ত হ'ল, প্রত্যেকে ক্রয় করার উদ্দেশ্যে দাম বলবে। দাম বাড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য থাকলে তা হারাম হবে।

তাবেঈ বিদ্বান আত্বা (রহঃ) বলেন, আমি ছাহাবায়ে কেরামকে দেখেছি যে, তারা গণীমতের মাল অধিক মূল্য প্রদানকারীর নিকটে বিক্রি করাকে দোষণীয় মনে করতেন না *(বুখারী 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'নিলামে বিক্রয়' অনুচ্ছেদ-৫৯)*। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তার মৃত্যুর পরে তার গোলাম আযাদ হবে বলে ঘোষণা দিল। তারপর সে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ল। তখন নবী করীম (ছাঃ) সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, একে কে আমার নিকট হ'তে ক্রয় করবে? নু'আঈম ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) তাঁর কাছ হ'তে সেটি এত এত মূল্যে ক্রয় করলেন এবং তিনি গোলামটিকে তার নিকটে হস্তান্তর করে দিলেন *(বুখারী হা/২১৪১, আলোচনা দ্রঃ ফাৎহুলবারী)*।

প্রশ্ন (৩৬/৪৩৬) : যৌথ পরিবারে কোন ভাই উপার্জন করে, কোন ভাই করে না। যারা উপার্জন করে তারা মা-বাবা, ভাই-বোনসহ সবার ভরণ-পোষণ দেয়। এক্ষণে উপার্জনকারী কোন ভাইয়ের ক্রয়কৃত সম্পদে কি অন্যরা ভাগ পাবে?

-আব্দুল আউয়াল, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : যৌথ পরিবারে মাতা-পিতার বর্তমানে তাদের সম্পত্তি ও সম্পদ দ্বারা কেউ উপার্জন করে ভরণ-পোষণ বাদে জমি ক্রয় করলে তাতে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও ভাগ পাবে। তবে মাতা-পিতার সম্পত্তি ও সম্পদ ব্যতিরেকে কেউ নিজে পৃথকভাবে উপার্জন করে তা দ্বারা পরিবারের ভরণ-পোষণের পর জমি ক্রয় করলে তাতে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ভাগ পাবে না। কেননা পরিবারের সদস্যরা মাতা-পিতার সম্পত্তি ও সম্পদের অধিকারী। ভাইয়ের উপার্জিত সম্পত্তি ও সম্পদের অধিকারী নয়।

প্রশ্ন (৩৭/৪৩৭) : ব্যবসায় কত শতাংশ লাভ করা যায়? এক্ষেত্রে শরী'আত নির্ধারিত কোন সীমারেখা আছে কি?

-তারিক ত্বোহা, বুয়েট, ঢাকা।

উত্তর : শরী'আতে লাভের নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নির্ধারিত নেই। বরং তা সাধারণ বাজারদরের উপর নির্ভরশীল। মূলতঃ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় বিষয় হ'ল, তাতে যুলুম না থাকা। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা যুলুম থেকে বেঁচে থাক। কেননা যুলুম ক্বিয়ামতের দিন ঘন অন্ধকার হয়ে দেখা দিবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৬৫)*। অপরটি হ'ল, উভয়ের সন্তুষ্টি। আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না, তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা ব্যতীত' *(নিসা ৪/২৯)*।

প্রশ্ন (৩৮/৪৩৮) : ফিতরা সম্পর্কে সঠিক মাসআলা না জানার কারণে জনৈক ব্যক্তি ফিতরা আদায় করেনি। এক্ষণে রামাযানের পর তা আদায় করা যাবে কি? এর জন্য কোন কাফফারা দিতে হবে কি?

-সাবির আলী মোল্লা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : অজ্ঞতার কারণে ফিতরা আদায় না করলে তার জন্য তওবা-ইস্তেগফার করতে হবে। এর জন্য কোন কাফফারা নেই।

প্রশ্ন (৩৯/৪৩৯) : শূকরের নাম উচ্চারণ করলে ৪০ দিনের ইবাদত কবুল হয় না। এর কোন সত্যতা আছে কি?

-ফেরদৌস আলম, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : এগুলি ভিত্তিহীন ও বানাওয়াট বক্তব্য মাত্র। স্মর্তব্য যে, শূকর আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহ মুসলমানদের জন্য এর গোশত খাওয়া হারাম করায় তা খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে মাত্র।

প্রশ্ন (৪০/৪৪০) : হজ্জ বা ওমরাহ ব্যতীত ত্বাওয়াফ করার বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?

-রেযওয়ানুল ইসলাম
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : ত্বাওয়াফ যত খুশী করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কা'বাগৃহে ত্বাওয়াফ করা ছালাতের ন্যায় *(তিরমিযী হা/৯৭৭, নাসাঈ হা/২৯২২)*। আর বায়তুল্লাহ্র ছালাতে অন্য স্থানের চাইতে এক লক্ষ গুণ বেশী নেকী রয়েছে *(আহমাদ, ইবনু মাজাহ হা/১৪০৬; সনদ ছহীহ)*। অন্যত্র তিনি বলেন, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর চার দিকে সাত বার ঘুরবে এবং তা পূর্ণ করবে তার জন্য গোলাম আযাদের সমপরিমাণ নেকী হবে। আর বায়তুল্লাহ্র ত্বাওয়াফে প্রতি পদক্ষেপে একটি করে গুনাহ ঝরে পড়ে ও একটি করে নেকী লেখা হবে *(তিরমিযী হা/৯৫৯, মিশকাত হা/২৫৮০)*।

Contents

YEAR TABLE (17th Vol.) বর্ষসূচী-১৭ (Oct. 2013 to Sept. 2014)

(১৭তম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০১৩ হ'তে ১২তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত)

*** সম্পাদকীয় :**

১. নির্বাচনী দ্বন্দ্ব নিরসনে আমাদের প্রস্তাব *(অক্টোবর ২০১৩)* ২. ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ *(নভেম্বর ২০১৩)* ৩. ৮ বছর ৮ মাস ২৮ দিন *(ডিসেম্বর ২০১৩)* ৪. আমরাও আল্লাহকে বলে দেব *(জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০১৪)* ৫. চাই লক্ষ্য নির্ধারণ ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ *(মার্চ ২০১৪)* ৬. শিক্ষার মান *(এপ্রিল ২০১৪)* ৭. উপযেলা নির্বাচন *(মে ২০১৪)* ৮. নীরব ঘাতক মোবাইল টাওয়ার থেকে সাবধান! *(জুন ২০১৪)* ৯. বিশ্বকাপ না বিশ্বনাশ? *(জুলাই ২০১৪)* ১০. সত্যের বিজয় অবধারিত *(আগস্ট ২০১৪)* ১১. গাযায় গণহত্যা ইহূদীবাদীদের পতনঘণ্টা *(সেপ্টেম্বর ২০১৪)*।

*** দরসে কুরআন :**

১. মুমিনের গুণাবলী (অক্টোবর'১৩) *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* ২. আত্মাকে কলুষমুক্ত করার উপায় সমূহ (নভেম্বর'১৩)-ঐ ৩. অহংকার (মার্চ'১৪) -ঐ ৪. সমাজ পরিবর্তনে চাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা (এপ্রিল'১৪)-ঐ।

*** দরসে হাদীছ :**

১. হে মানুষ! আল্লাহকে লজ্জা কর *(জুন'১৪) -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* ২ উত্তম পরিবার (জুলাই'১৪)-ঐ ৩. উত্তম সমাজ (আগষ্ট'১৪) -ঐ।

*** প্রবন্ধ :**

অক্টোবর '১৩ :

১. বিদ'আত ও তার পরিণতি *(১৭/১-৫,৭,৯-১১) -মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম* ২. মানব জাতির সাফল্য লাভের উপায় *(১৭/১-৩) -হাফেয আব্দুল মতীন* ৩. সুন্নাত উপেক্ষার পরিণাম *-আবূ নাফিয লিলবার আল-বারাদী* ৪. কুরআন ও সুন্নাহর বিশ্বজনীন আদর্শ প্রতিষ্ঠায় যুবসমাজের ভূমিকা *-শেখ ইমরান ইবনু মুযযাম্মিল* ৫. এক নযরে হজ্জ *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৬. কুরবানীর মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক*।

নভেম্বর '১৩ :

১. আকাঙ্ক্ষা : গুরুত্ব ও ফযীলত *(১৭/২-৩) -রফীক আহমাদ* ২. আশূরায়ে মুহাররম *-আত-তাহরীক ডেস্ক।*

ডিসেম্বর '১৩ :

১. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্ব ও ফযীলত *(১৭/৩-৫, ৭) -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ২. মানবাধিকার ও ইসলাম *(১৭/৩-৫, ৮-১০) -শামসুল আলম।*

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী'১৪ :

১. জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ : একটি পর্যালোচনা *(১৭/৪-৫, ৮)-কামারুযযামান বিন আব্দুল বারী।* ২. আধুনিক বিজ্ঞানে ইসলামের ভূমিকা *(১৭/৪-৫)-ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর।*

মার্চ '১৪ :

১. সঠিক আক্বীদাই পরকালীন জীবনে মুক্তির উপায় *-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম* ২. মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের উপায় *-শামসুল আলম* ৩. সত্যের সন্ধানে *-মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রধান* ৪. বিবাহের গুরুত্ব ও পদ্ধতি *(১৭/৬-৭) -আব্দুল ওয়াদূদ* ৫. ইসলামের দৃষ্টিতে তাবীয ও ঝাড়-ফুঁক *-ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর* ৬. মুসলিম উম্মাহর বর্তমান বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় *-অনুবাদ : আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব।*

এপ্রিল '১৪ :

এ সংখ্যার প্রবন্ধগুলো পূর্বের সংখ্যা থেকে চলমান হওয়ায় এখানে সেগুলোর শিরোনাম উল্লেখ করা হ'ল না।

মে '১৪ :

১. মুহাম্মাদ (ছাঃ)-ই সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল *(১৭/৮-৯) -আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক* ২. মি'রাজ রজনীতে করণীয় ও বর্জনীয় *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৩. শবেবরাত *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৪. ১৬ই ডিসেম্বর সারেণ্ডার অনুষ্ঠানে জে. ওসমানী কেন উপস্থিত ছিলেন না? চাঞ্চল্যকর তথ্য *-মোবায়েদুর রহমান।*

জুন '১৪ :

১. কুরআন মাজীদের অনুবাদ ও তাফসীরে ভারতীয় উপমহাদেশের আহলেহাদীছ আলেমগণের অগ্রণী ভূমিকা *-অনুবাদ: নূরুল ইসলাম* ২. ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক।*

জুলাই '১৪ :

১. হাদীছের অনুবাদ ও ভাষ্য প্রণয়নে ভারতীয় উপমহাদেশের আহলেহাদীছ আলেমগণের অগ্রণী ভূমিকা *(১৭/১০-১২) -অনুবাদ: নূরুল ইসলাম* ২. কুরআন-হাদীছের আলোকে ভুল *-রফীক আহমাদ* ৩. কবিগুরুর অর্থকষ্টে জর্জরিত দিনগুলো *-ড. গুলশান আরা* ৪. যাকাত ও ছাদাক্বা *-আত-তাহরীক ডেস্ক।*

আগস্ট '১৪ :

১. কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ঈমান *(১৭/১১-১২) -হাফেয আব্দুল মতীন* ২. ইসলামী গান ও কবিতায় ভ্রান্ত আক্বীদা *-মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ* ৩. সফল মাতা-পিতার জন্য যা করণীয় *-আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব।*

সেপ্টেম্বর '১৪ :

১. হজ্জ সম্পর্কিত ভুল-ত্রুটি ও বিদ'আত সমূহ *-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম।*

সাক্ষাৎকার : শায়খ হাদিয়ুর রহমান বিন জামীলুর রহমান *(জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী'১৪)* ২. মাওলানা মুহাম্মাদ ছিদ্দীক মুযাফফরাবাদী *(জুন'১৪)*।

স্মৃতিকথা :

Contents

১. জেল-যুলুমের ইতিহাস *(১৭/৬-৮) - ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন।*

অর্থনীতির পাতা :

১. ইসলামে হালাল ব্যবসা-বাণিজ্যের রূপরেখা *(১৭/৬-৭) -কামারুযযামান বিন আব্দুল বারী।*

দিশারী :

১. আহলেহাদীছ ফিৎনা প্রতিরোধে প্রশিক্ষণ কোর্স *(জুন'১৪)*।

হক-এর পথে যত বাধা : *(অক্টোবর'১৩-ডিসেম্বর'১৩, এপ্রিল'১৪, জুলাই-সেপ্টেম্বর'১৪)*।

ভ্রমণস্মৃতি : ১. রিয়াদ সফরে অশ্রুসিক্ত সাংগঠনিক ভালবাসা *(নভেম্বর'১৩) -গোলাম কিবরিয়া* আব্দুল গণী ২. কোয়েটার ঈদস্মৃতি *(ডিসেম্বর'১৪) -আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* ৩. খাইবারের পাদদেশে *(মার্চ'১৪) -ঐ* ৪. বালাকোটের রণাঙ্গনে *(আগস্ট'১৪) -ঐ*।

সাময়িক প্রসঙ্গ :

১. রহস্যাবৃত নিখোঁজ মালয়েশিয়ান বিমান *(মে'১৪) -শেখ আব্দুছ ছামাদ* ২. মোদীর বিজয়ে ভারত কী হারাল? *(জুন'১৪)-ইউলিয়াম ডালরিম্পল।*

ছাহাবী চরিত :

১. সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ) *(মার্চ'১৩) -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।*

মনীষী চরিত :

১. মাওলানা আব্দুল্লাহ গযনভী *(মার্চ'১৩) -নূরুল ইসলাম।*

নবীনদের পাতা :

১. বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা *(জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী'১৪) -ইহসান ইলাহী যহীর* ২. যুবসমাজের নৈতিক অধঃপতন : কারণ ও প্রতিকার *(মার্চ-এপ্রিল'১৪)-আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস* ৩. হারাম উপার্জন *(মে'১৪)-ইহসান ইলাহী যহীর* ৪. বর্তমান মুসলমানদের অবস্থা ও পরিণাম *(জুলাই'১৪)-আশিক বিল্লাহ বিন শফীকুল আলম।*

মহিলাদের পাতা :

১. আরাফাহ দিবস : গুরুত্ব ও ফযীলত *(অক্টোবর'১৩) -নাফীসা বিনতু জালাল।*

ইতিহাসের পাতা থেকে :

১. বিরোধীদের প্রতি ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর ক্ষমাসুন্দর আচরণ *(নভেম্বর'১৩)-আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব* ২. খলীফা হারূনুর রশীদের প্রতি আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর পত্র *(মার্চ'১৪)।*

হাদীছের গল্প :

১. সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী *(নভেম্বর'১৩) -আব্দুর রহীম* ২. মূসা (আঃ)-এর লজ্জাশীলতা ৩. মানুষের কতিপয় অনুপম বৈশিষ্ট্য ৪. হানযালা (রাঃ)-এর আল্লাহভীতি *(ডিসেম্বর'১৩) -ঐ* ৫. আক্বাবার বায়'আত *(জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী'১৪) -ঐ* ৬. সৌন্দর্যই মর্যাদার মাপকাঠি নয় *(এপ্রিল'১৪) -ঐ* ৭. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এক যুবকের অদ্ভুত আবেদন ৮. নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়ার অনন্য দৃষ্টান্ত ৯. মানুষকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকার ফযীলত *(মে'১৪) -ঐ* ১০. ছুটে যাওয়া সুন্নাত আদায় প্রসঙ্গে ১১. ইমামকে সতর্ক করতে মুক্তাদীর করণীয় *(জুলাই'১৪) -ঐ* ১২. নেতা কর্তৃক কর্মীর পরিচর্যা *(আগস্ট'১৪)-ঐ* ১৩. মুসলমানদের নাহাওয়ান্দ বিজয় *(সেপ্টেম্বর'১৪) -আব্দুল মালেক।*

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :

১. বিদ'আতের মাধ্যমে ছালাত শুরু *(অক্টোবর'১৩) -আব্দুল্লাহ আল-মামূন* ২. একজন বড় ছাহেব *(নভেম্বর'১৩) -শেখ হাফীযুল ইসলাম* ৩. বাদশাহর বিচার *(জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী'১৪) -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৪. আল্লাহ যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন ৫. আল্লাহর উপরে ভরসার গুরুত্ব ৬. স্বীয় কর্মের প্রতিফল *(জুলাই'১৪) -আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব* ৭. শাক্বীক বালখী কর্তৃক বাদশাহ হারূনুর রশীদকে উপদেশ ৮. ফুযায়েলের উপদেশ *(সেপ্টেম্বর'১৪) -আব্দুর রহীম*।

চিকিৎসা জগত :

১. কোলেস্টেরল কমাতে মধু ও বাদাম ২. ডালিমের পুষ্টিকথা *(নভেম্বর'১৩)* ৩. শরীরের সুস্থতায় শীতকালীন শাক-সবজি *(ডিসেম্বর'১৩)* ৪. প্রকৃতির মহৌষধ মধু *(এপ্রিল'১৪)-আফতাব চৌধুরী* ৫. মৌসুমি ফল তরমুজ *(মে'১৪)* ৬. আদার রসের উপকারিতা ৭. ডায়াবেটিস চেনার উপায় ৮. ক্যান্সারমুক্ত জীবনের জন্য ৯টি অভ্যাস ৯. ক্যান্সার প্রতিরোধে পালং শাক ১০. মেদ কমাতে কাঁচা পেপে ১১. সম্পূর্ণ ফ্যাটমুক্ত দেশী ফল সফেদা *(আগস্ট'১৪)* ১২. ব্যথা কমাতে ৮ খাবার ১৩. কিসমিসের উপকারিতা *(সেপ্টেম্বর'১৪)*।

ক্ষেত-খামার :

১. মরিচ চাষ *(নভেম্বর'১৩)* ২. সিতা লাউ ৩. পেঁপে চাষে করণীয় *(আগস্ট'১৪)* ৪. সম্ভাবনাময় ফল লটকন *(সেপ্টেম্বর'১৪)*।

অমর বাণী : *(মার্চ-মে'১৪)*।

বাৎসরিক সর্বমোট হিসাব

১. সম্পাদকীয় ১১টি ২. দরসে কুরআন ৪টি ৩. দরসে হাদীছ ৩টি ৪. প্রবন্ধ ৩২টি ৫. সাক্ষাৎকার ২টি ৬. স্মৃতিকথা ১টি ৭. অর্থনীতির পাতা ১টি ৮. দিশারী ১টি ৯. সাময়িক প্রসঙ্গ ২ট ১০. হক-এর পথে যত বাধা ৭টি, ১১. ছাহাবী চরিত ১টি ১২. মনীষী চরিত ১টি ১৩. ভ্রমণস্মৃতি ১টি ১৪. ইতিহাসের পাতা থেকে ২টি ১৫. অমরবাণী ৩টি ১৬. নবীনদের পাতা ৪টি ১৭. মহিলাদের পাতা ১টি ১৮. হাদীছের গল্প ১৩টি ১৯. গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ৮টি ২০. চিকিৎসা জগৎ ১৩টি ২১. ক্ষেত-খামার ৪টি ২২. কবিতা ৪২টি ২৩. প্রশ্নোত্তর ৪৪০টি। সোনামণি, স্বদেশ-বিদেশ, মুসলিম জাহান, বিজ্ঞান ও বিস্ময়, সংগঠন সংবাদ, পাঠকের মতামত ইত্যাদি কলামগুলি উক্ত হিসাবের বাইরে।

Contents

প্রশ্নোত্তর

মাস ও সংখ্যা	প্রশ্ন	উত্তর সংখ্যা
	আক্বীদা	
জানুয়ারী'১৪	ব্রেলভীদের আক্বীদা ও আমল কি? এদের পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(১/১২১)
মার্চ'১৪	রাসূল (ছাঃ) যে হাযির-নাযির নন এবং প্রথম সৃষ্টি নন যে ব্যাপারে দলীলভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।	(২৩/১৮৩)
জুন' ১৪	তাক্বদীর কি? এ সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা কি? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৪/২৮৪)
জুন' ১৪	জনৈক ইমাম সঠিক পথে ফিরে আসায় চাকুরী হারানোর ফলে পুনরায় হক ছেড়ে দিয়ে মাযহাবী আমল শুরু করে চাকুরী ফিরে পেয়েছেন এবং বলছেন, ধীরে ধীরে মানুষকে হকের পথে আনতে হবে। এক সময় সবাই ছহীহ হাদীছের অনুসারী হয়ে গেলে আমিও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল শুরু করব। দাওয়াতের এ পদ্ধতি কি শরী'আতসম্মত?	(২৪/৩০৪)
জুলাই'১৪	জনৈক আলেম বলেন, রাসূল (ছাঃ) কবরে জীবিত থাকার প্রমাণ হল, তিনি সেখানে সকল সালামের জবাব দেন এবং সালাম তাঁর কাছে পৌছানোর জন্য একদল ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছে। উক্ত বক্তব্যের কোন ভিত্তি আছে কি?	(৩৯/৩৫৯)
ডিসেম্বর'১৩	সিরিয়ার শাসকগোষ্ঠী আলাভী বা নুছায়রিয়াদের আক্বীদা সম্পর্কে জানতে চাই।	(১৮/৯৮)
সেপ্টেম্বর'১৪	দাজ্জালের আকৃতি ও চেহারা কেমন? বিস্তারিত জানতে চাই।	(২৭/৪২৭)
	হাশর-বিচার	
মে' ১৪	এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিচারে সন্তুষ্ট না হয়ে ওমর (রাঃ)-এর নিকট বিচার চাইলে তিনি তাকে হত্যা করেন। এ ঘটনা কি সত্য?	(৮/২৪৮)
ডিসেম্বর'১৩	লওহে মাহফূয সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।	(৩৪/১১৪)
আগস্ট'১৪	কোন হাদীছে এসেছে ক্বিয়ামতের দিন মানুষ উলঙ্গ অবস্থায় এবং কোন হাদীছে এসেছে যে কাপড়ে দাফন হবে সে কাপড়ে পুনরুত্থিত হবে। উভয় হাদীছের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান কি?	(৩৮/৩৯৮)
	তাহারাত	
অক্টোবর'১৩	অপবিত্র অবস্থায় আযান দেওয়া যাবে কি?	(৩৯/৩৯)
নভেম্বর'১৩	জনৈক আলেম বলেন, ওযূ শেষে সূরা ক্বদর একবার পড়লে ছিদ্দীকের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যাবে, দু'বার পড়লে শহীদের তালিকায় নাম লেখা হবে, আর তিনবার পড়লে নবীদের সাথে হাশর হবে। শরী'আতে উক্ত বক্তব্যের কোন ভিত্তি আছে কি?	(১৮/৫৮)
নভেম্বর'১৩	যমীনের উপরিভাগের মাটি অপবিত্র হওয়ায় ২০ ফুট নীচ থেকে মাটি উত্তোলন করে তা দিয়ে তায়াম্মুম করতে হবে, একথার কোন ভিত্তি আছে কি?	(২৫/৬৫)
মার্চ'১৪	জনৈক আলেম বলেন, কেবল চামড়ার মোটা মোজা পরিধান করলেই মাসাহ করা যাবে, সাধারণ মোজায় নয়। এক্ষণে সূতী মোজা পরিধান করলে মাসাহ করা যাবে কি? এছাড়া বুট জুতার উপর দিয়ে মাসাহ করা যাবে কি?	(৩৪/১৯৪)
এপ্রিল'১৪	গৃহপালিত পশুর মল-মূত্র কাপড়ে লাগলে উক্ত কাপড়ে ছালাত হবে কি?	(১৫/২১৫)
এপ্রিল'১৪	গোসল ফরয হলে গোসলের নিয়তে পুকুরে ডুব দিলেই কি পবিত্রতা অর্জিত হবে? এছাড়া বদ্ধ পুকুরে ফরয গোসল করা যাবে কি?	(৩৮/২৩৮)
মে' ১৪	বীর্য কি পবিত্র? ধোয়ার পরও কিছু অংশ লেগে থাকলে উক্ত কাপড়ে ছালাত হবে কি?	(১৯/২৫৯)
জুন' ১৪	অনেকে পেশাব করার পর ইস্তেঞ্জা বা পানি না নেওয়ার কারণে ছালাত আদায় করে না। এ ব্যাপারে শরী'আতে নির্দেশনা কি?	(১/২৮১)
জুন' ১৪	হায়েয, নিফাস ও ইস্তিহাযা অবস্থায় ই'তিকাফ করা জায়েয হবে কি?	(১০/২৯০)
জুন' ১৪	কাপড় ধৌত করার পরে পুরোপুরি পবিত্র করার লক্ষ্যে বিসমিল্লাহ বলে পৃথকভাবে তিনবার পানিতে ডুবানোর প্রথাটি শরী'আতসম্মত হবে কি?	(২২/৩০২)
জুন' ১৪	পবিত্র কুরআন কোন অমুসলিম ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য স্পর্শ করতে চাইলে তার জন্য ওযূ করার আবশ্যকতা আছে কি?	(৩০/৩১০)
আগস্ট'১৪	মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর নিয়ম জানতে চাই। এ সময় পৃথকভাবে কুলুখ ব্যবহারের কোন বিধান শরী'আতে আছে কি?	(২৮/৩৮৮)
নভেম্বর'১৩	ছালাতরত অবস্থায় ফোটায় ফোটায় পেশাব নির্গত হলে ছালাত বিনষ্ট হবে কি? এর জন্য করণীয় কি?	(৩৫/৭৫)
সেপ্টেম্বর'১৪	ওযূ ভেঙ্গে গেছে বলে ধারণা হ'লেও অলসতাবশতঃ একই ওযূতে একাধিক ছালাত আদায় করা শরী'আতসম্মত হবে কি?	(২৯/৪২৯)
	ছালাত	
অক্টোবর'১৩	জনৈক আলেম বলেন, আমাদেরকে কেবল কুরআন অনুসরণ করতে হবে। হাদীছ অনুসরণের প্রয়োজন নেই। ছালাতের নফল-সুন্নাত বলে কিছু নেই। কেবল ফরয আদায় করাই যথেষ্ট। এটা কি সঠিক?	(১/১)
অক্টোবর'১৩	হানাফী ইমামের পিছনে ছালাত আদায়ের সময় তাদের ন্যায় বিদ'আতী রীতিতে একদিকে সালাম ফিরানোর পর সিজদায়ে সহো দিতে হবে কি?	(২/২)
অক্টোবর'১৩	ছালাতের সময় হাত কোথায় বাঁধতে হবে? নাভির নীচে হাত বাঁধা যাবে কি?	(১৮/১৮)
অক্টোবর'১৩	ছালাত আদায় কালে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে বা কোন বিপদের সংবাদ পেলে ছালাত পরিত্যাগ করা যাবে কি?	(২৭/২৭)
নভেম্বর'১৩	ছালাতের মাঝে পায়ে পা মিলানোর সঠিক পদ্ধতি কি?	(৩/৪৩)
নভেম্বর'১৩	ছালাতে সিজদারত অবস্থায় দু'পা কিভাবে রাখতে হবে? দলীলভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।	(৫/৪৫)
নভেম্বর'১৩	দোকানের কর্মচারী ছালাত আদায় না করলে মালিক দায়ী হবে কি?	(১১/৫১)
নভেম্বর'১৩	বিয়ের পরে সকল নফল ইবাদত স্বামীর অনুমতি নিয়ে করতে হয়। কিন্তু বিয়ের আগে নফল ইবাদত করতে হলে পিতা-মাতার অনুমতি নিয়ে করতে হয় কি?	(১৫/৫৫)

Contents

নভেম্বর'১৩	মাযহাবী ইমামের পিছনে ইচ্ছাকৃতভাবে জামা'আতে ছালাত আদায় না করলে গোনাহগার হতে হবে কি?	(১৯/৫৯)
নভেম্বর'১৩	ছহীহ হাদীছ মোতাবেক ছালাত আদায় না করে মাযহাবী নিয়ম অনুসরণ করলে উক্ত ছালাত কি বাতিল বলে গণ্য হবে?	(২১/৬১)
নভেম্বর'১৩	ফজর ও যোহরের ছালাতের পূর্বে যে সুন্নাত ছালাত রয়েছে তা আযানের পূর্বে পড়া যাবে কি?	(২৪/৬৪)
নভেম্বর'১৩	মসজিদে ছালাতরত অবস্থায় কেউ প্রবেশ করলে তার জন্য সালাম প্রদান করা কি শরী'আতসম্মত?	(২৯/৬৯)
ডিসেম্বর'১৩	মাসবূক অবশিষ্ট ছালাত আদায় করার সময় ইমামের অনুসরণের জন্য সালাম ফিরিয়ে তারপর তা আদায় করবে কি?	(২/৮২)
ডিসেম্বর'১৩	জুম'আর ছালাতে নিয়মিতভাবে কুনূতে নাযেলা পাঠ করা যাবে কি?	(৩/৮৩)
ডিসেম্বর'১৩	একই ব্যক্তি ইমাম ও মুওয়াযযিনের দায়িত্ব পালন করতে পারবে কি?	(৪/৮৪)
ডিসেম্বর'১৩	নতুনভাবে ছালাত শুরু করার ক্ষেত্রে যদি কোন সূরা বা দো'আ মুখস্থ না থাকে তাহ'লে তার জন্য করণীয় কি?	(১৬/৯৬)
ডিসেম্বর'১৩	কোন বিষয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হ'লে নফল ছালাত আদায় করতে হবে মর্মে শরী'আতে কোন নির্দেশনা আছে কি?	(২০/১০০)
ডিসেম্বর'১৩	আমার স্বামীকে ২০ বছর যাবৎ নানাভাবে বুঝানোর পরেও মাসে কয়েকদিন ব্যতীত সে ছালাত আদায় করে না। এক্ষণে উক্ত স্বামীর সাথে বসবাস করা জায়েয হবে কি?	(৩৩/১১৩)
জানুয়ারী'১৪	মসজিদে একাকী ছালাত আদায় করার সময় অন্য মুছল্লী তার সামনে দিয়ে কিভাবে অতিক্রম করবে?	(৬/১২৬)
জানুয়ারী'১৪	আমরা অবস্থানস্থল থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরে নিয়মিত অফিস করে থাকি। এক্ষণে আমরা অফিসে ক্বছর আদায় করতে পারব কি?	(১০/১৩০)
জানুয়ারী'১৪	মসজিদে দুই পিলারের মাঝে ছালাতের কাতার করা যাবে কি?	(১৩/১৩৩)
জানুয়ারী'১৪	মাসজিদুল হারামের পার্শ্ববর্তী বাড়িগুলোতে হারামের ছালাতের জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(১৬/১৩৬)
জানুয়ারী'১৪	ছালাতের উদ্দেশ্যে বের হওয়া থেকে শুরু করে ছালাত শেষে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত কি কি আদব রক্ষা করা মুছল্লীদের জন্য আবশ্যক?	(১৮/১৩৮)
জানুয়ারী'১৪	একই ইমাম একাধিক তারাবীহর জামা'আতে ইমামতি করতে পারেন কি?	(২৯/১৪৯)
জানুয়ারী'১৪	জনৈক আলেম বলেন, ছালাতে 'হুযূরে ক্বলব' না থাকলে ছালাত কবুল হবে না। আর এর অর্থ হ'ল, 'ছালাতের মাঝে পীরের ধ্যান করা'। উক্ত দাবী কি সঠিক?	(৩১/১৫১)
জানুয়ারী'১৪	নফল ছালাতের কি কোন সংখ্যা-সীমা আছে? না যত খুশী আদায় করা যায়?	(৩৩/১৫৩)
জানুয়ারী'১৪	তারাবীহ্র ছালাতে কুরআন দেখে পড়া যাবে কি?	(৩৫/১৫৫)
মার্চ'১৪	দো'আয়ে কুনূত ছাড়া বিতর ছালাত হবে কি?	(১৩/১৭৩)
মার্চ'১৪	সিজদায়ে সহো দিতে ভুলে গেলে উক্ত ছালাত বাতিল হবে কি?	(১৪/১৭৪)
মার্চ'১৪	জনৈক আলেম বলেন, মুক্তাদীর ওযূ ভুল হওয়ার কারণে ইমামের ক্বিরাআত ভুল হয়। এ কথা কি?	(১৫/১৭৫)
মার্চ'১৪	ইমাম রুকূ বা সিজদায় থাকা অবস্থায় মাসবূক সরাসরি রুকূ বা সিজদায় চলে যাবে, না প্রথমে তাকবীরে তাহরীমা বলে তারপর রুকূ বা সিজদায় যাবে?	(২৮/১৮৮)
মার্চ'১৪	সিজদা থেকে উঠে দাঁড়ানোর সময় স্বল্প সময়ের জন্য বসতে হবে না সরাসরি দাঁড়িয়ে যেতে হবে?	(৩২/১৯২)
মার্চ'১৪	কোন ভাল কাজ করার পূর্বে তাতে সফল হওয়ার জন্য দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা হয়। এই ছালাতের কোন ভিত্তি আছে কি?	(৩৫/১৯৫)
মার্চ'১৪	বাড়িতে কয়েকজন একত্রে জামা'আতে ছালাত আদায় করলে মসজিদে জামা'আতে ছালাত আদায়ের নেকী পাওয়া যাবে কি?	(৩৮/১৯৮)
এপ্রিল'১৪	এক ওয়াক্ত ছালাত ক্বাযা করলে ৮০ হুকুবা জাহান্নামে জ্বলতে হবে- কথাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩/২০৩)
এপ্রিল'১৪	এশার ছালাত রাতের এক-তৃতীয়াংশ বিলম্ব করা উত্তম কি? বিলম্ব করে আদায় করার জন্য একাকী উক্ত সময়ে ছালাত আদায় করা উত্তম হবে কি?	(৪/২০৪)
এপ্রিল'১৪	আছরের ছালাতের পর যোহরের ক্বাযা ছালাত আদায় করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?	(৫/২০৫)
এপ্রিল'১৪	জনৈক আলেম বলেন, মাইকে ছালাত আদায় করা যাবে না। এতে তাকবীরে তাহরীমা ভঙ্গ হয়ে যায়। এর কোন সত্যতা আছে কি?	(৭/২০৭)
এপ্রিল'১৪	পিতা-মাতা ছালাত আদায় না করলে সন্তানের করণীয় কি?	(৯/২০৯)
এপ্রিল'১৪	মসজিদে ক্বোবায় ছালাত আদায় করার বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?	(১৬/২১৬)
এপ্রিল'১৪	ছালাত ব্যতীত অন্য কোন প্রয়োজনে মসজিদে গমন করলে তাহিইয়াতুল মসজিদ আদায় করতে হবে কি?	(৩৯/২৩৯)
মে' ১৪	গাড়ীর সীটে বসে ছালাত আদায়ে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?	(১১/২৫১)
মে' ১৪	প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য সূরা না পড়লে উক্ত ছালাত শুদ্ধ হবে কি?	(২৩/২৬৩)
মে' ১৪	চাকুরীর জন্য বছরের অধিকাংশ সময় জাহাযে অবস্থান করতে হয়। এভাবে সারা বছর ক্বছর ছালাত আদায় করা শরী'আতসম্মত হবে কি?	(৩০/২৭০)
মে' ১৪	ছালাতের প্রতি রাক'আতেই কি সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলতে হবে না কেবল ১ম রাক'আতে বললেই চলবে?	(৩২/২৭২)
জুন' ১৪	ছালাতে ভুলক্রমে রাক'আত সংখ্যা কম হ'লে 'আল্লাহু আকবার' এবং রাক'আত সংখ্যা বেশী হ'লে 'সুবহানাল্লাহ' বলতে হবে কি?	(১৯/২৯৯)
জুন' ১৪	জনৈক আলেম বলেন, নফল ছালাতে ছানা পাঠ করার কোন বিধান নেই। এর কোন ভিত্তি আছে কি?	(২৬/৩০৬)
জুন' ১৪	বিবাহের রাত্রে বর ও কনেকে জামা'আতবদ্ধভাবে ছালাত আদায় করতে হবে কি?	(২৭/৩০৭)
জুন' ১৪	ইস্তেখারাহ কি? এর ফযীলত ও কার্যকারিতা সম্পর্কে জানতে চাই। কোন কোন ক্ষেত্রে ইস্তেখারাহ করা যায়?	(৩৬/৩১৬)
জুন' ১৪	তাহাজ্জুদের ছালাত ফজরের আযানের পর পড়া যাবে কি?	(৩৯/৩১৯)
জুলাই'১৪	ফরয ছালাত আদায়ের পর মাসনূন দো'আসমূহ দেখে পড়া যাবে কি? এতে নেকীর কোন কমবেশ হবে কি?	(৩/৩২৩)
জুলাই'১৪	কুনূতে বিতর হিসাবে 'আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতাঈনুকা' দো'আটি পাঠ করা যাবে কি?	(৪/৩২৪)
জুলাই'১৪	ছালাতে প্রথম তাশাহহুদ ছুটে গেলে কেবল সহো সিজদা দিলেই যথেষ্ট হবে কি?	(৯/৩২৯)

Contents

জুলাই'১৪	ওযর বশতঃ ছালাতের সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে মসজিদে গিয়েই তা আদায় করতে হবে না বাড়িতে আদায় করলেও চলবে?	(১০/৩৩০)
জুলাই'১৪	খতম তারাবীহ কি সুন্নাত? ইসলামিক ফাউণ্ডেশন সারা দেশে একই নিয়মে খতম তারাবীহ করার জন্য নির্দেশনা দিচ্ছে, এ বিষয়ে আমাদের করণীয় কি?	(২১/৩৪১)
জুলাই'১৪	মুসাফির ব্যক্তি মুক্বীমের ইমামতি করতে পারেন কি?	(৩১/৩৫১)
জুলাই'১৪	সিজদার সময় মহিলারা স্বীয় পেটকে রানের সাথে মিলিয়ে রাখবে মর্মের বর্ণনাগুলির সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাই।	(৩২/৩৫২)
আগস্ট'১৪	ছালাতরত অবস্থায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করলে ছালাতের কোন ক্ষতি হয় কি?	(২/৩৬২)
আগস্ট'১৪	ছালাতের প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর পর কোন বয়স্ক মুরব্বীকে উক্ত স্থান ছেড়ে দিলে প্রথম কাতারে ছালাত আদায়ের নেকী পাওয়া যাবে কি?	(৪/৩৬৪)
আগস্ট'১৪	ট্রাফিক জ্যামের কারণে অধিকাংশ সময় মাগরিবের ছালাত সঠিক সময়ে আদায় করতে না পারায় আছরের সাথে মাগরিবের ছালাত আদায় করি। এটা সঠিক হবে কি?	(৫/৩৬৫)
আগস্ট'১৪	ছবিযুক্ত টাকা ও পরিচয়পত্র পকেটে রেখে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(৬/৩৬৬)
আগস্ট'১৪	সুন্নাত ছালাত আদায় রত অবস্থায় ফরয ছালাত শুরু হয়ে গেলে উক্ত মুছল্লীর জন্য করণীয় কি?	(৯/৩৬৯)
আগস্ট'১৪	হারাম শরীফের এলাকার মধ্যে কোন মসজিদে ছালাত আদায় করলে হারামে আদায় করার নেকী পাওয়া যাবে কি?	(২৩/৩৮৩)
আগস্ট'১৪	রামাযান মাসে পূর্বে ছুটে যাওয়া এক ওয়াক্ত ক্বাযা ছালাত আদায় করলে কি ৭০ ওয়াক্ত ছালাতের ক্বাযা আদায় হয়ে যায়? এরূপ কোন হাদীছ আছে কি?	(২৪/৩৮৪)
আগস্ট'১৪	এশার পরে নফল ছালাত আদায় করতে চাইলে তা কি বিতর ছালাতের পূর্বে না পরে পড়তে হবে?	(২৫/৩৮৫)
আগস্ট'১৪	টিভি, রেডিও বা মোবাইলে সিজদার আয়াত শ্রবণ করলে সিজদা করা যরূরী হবে কি?	(৩১/৩৯১)
আগস্ট'১৪	প্রতি ওয়াক্ত ছালাতের ইক্বামতের পূর্বে ইমাম ছাহেব কাতার সোজা করা, পায়ে পা ও কাঁধে কাঁধ মিলানো এবং ইক্বামতের জবাব দানের জন্য মুছল্লীদের প্রতি আহ্বান জানান। এটা কি শরী'আতসম্মত?	(৩২/৩৯২)
সেপ্টেম্বর'১৪	ছালাতরত অবস্থায় মোবাইলে রিং বেজে উঠলে তা সাথে সাথে বন্ধ করা যাবে কি?	(৫/৪০৫)
সেপ্টেম্বর'১৪	জামা'আতে তারাবীহর ছালাত আদায় করা অবস্থায় ২/১ রাক'আত ছুটে গেলে তা পূর্ণ করতে হবে কি?	(৭/৪০৭)
সেপ্টেম্বর'১৪	নিষিদ্ধ সময়ে তাহিইয়াতুল ওযূ বা তাহিইয়াতুল মাসজিদের ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(৮/৪০৮)
সেপ্টেম্বর'১৪	কাঁধ খোলা থাকে এরূপ পোষাক পরে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(৯/৪০৯)
এপ্রিল'১৪	একাধিক আযান শুনা গেলে সবগুলোরই কি উত্তর দিতে হবে, না যে কোন একটি দিলেই চলবে?	(৩৭/২৩৭)
সেপ্টেম্বর'১৪	ছালাতে লোকমা দেওয়ার পরও ইমাম পুরোপুরি দাঁড়িয়ে গেছেন। কিন্তু মুক্তাদী বসে থাকায় ইমাম দাঁড়ানো থেকে পুনরায় বসে ছালাত শেষ করেছেন। এভাবে দাঁড়িয়ে গেলে পুনরায় বসা শরী'আতসম্মত হবে কি?	(২২/৪২২)

জুম'আ ও ঈদায়েন

নভেম্বর'১৩	ছহীহ হাদীছের আলোকে ঈদের ছালাতের সময় জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১/৪১)
নভেম্বর'১৩	ঈদের তাকবীর হিসাবে যে দো'আগুলি পাঠ করা হয় তার কোন ভিত্তি আছে কি?	(৩৩/৭৩)
নভেম্বর'১৩	ঈদের দিনকে কবর যিয়ারতের জন্য নির্দিষ্ট করা জায়েয হবে কি?	(৩৬/৭৬)
ডিসেম্বর'১৩	কোন ব্যক্তি জুম'আর ছালাতের জন্য মসজিদে গেলে তার প্রতি কদমে এক বৎসরের নফল ছালাত ও ছিয়ামের সমান নেকী হবে মর্মে বর্ণিত হাদীছটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৯/৯৯)
ডিসেম্বর'১৩	জনৈক আলেম বলেন যে, ঈদের ছালাতে ছানা পাঠ করা যাবে না। উক্ত বক্তব্যের কোন ভিত্তি আছে কি?	(২১/১০১)
জানুয়ারী'১৪	বৃষ্টির কারণে মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(১৯/১৩৯)
জানুয়ারী'১৪	বিদ'আতী ইমামের পিছনে ঈদায়নের ছালাত আদায়ের সময় 'আমীন বলা' ও 'রাফউল ইয়াদায়নে'র ন্যায় অতিরিক্ত তাকবীর সমূহ একাকী আদায় করলে তাতে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?	(২৭/১৪৭)
জানুয়ারী'১৪	ঈদের ছালাতের পূর্বে গযল গাওয়া বা বক্তব্য দেওয়া যায় কি?	(৪০/১৬০)
এপ্রিল'১৪	ইমাম মিম্বরে উঠার পূর্বে জুম'আর আযান দেওয়া যাবে কি?	(১৮/২১৮)
জুন' ১৪	ইমাম জুম'আর ছালাতের প্রথম রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা মুনাফিকুন-এর ৯ম আয়াত পাঠ করেছেন। কিন্তু ১০ম আয়াতের অর্ধেক পাঠের পর বাকীটা মনে না আসায় রুকূতে চলে যান। ২য় রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও সূরা কাওছার পাঠ করেছেন। এতে 'ছালাত হয়নি' বলে আরেকজন হাফেয জোর করে ইমাম ছাহেবকে ছালাত পুনরায় পড়াতে বাধ্য করেন। এবিষয়ে সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৪০/৩২০)
জুলাই'১৪	জুম'আর ফরয ছালাতের আগে ও পরে সুন্নাত পড়ার বিশেষ কোন গুরুত্ব আছে কি?	(১১/৩৩১)
জুলাই'১৪	দুই ঈদের রাতে নির্দিষ্ট কোন ইবাদত আছে কি? এছাড়া ঈদের রাতে ইবাদত করলে হৃদয় জীবিত থাকে কি?	(১৬/৩৩৬)
জুলাই'১৪	মুসাফিরকে জুম'আর ছালাত আদায় করতে হবে কি? না যোহরের ক্বছর করাই যথেষ্ট হবে?	(২৪/৩৪৪)
আগস্ট'১৪	খুৎবার আযান মসজিদের ভিতরে দাঁড়িয়ে মাইকে দেওয়া যাবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৩/৩৯৩)
সেপ্টেম্বর'১৪	ঈদায়নের খুৎবা একটি না দু'টি? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।	(২৮/৪২৮)

মসজিদ

অক্টোবর'১৩	জায়গার সংকীর্ণতার কারণে নতুন জায়গা ওয়াকফ করে পূর্বপুরুষের নির্মিত মসজিদ সেখানে স্থানান্তর করা এবং আগের মসজিদের স্থানে বসতবাড়ি নির্মাণ করা শরী'আতসম্মত হবে কি?	(৬/৬)
অক্টোবর'১৩	মিহরাব বিহীন মসজিদের নিচতলায় ইমাম দাঁড়ানোর পর উপরের তলাগুলিতে ইমামের কাতারে দাঁড়ানো যাবে কি? না প্রত্যেক তলাতেই ইমামের কাতার ছেড়ে দাঁড়াতে হবে?	(৮/৮)
নভেম্বর'১৩	মহিলাদের জন্য পৃথক মসজিদ নির্মাণ করতে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?	(৩০/৭০)
ডিসেম্বর'১৩	মসজিদের ভিতরে প্রজেক্টর বা টিভির মাধ্যমে ইসলামী অনুষ্ঠান প্রদর্শন করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?	(১০/৯০)
ডিসেম্বর'১৩	মসজিদে কোন একটি স্থানকে নিজের জন্য নির্ধারণ করে নেওয়া শরী'আতসম্মত হবে কি?	(১২/৯২)
জানুয়ারী'১৪	মসজিদে কবর দেয়া নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবর মসজিদের ভিতরে হওয়ার কারণ কি?	(৩৪/১৫৪)

Contents

মার্চ’১৪	মসজিদে বা কোন স্থানে দলবদ্ধভাবে যিকর করায় শরী‘আতে কোন বাধা আছে কি?	(৪/১৬৪)
মে’ ১৪	মসজিদ উন্নয়নের জন্য প্রদত্ত জমিতে ঈদগাহ ও মাদরাসার মাঠ তৈরী করা শরী‘আতসম্মত হবে কি?	(৩১/২৭১)
মে’ ১৪	জানাযা শেষ হওয়ার পর মাইয়েতের জন্য মসজিদে সম্মিলিতভাবে হাত না তুলে দো‘আ করায় শারঈ কোন বাধা আছে কি?	(৩৫/২৭৫)
জুন’ ১৪	আমাদের মসজিদটি যে জমির উপরে স্থাপিত, তা ওয়াকফকৃত নয় আবার ক্রয়কৃতও নয়। উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা শরী‘আতসম্মত হবে কি?	(১৭/২৯৭)
জুলাই’১৪	ই‘তেকাফ অবস্থায় মসজিদে কুরআন শিক্ষা বা বক্তব্য প্রদান করা যাবে কি?	(২৮/৩৪৮)
জুলাই’১৪	মসজিদে দাওয়াতী কাজ, খাওয়া-দাওয়া ও ঘুমানো সহ অন্যান্য কর্মকাণ্ড শরী‘আতসম্মত হবে কি?	(৩৭/৩৫৭)
আগস্ট’১৪	যে ব্যক্তি মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলবে তার ৪০ বছরের ইবাদত নষ্ট হয়ে যাবে। উক্ত হাদীছের সত্যতা সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৮/৩৬৮)
জুলাই’১৪	মসজিদের চারিদিকে ঘোড়ার ছবিযুক্ত টাইলস লাগানো হয়েছে। এক্ষণে উক্ত মসজিদে ছালাত হবে কি? এক্ষেত্রে করণীয় কি?	(১৩/৩৩৩)
সেপ্টেম্বর’১৪	যেসব মসজিদের পরিচালনা কমিটি এবং ইমাম-মুওয়াযযিনগণের আক্বীদা-আমল শিরক ও বিদ‘আতযুক্ত, সেসব মসজিদে দান করা শরী‘আতসম্মত হবে কি?	(৪/৪০৪)
জুলাই’১৪	মসজিদ উদ্বোধনকালে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির পূর্ণ নাম-পরিচয় সম্বলিত ফলক মসজিদে লাগিয়ে তা উন্মোচন করা কতটুকু শরী‘আতসম্মত?	(২৬/৩৪৬)
সেপ্টেম্বর’১৪	একই মসজিদে একই ছালাতের একাধিক জামা‘আত করা যাবে কি?	(৬/৪০৬)

জানাযা/কাফন-দাফন/কবর

অক্টোবর'১৩	জনৈক ব্যক্তি বলেন, নবী-রাসূলগণের দেহ মাটি হয় না বরং অক্ষত থাকে। এ বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন। এছাড়া নবী-রাসূলগণের কবরের অবস্থান সম্পর্কে কিছু জানা যায় কি?	(১৪/১৪)
অক্টোবর'১৩	বহু পুরাতন খানজাহান আলীর সময়কার কবরস্থানের জমি বায়না করার পর এলাকাবাসী বলছে, এটা কবরস্থান ছিল। মালিক অস্বীকার করছেন। এখানে ঘর-বাড়ি করা যাবে কি?	(২৬/২৬)
অক্টোবর'১৩	মহিলারা জানাযা ও কাফন-দাফন কার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে কি?	(২৮/২৮)
জানুয়ারী’১৪	সমাজে প্রচলন আছে, মানুষ মারা গেলে লাশ ঘরের বাইরে রাখা হয়। শরী‘আতে এমন কোন বিধান আছে কি?	(৩৯/১৫৯)
মার্চ’১৪	গায়েবানা জানাযা কখন কিভাবে আদায় করতে হয়। বিভিন্ন স্থানে গায়েবানা জানাযা জায়েয হবে কি?	(৫/১৬৫)
এপ্রিল’১৪	জানাযার ছালাতের বিধান কত হিজরীতে জারি হয়? খাদীজা (রাঃ)-এর জানাযা না হওয়ার কারণ কি?	(১/২০১)
এপ্রিল’১৪	জনৈক আলেম বলেন, ব্যক্তি মারা গেলে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী এক বার ব্যতীত জানাযা পড়া জায়েয নয়। উক্ত বক্তব্যের শুদ্ধতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১০/২১০)
এপ্রিল’১৪	কোন ব্যক্তি নিজের মধ্যে ভীতি সৃষ্টির জন্য কাফনের কাপড় কিনে রাখতে পারবে কি?	(২৪/২২৪)
মে’ ১৪	জানাযার ছালাতে একদিকে বা উভয় দিকে সালাম ফিরানোর ব্যাপারে শরী‘আতের বিধান কি?	(২৭/২৬৭)
জুন’ ১৪	দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণকারীর লাশ না পাওয়া গেলে উক্ত মাইয়েতের জানাযা ও দাফন-কাফনের বিধান কি?	(৩/২৮৩)
জুন’ ১৪	জানাযার ছালাতের কোন তাকবীর ছুটে গেলে ইমামের সালামের শেষে বাকী অংশ আদায় করতে হবে কি?	(৩৭/৩১৭)
আগস্ট’১৪	কবর খনন করার পদ্ধতি ও ফযীলত এবং লাশ রাখার নিয়ম বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৪/৩৯৪)
আগস্ট’১৪	মৃত ব্যক্তিকে চুম্বন করায় শরী‘আতে কোন বাধা আছে কি?	(১৪/৩৭৪)
এপ্রিল’১৪	পুরানো কবরস্থানে বৃষ্টির পানি জমে থাকে। সেখানে মাটি ভরাট করে কবরস্থান উঁচু করা যাবে কি?	(১৩/২১৩)
মার্চ’১৪	যেহেতু মানুষের জীবন-মৃত্যু নির্ধারিত সময়ে হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে হঠাৎ মৃত্যুবরণ কারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে ‘অকাল মৃত্যু’ বা ‘একারণেই সে মারা গেল’ ইত্যাদি বলা বা বিশ্বাস করা শরী‘আতসম্মত হবে কি?	(২৬/১৮৬)
সেপ্টেম্বর’১৪	বজ্রপাতে মৃত ব্যক্তির লাশ চুরি হয়ে যাওয়ার ভয়ে সম্পূর্ণ কবর পাকা করা যাবে কি?	(৩২/৪৩২)

ছিয়াম

অক্টোবর'১৩	রামাযান মাসে মৃত্যুবরণ করলে কবরে আযাব হয় না এবং সেখানে জিজ্ঞাসাবাদ হয় না মর্মে যে বক্তব্য সমাজে প্রচলিত রয়েছে, তার কোন ভিত্তি আছে কি?	(১০/১০)
অক্টোবর'১৩	কঠিন পরিশ্রমের কারণে বহু শ্রমিক পুরো রামাযান মাস ছিয়াম রাখতে পারে না। এরূপ অবস্থায় পরবর্তীতে ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করা যাবে কি?	(১১/১১)
অক্টোবর'১৩	ছিয়াম অবস্থায় দাড়ি শেভ করা, নখ কাটা বা পেষ্ট দ্বারা ব্রাশ করায় ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে কি?	(২১/২১)
অক্টোবর'১৩	সূর্য ডুবে গেছে মনে করে আযান দিয়ে ইফতার করে ফেললে উক্ত ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে হবে কি?	(৩৬/৩৬)
নভেম্বর’১৩	শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম পালনের পর আইয়ামে বীযের তিনটি ছিয়াম পালন করতে হবে কি?	(৩২/৭২)
মার্চ’১৪	রামাযান ব্যতীত অন্যান্য মাসে কোন কোন দিন নফল ছিয়াম পালন করা শরী‘আতসম্মত?	(২৫/১৮৫)
মে’ ১৪	আমাদের গ্রামে অনেকেই শুক্রবারে ছিয়াম রাখেন। এ ব্যাপারে শরী‘আতের নির্দেশনা কি?	(২৮/২৬৮)
জুন’ ১৪	প্রতি মাসে দিন নির্দিষ্ট করে ছিয়াম পালন করায় শরী‘আতে কোন বাধা আছে কি?	(১১/২৯১)
জুলাই’১৪	জনৈক আলেম বলেন, সকলে একত্রিত ইফতার করা বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত। এব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত কি?	(১/৩২১)
জুলাই’১৪	রামাযান মাসে দিনের বেলা পুকুরে ডুব দিয়ে গোসল করা বা সাতার কাঁটা যাবে কি?	(২/৩২২)
জুলাই’১৪	ছিয়াম অবস্থায় ডায়াবেটিস রোগীদের ইনসুলিন গ্রহণের বিধান কি?	(৭/৩২৭)
জুলাই’১৪	ছিয়ামরত অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে কি?	(১৫/৩৩৫)
জুলাই’১৪	ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে পেটের খাবার বেরিয়ে আসলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে কি?	(১৭/৩৩৭)
জুলাই’১৪	অবহেলাবশতঃ গত তিনবছর রামাযানের ছিয়াম পালন থেকে বিরত ছিলাম। এক্ষণে বোধোদয় হওয়ার পর আমার করণীয় কি?	(১৮/৩৩৮)

Contents

জুলাই'১৪ সাহারী খেতে বসেছে, কিন্তু খাওয়া শুরু করেনি, এমতাবস্থায় আযান শুরু হ'লে সাহারী খেতে পারবে কি? (২৩/৩৪৩)
জুলাই'১৪ কোন অমুসলিম যদি তার বৈধ উপার্জন থেকে রামাযান মাসে কোন মুসলমানের ইফতারের ব্যবস্থা করে, তবে তা খাওয়া জায়েয হবে কি? (২৯/৩৪৯)
জুলাই'১৪ অপবিত্র অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে ছিয়াম পালন করা যাবে কি? (৩০/৩৫০)
আগস্ট'১৪ উত্তর মেরুতে অবস্থিত সুইডেনের কিরুনা শহরে রামাযানের ১৫-২০ দিন সূর্যাস্ত হবে না। এক্ষণে এ অঞ্চলে অবস্থানকারী মুসলিমগণ কিভাবে ছিয়াম রাখবেন? (২২/৩৮২)
আগস্ট'১৪ ছিয়াম অবস্থায় অনেক মানুষ এমনকি কোন কোন আলেমও দাঁতে গুল দেন এবং বলেন এতে ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না। এ ব্যাপারে সঠিক সমাধান জানতে চাই। (৩৭/৩৯৭)
জানুয়ারী'১৪ ক্বদরের রাত্রিগুলিতে ইবাদত করার নিয়ম কি? মহিলারা কি এ ইবাদতে অংশগ্রহণ করতে পারবে? (৩২/১৫২)
ডিসেম্বর'১৩ ই'তিকাফে প্রবেশ করার ও বের হওয়ার সঠিক সময় জানিয়ে বাধিত করবেন। (২২/১০২)
সেপ্টেম্বর'১৪ কুরবানীর দিন ছিয়াম রাখার ব্যাপারে শরী'আতের কোন বিধান আছে কি? (২৬/৪২৬)
সেপ্টেম্বর'১৪ জনৈক ব্যক্তি বলেন, হযরত নূহ (আঃ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা ব্যতীত সারাবছর ছিয়াম পালন করতেন। এক্ষণে এভাবে ছিয়াম পালন করা যাবে কি? (২১/৪২১)

যাকাত-ছাদাক্বা

অক্টোবর'১৩ ফিৎরার চাউলের মূল্য মসজিদ নির্মাণ কাজে ব্যয় করা যাবে কি? (২২/২২)
অক্টোবর'১৩ দরিদ্রতার কারণে ফিৎরা আদায় করতে না পারলে গোনাহগার হবে কি? (২৪/২৪)
নভেম্বর'১৩ যাকাত আদায়ের জন্য অধিক নেকীর আশায় রামাযান মাসকে নির্দিষ্ট করা যাবে কি? এছাড়া ব্যবসার সম্পদ একবছর পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তার যাকাত আদায় রামাযান মাস পর্যন্ত বিলম্বিত করা যাবে কি? (১৭/৫৭)
ডিসেম্বর'১৩ কুরবানীর চামড়ার মূল্য কি যাকাত বা ছাদাক্বার ৮টি খাতে দান করতে হবে? দান না করে তা নিজে ভক্ষণ করলে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি? (১/৮১)
ডিসেম্বর'১৩ বৃষ্টি ও সেচ উভয়ের সমন্বয়ে ফসল উৎপাদিত হ'লে কি হিসাবে ওশর প্রদান করতে হবে? (১১/৯১)
মার্চ'১৪ দরিদ্র ও বিধবা হওয়ার কারণে সহোদর বোনকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে কি? (১/১৬১)
মে' ১৪ বার বার বলা সত্ত্বেও পিতা যাকাত আদায় করে না। এক্ষণে সন্তানের জন্য তার অর্থ গ্রহণ করা শরী'আত সম্মত হবে কি? (৩/২৪৩)
জুন' ১৪ ৩ মাস পূর্বে একটি ট্রাক ৪০ লক্ষ টাকা মূল্যে ক্রয় করেছি। যার মধ্যে ২৪ লক্ষ টাকা ঋণ রয়েছে। এক্ষণে আমার উপর যাকাত ফরয হয়েছে কি? (৫/২৮৫)
জুলাই'১৪ ফিৎরা আদায় করা কি ধনী-গরীব সকলের উপরেই ফরয? এজন্য কি ছাহেবে নিছাব হওয়া আবশ্যক? (৩৬/৩৫৬)
সেপ্টেম্বর'১৪ ওশর-যাকাত এগুলো টাকা দিয়ে আদায় করা শরী'আতসম্মত হবে কি? না নির্দিষ্ট প্রাণী, শস্য বা বস্তুর যাকাত সেই জিনিস দিয়েই আদায় করতে হবে? (৩/৪০৩)
সেপ্টেম্বর'১৪ ফিতরা সম্পর্কে সঠিক মাসআলা না জানার কারণে জনৈক ব্যক্তি ফিতরা আদায় করেনি। এক্ষণে রামাযানের পর তা আদায় করা যাবে কি? এর জন্য কোন কাফফারা দিতে হবে কি? (৩৮/৪৩৮)

হজ্জ ও ওমরা

অক্টোবর'১৩ শিশু সন্তান পিতা-মাতার সাথে হজ্জ পালন করলে তার কোন নেকী হবে কি বা হজ্জের ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে কি? এছাড়া উক্ত সন্তানের জন্য কি পৃথকভাবে ত্বাওয়াফ ও সাঈ করতে হবে না সন্তান কোলে নিয়ে করা হ'লে সেটাই যথেষ্ট হবে? (২৩/২৩)
নভেম্বর'১৩ রাসূল (ছাঃ) স্বীয় জীবদ্দশায় কতবার হজ্জ এবং ওমরাহ পালন করেছিলেন? (২৮/৬৮)
নভেম্বর'১৩ মক্কা থেকে ওমরা করার ক্ষেত্রে কি মসজিদে আয়েশায় যেতে হবে, না নিজ গৃহ থেকে বের হ'লেই যথেষ্ট হবে? (৩৭/৭৭)
মার্চ'১৪ কোন মহিলা তার দেবর বা ভাসুরের সাথে হজ্জে যেতে পারবে কি? (৩১/১৯১)
মে' ১৪ মক্কাবাসীকে ওমরাহ পালনের জন্য 'তানঈম' যেতে হবে কি? (১/২৪১)
মে' ১৪ হজ্জ ব্রত পালনকালে অজ্ঞতাবশে বিভিন্ন নামে একাধিক ওমরা করেছি। এক্ষণে উক্ত হজ্জ কি বাতিল বলে গণ্য হবে? (২২/২৬২)
জুন' ১৪ কেউ হজ্জ-এর নিয়ত করার পর মৃত্যুবরণ করলে হজ্জের নেকী পাবে কি এবং তার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে হবে কি? (৩২/৩১২)
সেপ্টেম্বর'১৪ হজ্জ বা ওমরাহ ব্যতীত ত্বাওয়াফ করার বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি? (৪০/৪৪০)
সেপ্টেম্বর'১৪ অমুসলিমের অর্থ দিয়ে হজ্জ পালন করা যাবে কি? (১৩/৪১৩)
সেপ্টেম্বর'১৪ হজ্জ বা ওমরাহ পালনের ক্ষেত্রে মাথা ন্যাড়া করা বা ছাটার ক্ষেত্রে শরী'আতের বিধান কি? (১১/৪১১)

কুরবানী

নভেম্বর'১৩ ইসমাঈল (আঃ)-এর জীবনের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা যে পশুটি প্রেরণ করেছিলেন, সেটি কি ছিল? (৪/৪৪)
নভেম্বর'১৩ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কুরবানী করার বিধান কি? ঋণ পরিশোধ না করে কুরবানী করা জায়েয হবে কি? (২৩/৬৩)
ডিসেম্বর'১৩ জন্মগতভাবে শিং বা কান না থাকলে উক্ত পশু কুরবানী করা জায়েয হবে কি? (৯/৮৯)
ডিসেম্বর'১৩ আমরা যেভাবে প্রতি বছর কুরবানীর বিধান পালন করে থাকি। ইব্রাহীম (আঃ) যতদিন বেঁচে ছিলেন তিনিও কি প্রতি বছর কুরবানী করেছিলেন? (২৯/১০৯)
জানুয়ারী'১৪ মহিষ দ্বারা কুরবানী করা যাবে কি? (১১/১৩১)
আগস্ট'১৪ কুরবানীর বকরী ক্রয়ের কিছুদিন পর বকরীর পায়ের খুর বড় হওয়ায় খুঁড়িয়ে হাটে। এমতাবস্থায় পায়ের ক্ষুর কাটা যাবে কি? অথবা যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় কুরবানী জায়েয হবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন। (৩৯/৩৯৯)
আগস্ট'১৪ কুরবানীর পশু অন্যের মাধ্যমে যবেহ করে নেওয়া যায় কি? (৪০/৪০০)

আক্বীক্বা/নামকরণ

অক্টোবর'১৩ আকীকার গোশত সাত দিনের বেশী রাখা যাবে কি? (২৫/২৫)

Contents

অক্টোবর'১৩ সন্তান জন্মের ৭ম দিনে যদি কুরবানীর ঈদের দিন হয় তবে ক্রয়কৃত পশু শিশুর আক্বীকা হিসাবে দিতে হবে, না কুরবানী হিসাবে? (৩৮/৩৮)

বিবাহ-তালাক/পারিবারিক জীবন

অক্টোবর'১৩ পিতার নির্দেশে স্বীয় অসম্মতিতে বিবাহ করায় স্ত্রীর প্রতি স্বামী চরম বিতৃষ্ণ। কিন্তু তালাক প্রদানে সম্মত নয়। এমতাবস্থায় স্ত্রী যদি উক্ত স্বামী থেকে পৃথক থাকতে বা ডিভোর্স দিতে চায় তাতে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি? (৫/৫)

নভেম্বর'১৩ আমার স্বামী প্রচণ্ড রাগী হওয়ায় কয়েক বছরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে রাগান্বিত অবস্থায় আমাকে কয়েকবার ১টি করে তালাক দিয়েছে। তালাকের বিধান সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকায় এরপরেও আমরা স্বাভাবিক জীবন-যাপন করছি। এক্ষণে উক্ত তালাকগুলির কারণে কি বিবাহ বাতিল হয়ে গেছে? (২০/৬০)

নভেম্বর'১৩ বিবাহের পর স্ত্রীকে নিজ বাড়ীতে না নিয়ে জোরপূর্বক শ্বশুরবাড়ীতে দীর্ঘদিন রাখা শরী'আতসম্মত কি? (৪০/৮০)

জানুয়ারী'১৪ স্বামী স্ত্রী থেকে তিন মাসের অধিক দূরে থাকার পর তালাক প্রদান করলে স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হবে কি? (২৩/১৪৩)

জানুয়ারী'১৪ বড় ভাই হারিয়ে যাওয়ায় তার সন্তানদের নিরাপত্তার কথা ভেবে ছোট ভাই তার স্ত্রীকে বিবাহ করে। কিন্তু পরবর্তীতে বড় ভাই ফিরে এসেছে। এক্ষণে করণীয় কী? (২৪/১৪৪)

জানুয়ারী'১৪ স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের বিবাহ কি নতুনভাবে পড়াতে হবে? (২৫/১৪৫)

জানুয়ারী'১৪ বিবাহের খুৎবা ঈজাব-কবুলের পরে হবে না আগে হবে? সম্মতি নেওয়ার জন্য পিতা ও সাক্ষীদেরকে মেয়ের কাছে যাওয়া কি শরী'আতসম্মত? (৩৭/১৫৭)

মার্চ'১৪ পাঁচ বছর পূর্বে দুই সন্তানসহ স্ত্রী খোলা তালাক নেওয়ার পর বর্তমানে ফিরে আসতে চাইলে করণীয় কি? (১৮/১৭৮)

মে' ১৪ বিয়ের পূর্বে অবৈধ সম্পর্কের কারণে গর্ভে আসা সন্তান পরবর্তীতে সন্তান জন্মের পূর্বেই তাদের বিবাহ হয়ে থাকলে সন্তান কি উক্ত পিতার দিকে সম্পর্কিত হবে? (৬/২৪৬)

মে' ১৪ স্ত্রী আদালতের মাধ্যমে স্বামীকে তালাক দিয়েছে। কিন্তু স্বামী স্ত্রীকে ছাড়তে রাযী নয়। এক্ষণে উক্ত স্ত্রীর জন্য করণীয় কি? (৩৭/২৭৭)

জুন' ১৪ পিতা-মাতা কর্তৃক ছেলে বা মেয়েকে জোরপূর্বক বিবাহ দেওয়া শরী'আতসম্মত হবে কি? এরূপ বিবাহের পর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটালে উক্ত ছেলে বা মেয়ে গুনাহগার হবে কি? (২৩/৩০৩)

জুলাই'১৪ স্ত্রী থাকা অবস্থায় তার বোনের মেয়েকে বিবাহ করা শরী'আতসম্মত হবে কি? (৩৪/৩৫৪)

সেপ্টেম্বর'১৪ অভিভাবকের অনুমতি না নিয়ে প্রচলিত কোর্ট ম্যারেজ কি শরী'আতসম্মত? যদি শরী'আতসম্মত না হয় তবে পরবর্তীতে করণীয় কি? (৩০/৪৩০)

সেপ্টেম্বর'১৪ চাকুরী পাওয়ার শর্তে কোন মেয়েকে বিবাহ করা যাবে কি? (২৫/৪২৫)

সেপ্টেম্বর'১৪ পিতৃ-পরিচয়হীন ও অভিভাবকহীন কোন মেয়েকে বিবাহ করা যাবে কি? (১৯/৪১৯)

এপ্রিল'১৪ সংসার পরিচালনায় সক্ষম স্বামীর অমতে সরকারী চাকুরী করায় স্বামী আমার প্রতি অসন্তুষ্ট। অন্যদিকে আমার সন্তান হচ্ছে না। এক্ষণে আমার করণীয় কি? (৪০/২৪০)

নভেম্বর'১৩ দাইয়ূছ কাদেরকে বলা হয়? এদের পরিণতি কি? (৩৯/৭৯)

সেপ্টেম্বর'১৪ পবিত্র কুরআনে স্বামী ও স্ত্রীকে পরস্পরের পোষাক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা কি? (১৭/৪১৭)

মহিলা বিষয়ক

অক্টোবর'১৩ পুলিশ বা সেনাবাহিনীসহ বিভিন্ন বাহিনীতে মহিলাদের চাকুরী করা বৈধ হবে কি? (৪/৪)

অক্টোবর'১৩ বিবাহিতা কন্যা পিতার গৃহে তিনদিনের বেশী থাকতে পারবে না। থাকলে সে নিজে তার খরচ বহন করবে। এ বক্তব্য কি শরী'আতসম্মত? (৩০/৩০)

ডিসেম্বর'১৩ মহিলারা ট্রেনের মহিলা কামরায় মাহরাম ব্যতীত ভ্রমণ করলে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি? (১৩/৯৩)

ডিসেম্বর'১৩ জনৈক আলেম বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, পৃথিবীতে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা দেওয়ার অনুমতি দিলে মাকে সিজদার অনুমতি দিতাম। উক্ত বক্তব্য সঠিক কি? (১৫/৯৫)

মার্চ'১৪ স্ত্রী স্বামীকে নাম ধরে ডাকতে পারে কি? (১৭/১৭৭)

এপ্রিল'১৪ মহিলাদের কণ্ঠে ইসলামী গান শোনা শরী'আতসম্মত হবে কি? (৩৬/২৩৬)

মে' ১৪ বিভিন্ন ইসলামী সম্মেলনে মহিলাদের প্রজেক্টরের মাধ্যমে বক্তব্য শুনার ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে পুরুষদের দেখা মহিলাদের জন্য জায়েয হবে কি? (৪/২৪৪)

জুন' ১৪ কত বছর বয়সে মেয়েদের জন্য পর্দা করা ফরয হয়? (২৯/৩০৯)

আগস্ট'১৪ আমি সর্বদা পর্দার মধ্যে থাকি। এক্ষণে আমি মাথার সামনের চুল সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কেটে সাইজ করে রাখতে চাচ্ছি। গৃহাভ্যন্তরে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এভাবে চুল ছাটা শরী'আত সম্মত হবে কি? (১৫/৩৭৫)

আগস্ট'১৪ বোরক্বা না পরে ফুল হাতা কামীজ পরে মাথায় স্কার্ফ দিয়ে চলাফেরা করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি? (১৬/৩৭৬)

আগস্ট'১৪ একাধিক পোষাকের ব্যাপারে শরী'আতের নির্দেশনা কি? যেমন একেক দিন একেক বোরক্বা পরিধান করা যাবে কি? এটা কি অপচয়ের মধ্যে গণ্য হবে? (১৭/৩৭৭)

সেপ্টেম্বর'১৪ মহিলাদের গার্মেন্টসে চাকুরী করা শরী'আতসম্মত হবে কি? (৩১/৪৩১)

অর্থনীতি

অক্টোবর'১৩ ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তাকে বিনা জানাযায় পুঁতে দিতে হবে মর্মে বক্তব্যটির কোন ভিত্তি আছে কি? (২৯/২৯)

অক্টোবর'১৩ মাছ চাষের জন্য পুকুরে মানুষের মলমূত্র নিক্ষেপ করা কি শরী'আতসম্মত? (৩২/৩২)

অক্টোবর'১৩ ধান চাষের সময় নির্ধারিত দরের ভিত্তিতে অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করে ধান উঠার পর বাজার মূল্যের চেয়ে কমে পূর্ব নির্ধারিত মূল্যে তা গ্রহণ করা বৈধ হবে কি? (৩৪/৩৪)

নভেম্বর'১৩ চোরাইপথে পণ্য আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসা করা জায়েয হবে কি? (৩৮/৭৮)

ডিসেম্বর'১৩ প্রয়োজনীয় ছবি তোলা ও প্রিন্ট করার ব্যবসা করা যাবে কি? (২৮/১০৮)

Contents

জানুয়ারী'১৪ কাঁকড়া খাওয়া ও এর ব্যবসা করা যাবে কি? (৩০/১৫০)
এপ্রিল'১৪ জনৈক ব্যক্তি কম মূল্যে বাকীতে জমি ক্রয় করে অধিক মুল্যে অন্যের কাছে তা বিক্রি করে পরে টাকা পরিশোধ করে দেয়। এরূপ ব্যবসায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি? (৩৫/২৩৫)
জুন' ১৪ চৈত্র মাস আসলে বাজারে ১লা বৈশাখ উদযাপন উপলক্ষে বৈশাখ সম্পর্কিত বিভিন্ন উক্তি সম্বলিত কাপড় পাওয়া যায়। এগুলি বেচা-কেনা করা জায়েয হবে কি? (৩৮/৩১৮)
জুলাই'১৪ পড়াশুনার জন্য বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষাবৃত্তি অথবা শিক্ষাঋণ গ্রহণ করা শরী'আতসম্মত হবে কি? (৩৫/৩৫৫)
সেপ্টেম্বর'১৪ ব্যবসায় কত শতাংশ লাভ করা যায়? এক্ষেত্রে শরী'আত নির্ধারিত কোন সীমারেখা আছে কি? (৩৭/৪৩৭)
সেপ্টেম্বর'১৪ রাসূল (ছাঃ) একজনের উপর আরেকজনের দর-দাম করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু বিভিন্ন স্থানে পণ্য নিলামে বা ডাকে বিক্রয়ের সময় একাধিক লোক দাম বলতে থাকে এবং যে সবচেয়ে বেশী বলে তার নিকটে পণ্যটি বিক্রিত হয়ে থাকে। এক্ষণে এ পদ্ধতি কি জায়েয হবে? (৩৫/৪৩৫)
সেপ্টেম্বর'১৪ সঊদী আরবে এক ধরনের অফিস রয়েছে, যেখানে ২০ হাযার টাকা মূল্যের মোবাইলের স্ক্র্যাচ কার্ড ৬ মাসের কিস্তি তে ৩০ হাযার টাকা পরিশোধ করার শর্তে বিক্রি করা হয়। অতঃপর ক্রেতা তা অন্যের নিকটে বিক্রি করে স্ক্র্যাচ কার্ডের টাকা ব্যবহার করে। শরী'আতে এরূপ ব্যবসার বিধান কি? (১০/৪১০)
সেপ্টেম্বর'১৪ জনৈক আলেম বলেন, বিবাহ না করলে মানুষ অর্ধেক দ্বীন থেকে খালি থাকে। একথার সত্যতা ও ব্যাখ্যা জানতে চাই। (১৫/৪১৫)
এপ্রিল'১৪ দেশের প্রচলিত আইনে বিচারকগণ বিচার করতে বাধ্য। অথচ এর অনেক আইনই ইসলামী বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। এক্ষণে বিচারকের পেশা গ্রহণ করা শরী'আতসম্মত হবে কি এবং বর্তমানে যারা এরূপ পেশায় জড়িত তাদের বাঁচার পথ কি? (২২/২২২)
সেপ্টেম্বর'১৪ জমি বর্গা চাষ বা ইজারা দেওয়ার শরী'আতসম্মত পন্থা কি কি? (২৪/৪২৪)

শিষ্টাচার

অক্টোবর'১৩ কোন ব্যক্তির নামের আগে শহীদ যুক্ত করে ডাকা যায় কি? (১৭/১৭)
অক্টোবর'১৩ কোন মানুষের নাম তাকে অপমান করার জন্য বিকৃত করা যাবে কি? (২০/২০)
ডিসেম্বর'১৩ টিভি, ইন্টারনেট তথা মিডিয়া বর্তমানে সমাজকে অশ্লীল কাজে উদ্বুদ্ধ করার প্রধানতম মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে এগুলি ধর্মীয় জ্ঞানার্জনেরও অন্যতম মাধ্যম। এক্ষণে এ ব্যাপারে আমাদের করণীয় কি? (২৩/১০৩)
ডিসেম্বর'১৩ অনেক গৃহকর্তা বা কর্ত্রী কাজের মানুষদের সাথে দাস-দাসীর ন্যায় আচরণ করে থাকে এবং তাদের অনেক নীচু পর্যায়ের বলে মনে করে। তাদেরকে নিম্ন মানের পোষাক, খাবার, আবাসস্থল প্রদান করে। এক্ষণে এরূপ আচরণের পরিণাম এবং এদের সাথে আচরণ কেমন হওয়া উচিত? (৩৭/১১৭)
ডিসেম্বর'১৩ যেসব বিদ'আতীদের সালাম প্রদান করা যাবে না তাদের কোন পর্যায় রয়েছে কি? না কি সাধারণভাবে সকল প্রকার বিদ'আতীকেই সালাম প্রদান থেকে বিরত থাকতে হবে? (৩৮/১১৮)
জানুয়ারী'১৪ দাঁড়িয়ে খাওয়া ও পান করা সম্পর্কে শরী'আতের বিধান কী? (২০/১৪০)
জানুয়ারী'১৪ নখ লম্বা করে রাখার ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি? (৩৬/১৫৬)
মার্চ'১৪ পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও জামা'আত ছুটে যাবে বলে জামা'আত ধরা ঠিক হবে কি? (৮/১৬৮)
এপ্রিল'১৪ স্যালুট প্রদান পদ্ধতির ক্ষেত্রে শরী'আতের বিধান কি? (২/২০২)
এপ্রিল'১৪ দাড়ির মূল অংশ ঠিক রেখে আশে-পাশের দাড়ি অনেকে শেভ করে থাকেন। এটা শরী'আতসম্মত হবে কি? (২৬/২২৬)
মে' ১৪ স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের গোপন স্থানে দৃষ্টিপাত করতে পারে কি? (২/২৪২)
মে' ১৪ স্বামী-স্ত্রী কতদিন যাবৎ পরস্পর থেকে দূরে থাকতে পারবে? প্রবাসী অনেককে বছরের পর বছর দূরে থাকতে দেখা যায়। এ ব্যাপারে শরী'আতে কোন নির্দেশনা আছে কি? (১৬/২৫৬)
মে' ১৪ পারস্পরিক সাক্ষাতে কি কি করণীয় ও কি কি বর্জনীয়? (৩৩/২৭৩)
জুন' ১৪ পিতা-মাতার দিকে অনুগ্রহের দৃষ্টিতে তাকালে কবুল হজ্জের নেকী লাভ করা যায় মর্মের বক্তব্যটি কি সঠিক? (১২/২৯২)
জুন' ১৪ হক-বাতিল প্রকাশের ক্ষেত্রে বড়দের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে কি? এছাড়া বড়দের নাম ধরে ডাকায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি? (২৫/৩০৫)
জুলাই'১৪ দাঁড়িয়ে পানি পান করলে শয়তানের পেশাব পান করা হয়। একথার কোন সত্যতা আছে কি? (১২/৩৩২)
আগস্ট'১৪ আমাদের গ্রামে আযানের সময় মহিলারা মাথায় কাপড় দেয়। শরী'আতে এরূপ কোন বিধান আছে কি? (১০/৩৭০)
মার্চ'১৪ ছালাতরত অবস্থায় পিতা-মাতা ডাক দিলে সেক্ষেত্রে করণীয় কি? (১৬/১৭৬)
সেপ্টেম্বর'১৪ পিস টিভি সহ কোন কোন ইসলামিক টিভিতে বালক-বালিকাদের ইসলামী গানের তালে তালে নৃত্য ও অভিনয় উপস্থাপিত হয়। এগুলি কতটুকু শরী'আতসম্মত? (৩৩/৪৩৩)
সেপ্টেম্বর'১৪ পুরুষ-মহিলা পরস্পরে সালাম বিনিময় করা যরূরী কি? (২৩/৪২৩)
জুলাই'১৪ 'আসসালামু 'আলা মানিত্তাবা'আল হুদা' বাক্যটি কেবল অন্যধর্মের লোকদের প্রতি সালাম প্রদানের সময় বলতে হবে কি? (২০/৩৪০)
মে' ১৪ দুপুরে বিশ্রাম নেওয়ার ব্যাপারে শরী'আতে কোন নির্দেশনা আছে কি? (২১/২৬১)
মে' ১৪ পিতা সন্তানকে দেখাশুনা করেনি বা ভরণ-পোষণ দেয়নি। এক্ষণে পিতার প্রতি উক্ত সন্তানের কোন দায়-দায়িত্ব আছে কি? (২৫/২৬৫)
মে' ১৪ পাঞ্জাবী হিন্দুদের পোষাক, শার্ট-প্যান্ট-কোট-টাই ইহূদী-খৃষ্টানদের, জুব্বা বা তোপ সঊদীদের জাতীয় পোষাক। এক্ষণে সুন্নাতী পোষাক বলে নির্দিষ্ট কোন পোষাক আছে কি? (১৭/২৫৭)
মার্চ'১৪ গীবত শ্রবণকারী গীবতকারীর সমপরিমাণ গোনাহগার হয়। সভা-সমিতিতে এরূপ গীবত হ'লে সেক্ষেত্রে শ্রবণকারীর করণীয় কি? (৩০/১৯০)
এপ্রিল'১৪ আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে মানুষের নাম বিকৃত করে ডাকা হয়। এ ব্যাপারে শরী'আতের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন। (৬/২০৬)

Contents

এপ্রিল'১৪	সমাজে মোবাইলে বা সাক্ষাতে বিদায়ের সময় অনেকেই 'ভাল থাকবেন' 'ভাল থাকুন' ইত্যাদি বলে থাকেন। এরূপ বলা কি শরী'আতসম্মত হবে? না হলে এক্ষেত্রে কি বলা উচিৎ?	(৮/২০৮)
সেপ্টেম্বর'১৪	পিতা-মাতার অবাধ্যতায় দ্বীনি শিক্ষা অর্জনের জন্য মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়া যাবে কি?	(২০/৪২০)

মীরাছ

অক্টোবর'১৩	স্বামী তার স্ত্রীর মোহর আদায় না করে মৃত্যুবরণ করার পর তার আত্মীয়-স্বজন স্বামীর জমি থেকে ১ বিঘা মোহর বাবদ দেওয়ার ওয়াদা করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তা আদায় করেনি। এক্ষণে উক্ত স্ত্রীর করণীয় কি?	(১৫/১৫)
নভেম্বর'১৩	জনৈক মহিলার সন্তান-সন্ততি না থাকায় বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ভাই-বোনদের অনুমতি নিয়ে পালক পুত্রের নামে সমুদয় সম্পত্তি লিখে দিয়েছে। এভাবে লিখে দেওয়া বা পালকপুত্রের জন্য তা গ্রহণ করা শরী'আত সম্মত হয়েছে কি?	(১৪/৫৪)
ডিসেম্বর'১৩	দেনমোহরের অর্থ পরিশোধ করার পূর্বে স্ত্রী মারা গেলে এবং তার পরিবারের সাথে সম্পর্ক না থাকায় তা স্ত্রীর ওয়ারিছদেরকে ফেরত প্রদান করা সম্ভব না হ'লে করণীয় কি?	(২৪/১০৪)
ডিসেম্বর'১৩	ওয়ারিছের অনুমতি সাপেক্ষে কোন ব্যক্তি কি তার সম্পূর্ণ সম্পদ কাউকে দান করতে পারেন? অনুমতি প্রদানের পর পরবর্তীতে তা পুনরায় দাবী করলে সেক্ষেত্রে করণীয় কি?	(৩০/১১০)
জানুয়ারী'১৪	মায়ের মৃত্যুর পর তার সম্পদ সন্তানদের মাঝে কিভাবে বণ্টন করতে হবে?	(৪/১২৪)
মে' ১৪	ভাইয়ের সামর্থ্য না থাকায় তার বিবাহের খরচ আমার নিজস্ব আয় থেকে করতে চাচ্ছি। কিন্তু আমার স্বামী তাতে বাধা দিচ্ছেন। এখন আমার করণীয় কি?	(১০/২৫০)
সেপ্টেম্বর'১৪	যৌথ পরিবারে কোন ভাই উপার্জন করে, কোন ভাই করে না। যারা উপার্জন করে তারা মা-বাবা, ভাই-বোনসহ সবার ভরণ-পোষণ দেয়। এক্ষণে উপার্জনকারী কোন ভাইয়ের ক্রয়কৃত সম্পদে কি অন্যরা ভাগ পাবে?	(৩৬/৪৩৬)

দো'আ

জানুয়ারী'১৪	মুছাফাহা করার সময় কোন দো'আ পড়তে হয় কি?	(৫/১২৫)
এপ্রিল'১৪	জনৈক আলেম বলেন, দো'আই ইবাদতের মূল। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা আছে কি?	(১৭/২১৭)
জুন' ১৪	মৃত্যু যন্ত্রণা ও কবরের আযাব থেকে বাঁচার উপায় জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২০/৩০০)
জুলাই'১৪	যে ব্যক্তি 'সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী' পড়ে তার আমলনামায় নাকি এক লক্ষ চব্বিশ হাযার নেকী লেখা হয়। একথা কি সঠিক?	(২২/৩৪২)
সেপ্টেম্বর'১৪	রব্বির হামহুমা... এই দো'আটি কি পিতা-মাতা জীবিত হৌন বা মৃত হৌন উভয় অবস্থাতেই করা যাবে?	(১/৪০১)

কসম-মানত

অক্টোবর'১৩	পিতা-মাতার মাথায় হাত রেখে কসম খাওয়া যাবে কি?	(১৯/১৯)
জুলাই'১৪	মাদরাসাগুলিতে বিপদাপদ বা মানত পূরণের জন্য যে ছাদাক্বা করা হয়, তার প্রকৃত হকদার কে? সকলেই কি তা খেতে পারবে?	(২৭/৩৪৭)

কুরআনুল কারীম সংক্রান্ত

অক্টোবর'১৩	কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহের বিন্যাস এবং নামকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৭/৭)
নভেম্বর'১৩	কুরআনের বিভিন্ন স্থানে 'আল্লাহ বান্দার সাথে আছেন' মর্মে বহু আয়াত বর্ণিত হয়েছে। এর প্রকৃতি ও স্বরূপ কি?	(২/৪২)
নভেম্বর'১৩	আল্লাহ তা'আলা বলেন, অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনা সত্ত্বেও মুশরিক (ইউসুফ ১২/১০৬)। অত্র আয়াতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে?	(১২/৫২)
নভেম্বর'১৩	রাতের বেলা সূরা আলে-ইমরানের শেষ দশ আয়াত পাঠ করার কোন ফযীলত আছে কি?	(৩১/৭১)
নভেম্বর'১৩	সূরা ক্বাছাছ ৮৮ আয়াত এবং রহমান ২৭ আয়াতে 'ওয়াজহু' শব্দ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে?	(৩৪/৭৪)
জানুয়ারী'১৪	যেসব সূরার শেষ আয়াতে সিজদা দিতে হয় সেগুলি পাঠ করার পর কি প্রথমে সিজদায়ে তেলাওয়াত অতঃপর রুকূতে যেতে হবে?	(১৭/১৩৭)
মার্চ'১৪	সূরা হূদের ১১৪ আয়াতের তাফসীর জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১০/১৭০)
মার্চ'১৪	পবিত্র কুরআনে মুসলামানদেরকে মুসলিম, মুমিন, মুহসিন তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা কি?	(২১/১৮১)
মার্চ'১৪	পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ইরাম দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে?	(২২/১৮২)
মার্চ'১৪	সূরা কাহফের বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?	(৪০/২০০)
এপ্রিল'১৪	সূরা তওবার ২ নং আয়াতের প্রেক্ষাপট কি? প্রচলিত তিন চিল্লার সাথে সাথে এর কোন সম্পর্ক আছে কি?	(৩১/২৩১)
এপ্রিল'১৪	কুরআনে আল্লাহ তা'আলা নিজেকে বুঝাতে কোন স্থানে 'আমি' আবার কোন স্থানে 'আমরা' ব্যবহার করেছেন। এরূপ করার কারণ কি?	(৩২/২৩২)
জুন' ১৪	পৃথিবী গোলাকার হওয়ার ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কোন প্রমাণ আছে কি?	(৭/২৮৭)
জুন' ১৪	ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) রামাযানে ৬১ বার কুরআন খতম করতেন। উক্ত ঘটনার সত্যতা আছে কি?	(৩৩/৩১৩)
জুন' ১৪	সূরা বাক্বারাহ ১১৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৫/৩১৫)
জুলাই'১৪	প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সূরা তওবার প্রথমে বিসমিল্লাহ পড়তে হয় না। এর কোন দলীল আছে কি?	(৩৮/৩৫৮)
আগস্ট'১৪	কুরআন তেলাওয়াত ও শ্রবণ করায় সমান নেকী অর্জিত হবে কি?	(৭/৩৬৭)
আগস্ট'১৪	কুরআনের আরবী শব্দাবলী বুঝার জন্য বাংলা অক্ষরে উচ্চারণ করে লেখা যাবে কি? এছাড়া অন্য ভাষাতে লেখা যাবে কি?	(২৯/৩৮৯)
আগস্ট'১৪	জনৈক ব্যক্তি বলেন, সূরা ইয়াসীনের ২১ নং আয়াত অনুযায়ী বিনিময় নিয়ে ছালাত আদায় করানো ইমামের পিছনে ছালাত হবে না। এ বক্তব্যের কোন সত্যতা আছে কি?	(৩০/৩৯০)
আগস্ট'১৪	সকল আসমানী কিতাব কি আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে?	(১২/৩৭২)

Contents

জুলাই'১৪	আল্লাহ্‌র বাণী 'কেবল আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করেন'। এখানে আলেম দ্বারা উদ্দেশ্য কি?	(১৪/৩৩৪)
এপ্রিল'১৪	জনৈক আলেম বলেন, তাফসীর পড়া যাবে না। এতে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। বরং কুরআন ও হাদীছ পাঠ করতে হবে। উক্ত বক্তব্য সঠিক কি?	(৩৪/২৩৪)
সেপ্টেম্বর'১৪	কুরআনের আরবী শব্দাবলী বুঝার জন্য বাংলা অক্ষরে উচ্চারণ করে লেখা যাবে কি?	(২/৪০২)

ইতিহাস/কাহিনী

অক্টোবর'১৩	রাসূল (ছাঃ) নবুঅতপ্রাপ্তির পূর্বে হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। প্রশ্ন হ'ল: কী কারণে ও কিসের ভিত্তিতে তিনি এরূপ করতেন এবং সেখানে তিনি কি ধরনের ইবাদত করতেন?	(৩১/৩১)
অক্টোবর'১৩	হযরত আদম (আঃ) শ্রীলংকায় অবতরণ করেছিলেন মর্মে যে জনশ্রুতি রয়েছে তা কতটুকু নির্ভরযোগ্য? অথচ এর উপর ভিত্তি করে 'আদম্‌স পিক' নামে সেখানে একটি পাহাড়কে অবতরণস্থল হিসাবে গণ্য করে মাযার বানিয়ে লোকেরা পূজা করছে।	(৪০/৪০)
মার্চ'১৪	মু'আবিয়া (রাঃ) কিভাবে খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৯/১৮৯)
জুন' ১৪	ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) আব্বাসীয় শাসনামলে ব্যাপক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন কি?	(১৩/২৯৩)
জুন' ১৪	রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের সংখ্যা কত ছিল?	(১৬/২৯৬)
মে' ১৪	মাওলানা আকরম খাঁ ও সৈয়দ আহমাদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সীনা চাক বা বক্ষবিদারণ বিষয়টিকে অযৌক্তিক বলে আখ্যায়িত করেছেন। এর সত্যতা আছে কি?	(৩৮/২৭৮)
এপ্রিল'১৪	মাওলানা আকরম খাঁ, স্যার সৈয়দ আহমাদ, সুলায়মান নদভী মি'রাজের ঘটনাকে স্বাপ্নিক বলেছেন। এর সত্যতা আছে কি?	(২৩/২২৩)
নভেম্বর'১৩	উম্মে হারাম বিনতে মিলহান এবং উম্মে সুলাইম-এর সাথে রাসূল (ছাঃ) কিরূপ সম্পর্ক ছিল?	(১০/৫০)
জুন' ১৪	হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, তাঁর নিকটে এমন গোপন ইলম রয়েছে, যা প্রকাশ করলে তার কণ্ঠনালী কর্তিত হবে। কেউ কেউ এই গোপন ইলম দ্বারা ছূফীদের বাতেনী ইলমকে বুঝাতে চান। এক্ষণে উক্ত গোপন ইলম বলতে কি বুঝানো হয়েছে?	(১৪/২৯৪)

বাতিল মতবাদ/কুসংস্কার/আচার-অনুষ্ঠান

অক্টোবর'১৩	দরূদ হিসাবে 'আল্লাহুম্মা ছাল্লে 'আলা সাইয়িদিনা মাওলানা মুহাম্মাদ' পাঠ করা যাবে কি?	(৩৫/৩৫)
অক্টোবর'১৩	আমরা মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ করার উদ্দেশ্যে আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও মৌলবী-মাওলানাদের দাওয়াত খাইয়ে থাকি। এরূপ কাজ কতটুকু শরী'আতসম্মত?	(৩৭/৩৭)
নভেম্বর'১৩	শুভলক্ষণ বা কুলক্ষণ বলতে কি বুঝায়? শরী'আতে এসবের কোন ভিত্তি আছে কি?	(৯/৪৯)
নভেম্বর'১৩	জনৈক ব্যক্তি কাদিয়ানী মতবাদের অসারতা প্রমাণের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর পর কোন নবী আসবেন না বলে আল্লাহর নামে কসম খেয়ে ৫ম বার বলেন 'আমি যদি মিথ্যা বলি তবে আমার উপর গযব নাযিল হৌক'। দাওয়াতী ক্ষেত্রে এভাবে কসম খাওয়ায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?	(৬/৪৬)
নভেম্বর'১৩	কোন্ দলীলের ভিত্তিতে তাওহীদকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়?	(৭/৪৭)
ডিসেম্বর'১৩	হজ্জে গমনের সময় অনেকে মৃত্যুর আশংকায় অথবা যমযম পানিতে ধুয়ে বরকত হাছিলের জন্য কাফনের কাপড় নিয়ে যায়। এরূপ করা কি শরী'আতসম্মত?	(৭/৮৭)
ডিসেম্বর'১৩	বিবাহের ওয়ালীমা কি বিয়ের পরের দিন করাই যরূরী। না পরে করা যাবে?	(১৪/৯৪)
এপ্রিল'১৪	আমাদের সমাজে স্ত্রী প্রথম গর্ভবতী হওয়ার ৭-৮ মাস পর 'বৌ বিদায়' নামে একটি অনুষ্ঠান ঘটা করে পালন করা হয়। এর কোন ভিত্তি আছে কি?	(২৫/২২৫)
মে' ১৪	কেউ কেউ বলে থাকেন, যারা ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না তাদের জন্য তাক্বলীদ করা বৈধ? এ কথা কি সঠিক?	(১৫/২৫৫)
জুন' ১৪	প্রচলিত ঈছালে ছওয়াব অনুষ্ঠানের কোন ভিত্তি শরী'আতে আছে কি? এসব অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়া বা উপস্থিত হওয়া শরী'আতসম্মত হবে কি?	(২১/৩০১)
জুলাই'১৪	সালাম প্রদানের পর বুকে হাত রাখার ব্যাপারে শরী'আতে কোন নির্দেশনা আছে কি?	(৬/৩২৬)
জুলাই'১৪	আমাদের এলাকায় কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার গোসল দেওয়া স্থানটি পরবর্তী কয়েদিন যাবৎ ঘিরে রাখা হয় এবং সন্ধ্যার পর আগরবাতি জ্বালানো হয়। এগুলি কি শরী'আতসম্মত?	(৮/৩২৮)
আগস্ট'১৪	প্রচলিত হালখাতা প্রথা শরী'আত সম্মত কি?	(১/৩৬১)
আগস্ট'১৪	অনেক ইসলামী সঙ্গীত সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন গানের সুর ও ছন্দ নকল করে গাওয়া হয়। এরূপ নকলে কোন বাধা আছে কি?	(৩/৩৬৩)
আগস্ট'১৪	সুন্নাতে খাৎনার নিয়ম কিভাবে প্রবর্তন হয়? এর উদ্দেশ্য কি? এর নিয়ম-কানূনগুলি কি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত?	(১১/৩৭১)
আগস্ট'১৪	সন্তান প্রসবকালীন সময়ে কোন মহিলা মৃত্যুবরণ করলে তিনি কি শহীদের মর্যাদা লাভ করবেন?	(৩৬/৩৯৬)
নভেম্বর'১৩	সমাজে খাৎনাকে কেন্দ্র করে যে সব আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয় সেগুলো কতটুকু শরী'আতসম্মত?	(২৬/৬৬)
আগস্ট'১৪	প্রচলিত আছে যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমার কাছে দু'টাকা থাকলে এক টাকা দিয়ে খাদ্য ক্রয় কর আরেক টাকা দিয়ে ফুল ক্রয় কর। এর কোন সত্যতা আছে কি?	(১৮/৩৭৮)
আগস্ট'১৪	মাস্টার্স শেষ হওয়া উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে 'র‌্যাগ ডে' নামক যে অনুষ্ঠান হয়ে থাকে এতে অংশগ্রহণ করা বা আর্থিকভাবে সাহায্য করা শরী'আত সম্মত হবে কি?	(১৩/৩৭৩)
জুন' ১৪	বিভিন্ন স্থানে লেখা দেখা যায়, 'নবী করীম (ছাঃ) গাছ লাগিয়েছেন, তাই আমাদেরকে গাছ লাগাতে হবে'। এটা কি সঠিক?	(১৫/২৯৫)
মে' ১৪	জনৈক আলেম বলেন, আহলেহাদীছ হতে হলে এক লক্ষ হাদীছের হাফেয হতে হবে। এ কথার সত্যতা আছে কি?	(৩৪/২৭৪)
মে' ১৪	'অন্ধ ব্যক্তি স্বীয় অন্ধত্বের উপর ছবর করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে'। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৬/২৬৬)

Contents

জানুয়ারী'১৪	জনৈক বক্তা বলেন, আব্দুল ক্বাদের জীলানী (রহঃ) ১৮ পারা কুরআন মায়ের গর্ভে থাকাকালীন সময় মুখস্থ করেছিলেন। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩/১২৩)
নভেম্বর'১৩	জনৈক ছাহাবী শরীরে তীরবিদ্ধ হ'লেও কুরআন পাঠ বন্ধ করলেন না এবং জনৈক ছাহাবীর পায়ে বর্শা ঢুকে গেলে তিনি ছালাতে দাঁড়ালেন, অতঃপর বর্শা টেনে বের করা হ'ল। কিন্তু তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না। ঘটনা দু'টির সত্যতা আছে কি?	(৮/৪৮)

হাদীছের ব্যাখ্যা ও তাখরীজ

অক্টোবর'১৩	**পানির পাত্র ঢেকে না রাখলে শয়তান পেশাব করে দেবে মর্মে শরী'আতে কোন বর্ননা রয়েছে কি?**	(৩৩/৩৩)
ডিসেম্বর'১৩	যে ব্যক্তি মক্কার পথে মৃত্যুবরণ করবে কিয়ামতের দিন তার হিসাব গ্রহণ করা হবে না মর্মে বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ?	(৬/৮৬)
ডিসেম্বর'১৩	আরশ সম্পর্কে উমাইয়া বিন আবী সালতের যে কবিতা রাসূল (ছাঃ) সত্যায়ন করেছেন (رجل وثور ....إلا معذبة وإلا تجلد) বলে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে (আহমাদ হা/২৩১৪, আবু ইয়া'লা হা/২৪৮২)। হাদীছটির বিশুদ্ধতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৭/৯৭)
জানুয়ারী'১৪	সিলসিলা ছহীহাহ ও যঈফাহ গ্রন্থদ্বয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২/১২২)
জানুয়ারী'১৪	মুসলিমের (মুসলিম হা/১৮২৭) একটি হাদীছে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র উভয় হাতই ডান। অন্য হাদীছে (মুসলিম হা/২৭৮৮) তাঁর বাম হাতের কথা এসেছে। উভয় হাদীছের বৈপরিত্যের সমাধান কি?	(২২/১৪২)
জানুয়ারী'১৪	সূরা তাকাছুর একবার পড়লে এক হাযার আয়াত পড়ার সমান ছওয়াব হয় এবং উক্ত সূরা পাঠকারীকে আল্লাহ্‌র রাজত্বে শুকরিয়া আদায়কারী হিসাবে গণ্য করা হয়। হাদীছটি কি ছহীহ?	(২৮/১৪৮)
জানুয়ারী'১৪	পেশাব-পায়খানা ও স্ত্রী সহবাস ব্যতীত বস্ত্রহীন হওয়া যাবে না মর্মে বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ?	(৩৮/১৫৮)
মার্চ'১৪	'মুসলমানগণ যে বিষয়কে উত্তম মনে করে আল্লাহর নিকটেও তা উত্তম'- উক্ত হাদীছটি কি সত্য এবং এর ব্যাখ্যা কি?	(১১/১৭১)
মার্চ'১৪	রাসূল (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তির ঘরে কৃষি যন্ত্রপাতি দেখে মন্তব্য করেন 'যে ব্যক্তির ঘরে এসব প্রবেশ করে আল্লাহ সেখানে লাঞ্ছনাও প্রবেশ করান'। উক্ত হাদীছটির ব্যাখ্যা কি?	(২৪/১৮৪)
মার্চ'১৪	রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে শরীক না করলে সে জান্নাতে যাবে, যদিও সে যেনা করে ও চুরি করে। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা কি?	(৩৬/১৯৬)
জুলাই'১৪	'বিদ্বানের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে উত্তম' বক্তব্যটির কোন ভিত্তি আছে কি?	(৫/৩২৫)
জুন' ১৪	ওমর (রাঃ)-এর চিঠির মাধ্যমে নীলনদের পানি প্রবাহিত হওয়ার ঘটনাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৮/২৮৮)
জুন' ১৪	'হিন্দুস্থানে একটি যুদ্ধ হবে এবং সেখানে শাহাদতবরণকারীগণ জান্নাতে যাবে' মর্মের বর্ণনাটির কোন সত্যতা আছে কি?	(২/২৮২)
মে' ১৪	দেশকে ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ' কথাটি কি হাদীছ? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২০/২৬০)
জানুয়ারী'১৪	'মুমিনের ক্বলবই আল্লাহ্‌র আরশ'। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?	(২৬/১৪৬)
মার্চ'১৪	জনৈক আলেম বলেন, খাদীজা (রাঃ)-এর দাফনের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অশ্রু ফোঁটায় তাঁর কবর সিক্ত হলে আল্লাহ মুনকার-নাকীর কে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সওয়াল-জওয়াব করতে নিষেধ করে দেন। এ বিবরণ কি সত্য?	(২/১৬২)
মার্চ'১৪	আমাদের মসজিদে লেখা আছে জুম'আর দিন আছর ছালাতের পর 'আল্লাহুম্মা ছাল্লিআলা মুহাম্মাদীন নাবিয়িল উম্মী ওয়ালা আলীহী ওয়া ছাল্লাম তাসলীমা'- এ দরুদটি ৮০ বার পাঠ করলে মহান আল্লাহ ৮০ বছরের গুনাহ মাফ করে দেন এবং তার আমলনামায় ৮০ বছরের নফল ইবাদতের নেকী লেখা হবে। এর সত্যতা জানতে চাই।	(৭/১৬৭)
নভেম্বর'১৩	অন্যের ভ্রূণ নষ্ট করার পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় জানতে চাইলে জনৈক আলেম এর কাফফারা হিসাবে দু'মাস ছিয়াম পালন এবং তওবা করতে বলেন। উক্ত বক্তব্য কি শরী'আত সম্মত?	(১৩/৫৩)
নভেম্বর'১৩	রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী, 'কালেমা পাঠকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে' এবং কালেমা পাঠ করা সত্ত্বেও মুশরিক ও মুনাফিকরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না' উভয় বক্তব্যের বৈপরিত্যের সমাধান কি?	(২২/৬২)
নভেম্বর'১৩	উপরে উঠতে 'আল্লাহু আকবার' এবং নীচে নামতে 'সুবহানাল্লাহ' বলতে হবে' বিষয়টি কি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত?	(২৭/৬৭)
আগস্ট'১৪	জনৈক আলেম বলেন, যে ব্যক্তি সারা জীবন আমল করেছে, কিন্তু অন্য মানুষকে কখনো দ্বীনের দাওয়াত দেয়নি। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। উক্ত বক্তব্যের কোন সত্যতা আছে কি?	(১৯/৩৭৯)

শিরক-বিদ'আত

মার্চ'১৪	পীরের মাযারে গিয়ে মানুষ বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়। যেমন রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ, সম্পদ অর্জন ইত্যাদি। এগুলি কিভাবে কার পক্ষ থেকে হয়?	(১৯/১৭৯)
এপ্রিল'১৪	ইসলামের দৃষ্টিতে কোন দিবস পালন করা কোন পর্যায়ের শিরক? কিভাবে এটা শিরকের পর্যায়ভুক্ত গোনাহে পরিণত হয়?	(২৯/২২৯)
জুলাই'১৪	বিদ'আতী ও অহংকারী ব্যক্তির পরিণতি কি?	(১৯/৩৩৯)
সেপ্টেম্বর'১৪	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাধ্যগতভাবে পিটি করতে হয়। যেখানে ইসলাম বিরোধী বাক্যসম্বলিত জাতীয় সঙ্গীত গাইতে হয়। এক্ষণে আমাদের করণীয় কি?	(১৬/৪১৬)

হালাল-হারাম

অক্টোবর'১৩	ভিওআইপি ব্যবসা করা কি হারাম? যদি হারাম হয়ে থাকে, তবে এর মাধ্যমে প্রবাস থেকে কল করা বৈধ হবে কি?	(৩/৩)
অক্টোবর'১৩	কাদিয়ানীদের প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করতে কোন বাধা আছে কি?	(১২/১২)
অক্টোবর'১৩	সরকারী বীমা বা ব্যাংকে চাকুরী করতে বাধা আছে কি?	(১৩/১৩)
নভেম্বর'১৩	হিন্দুদের বানানো মিষ্টি মুসলমানদের খেতে কোন বাধা আছে কি?	(১৬/৫৬)

ডিসেম্বর'১৩ অন্যান্য প্রাণী হারাম হ'লেও মৃত মাছ খাওয়া জায়েয হওয়ার কারণ কি? (৮/৮৮)
ডিসেম্বর'১৩ ব্রাক, আশা, কেয়ার প্রভৃতি এনজিওতে চাকুরী করা বা তাদের সাথে যে কোন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি? (৩১/১১১)
জানুয়ারী'১৪ খরগোশের গোশত খাওয়া জায়েয কি? (১২/১৩২)
মার্চ'১৪ নিরাময়যোগ্য নয় এরূপ রোগগ্রস্ত গরু-ছাগল কষ্ট পাওয়ার কারণে জবাই করা হলে তার গোশত খেতে কারো রুচিতে কুলাবে না। এরূপ অবস্থায় জবাই করে পুঁতে ফেলা জায়েয হবে কি? (৩/১৬৩)
মার্চ'১৪ কারো কাছে কর্যে হাসানা না পেয়ে একান্ত বাধ্যগত অবস্থায় সূদের উপর কর্য নেয়া যাবে কি? (৬/১৬৬)
মার্চ'১৪ অনেক ছাত্রকে দেখা যায় তারা টিকিট না কেটে টিটিকে অল্প কিছু টাকা দিয়ে ট্রেনে ভ্রমণ করে। এটা কি শরী'আতসম্মত? (১২/১৭২)
মার্চ'১৪ মুসলিম কোন দোকান না থাকায় অমুসলিম সুপার মার্কেট থেকে গরুর গোশত কিনে খাওয়া কি বৈধ হবে? (২৭/১৮৭)
মার্চ'১৪ সরকারী উপবৃত্তি পাওয়ার জন্য বয়স কম দেখানো হচ্ছে। এভাবে টাকা উঠানো জায়েয হবে কি? (৩৭/১৯৭)
এপ্রিল'১৪ মুহুরীর পেশা গ্রহণ করা যাবে কি? (১১/২১১)
এপ্রিল'১৪ আল্লাহর কাছে হালাল রূযী কামনা করার জন্য কোন দো'আ আছে কি? (১২/২১২)
এপ্রিল'১৪ কুরবানীর ৩ দিন হাঁস-মুরগী যবেহ করা কিংবা গোশত কিনে খাওয়া কি হারাম? (১৪/২১৪)
এপ্রিল'১৪ অর্থনীতি, পলিটিক্যাল সাইন্স, ব্যাংকিং প্রভৃতি বিষয়ে অধিকাংশ পাঠ্য বই ইসলাম বিরোধী। এছাড়া এগুলি শেখার পর হারাম পেশা গ্রহণ করতে হয়। এসব বিষয়ে পড়াশুনা করা শরী'আতসম্মত হবে কি? (২৭/২২৭)
এপ্রিল'১৪ চুরি করার পর কুরআনে হাত রেখে কসম করে তা অস্বীকার করার অনেকদিন পর নিজের ভুল বুঝতে পেরে তা ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু মূল মালিককে না পাওয়ায় ফেরত দিতে পারছে না। এক্ষণে এর কাফফারা স্বরূপ কি করণীয়? (২৮/২২৮)
মে' ১৪ আমার দোকানে কম্পিউটার, টিভি, মোবাইল, ডিভিডি প্লেয়ার ইত্যাদি বিক্রয় হয়ে থাকে। এসব পণ্যের ব্যবহারকারীদের অবৈধ ব্যবহারের ফলে বিক্রেতা হিসাবে আমি গোনাহগার হব কি? (৭/২৪৭)
মে' ১৪ শরী'আতে প্রাণীর ছবি ঘরে রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। এক্ষণে যেহেতু গাছ-পালারও প্রাণ রয়েছে, সেহেতু গাছ-পালা ঘরে রাখা যাবে কি? (৯/২৪৯)
মে' ১৪ স্থিতিশীল বাজারে কোন পণ্যের ঘাটতির কারণে কোন বিক্রেতা দ্বিগুণ দামে পণ্য বিক্রয় করলে তা বৈধ হবে কি? (২৪/২৬৪)
মে' ১৪ ব্যাংকের সূদ গ্রহণ না করলে কর্তৃপক্ষ তা ভোগ করে। এক্ষণে সূদ নিজে গ্রহণ না করে গরীব-মিসকীনদের মাঝে বিতরণ করলে শরী'আতে এটা জায়েয হবে কি? (৪০/২৮০)
জুন' ১৪ জনৈক ব্যক্তি একটি কঠিন পাপকর্ম থেকে তওবা করার পর শয়তানের ধোঁকায় পড়ে পুনরায় উক্ত গোনাহে লিপ্ত হয়েছে। এক্ষণে উক্ত ব্যক্তির করণীয় কি? (৬/২৮৬)
জুন' ১৪ পালিত ছেলে-মেয়ে কি পালক পিতা-মাতার জন্য বা তাদের প্রকৃত সন্তানদের ক্ষেত্রে মাহরাম হিসাবে গণ্য হবে? এদের কোন বয়সসীমা আছে কি? (১৮/২৯৮)
জুন' ১৪ মৃত মুরগীর পেট থেকে ডিম বের করে খাওয়া যাবে কি? (২৮/৩০৮)
জুলাই'১৪ ব্যাংকে চাকুরী করে উপার্জিত সকল অর্থই কি হারাম হবে? (২৫/৩৪৫)
আগস্ট'১৪ আয়না দেখে কোন হারানো বস্তু বের করার বিষয়টি সমাজে প্রচলিত রয়েছে এবং তার বাস্তবতাও রয়েছে। এক্ষণে এতে বিশ্বাস করা যাবে কি? (২০/৩৮০)
আগস্ট'১৪ জনৈক ব্যক্তি বলেন, গাছ-গাছড়া তাবীয হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না। তবে কুরআনের আয়াত তাবীয হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। এর কোন সত্যতা আছে কি? (২১/৩৮১)
আগস্ট'১৪ অমুসলিমের রক্ত মুসলমানের দেহে প্রবেশ করানো যাবে কি? এছাড়া অমুসলিমকে রক্তদানে কোন বাধা আছে কি? (২৬/৩৮৬)
আগস্ট'১৪ পাখির গোশত ভক্ষণের ক্ষেত্রে শরী'আতের নির্দেশনা কি? কোয়েল পাখির গোশত বা ডিম খাওয়া শরী'আত সম্মত হবে কি? (২৭/৩৮৭)
আগস্ট'১৪ সরকার বর্তমানে মালয়েশিয়া যাওয়া নিষিদ্ধ করেছে। এমতাবস্থায় চোরাইপথে সেখানে গিয়ে অর্থ উপার্জন করা শরী'আতসম্মত হবে কি? (৩৫/৩৯৫)
সেপ্টেম্বর'১৪ শুকরের নাম উচ্চারণ করলে ৪০ দিনের ইবাদত কবুল হয় না। এর কোন সত্যতা আছে কি? (৩৯/৪৩৯)
সেপ্টেম্বর'১৪ কুরআন-হাদীছ ও ইসলামিক বইপত্র যেসব মোবাইলে থাকে সেগুলি পকেটে নিয়ে টয়লেটে যাওয়া যাবে কি? (১২/৪১২)
জুলাই'১৪ টিভিতে ফুটবল, ক্রিকেট খেলা দেখা শরী'আতসম্মত হবে কি? (৩৩/৩৫৩)
জুন' ১৪ পুরুষদের জন্য হাতে বা নখে মেহেদী মাখা শরী'আতসম্মত হবে কি? (৩১/৩১১)
মে' ১৪ পাকা চুল-দাড়ি উঠিয়ে ফেলায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি? (৩৯/২৭৯)
সেপ্টেম্বর'১৪ ভ্রু-এর কিছু কিছু চুল বেশী বড় হয়ে গেলে তা কেটে ফেলায় কোন বাধা আছে কি? (১৪/৪১৪)

জিহাদ-ক্বিতাল/রাজনীতি

অক্টোবর'১৩ আল্লাহ কর্তৃক জিহাদের প্রস্তুতি নেওয়ার আদেশ কি কেবল শাসকদের উপর? না সাধারণ মানুষও এ প্রস্তুতি গোপনে গ্রহণ করতে পারবে? (১৬/১৬)
ডিসেম্বর'১৩ ইসলামী নির্দেশনা অনুযায়ী একজন আমীরের নির্ধারিত কোন মেয়াদকাল আছে কি? (২৫/১০৫)
ডিসেম্বর'১৩ খলীফাগণের নির্বাচন পদ্ধতি কি ছিল? (২৬/১০৬)
ডিসেম্বর'১৩ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' কেবল দাওয়াতী কাজ করে, রাজনৈতিক ময়দানে তাদের কোন কার্যক্রম নেই। অতএব এটি কি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন? (২৭/১০৭)
মার্চ'১৪ ছহীহ মুসলিমে এসেছে, চিরদিন আমার উম্মতের একটি দল হক-এর উপর কিতাল করবে...। এর অর্থ কি তারা সর্বদা যুদ্ধ করতে থাকবে? অথচ রাসূল (ছাঃ) জীবনের বহু সময় কিতাল বিহীন অবস্থায় অতিবাহিত করেছেন! (৩৩/১৯৩)
মার্চ'১৪ জিহাদ কি এবং কেন? কোন কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে জিহাদ 'ফরযে আইন' এবং 'ফরযে কিফায়া' সাব্যস্ত হয়? (৩৯/১৯৯)

Contents

এপ্রিল'১৪	ধর্মীয় জীবনে ইসলামের সকল বিধি-বিধান মেনে চলার সাথে সাথে বৈষয়িক জীবনে গণতন্ত্র বা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য সময় ও শ্রম ব্যয় করলে নিজেকে মুসলিম হিসাবে দাবী করা যাবে কি?	(২১/২২১)
মে' ১৪	উলুল আমর কাকে বলে? ইসলামী খেলাফত যদি কায়েম না থাকে, তবে শরী'আতে উলুল আমর- এর নির্দেশ মেনে চলার বিধান কি ততদিন পর্যন্ত স্থগিত থাকবে? এছাড়া আমীরের আনুগত্য, জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপন ইত্যাদি বিষয়গুলির ব্যাপারে বিধান কি হবে?	(১৮/২৫৮)
মে' ১৪	ময়দানের জিহাদ ছোট ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ বড়। উক্ত বক্তব্যের কোন সত্যতা আছে কি?	(৩৬/২৭৬)
সেপ্টেম্বর'১৪	খারেজীদের বৈশিষ্ট্য কি কি?	(৩৪/৪৩৪)
মার্চ'১৪	জনৈক আলেম বলেন, নাস্তিক সরকারের পতনের জন্য দেশের একমাত্র প্রতিবাদের মাধ্যম হিসাবে হরতাল করা শরী'আত সম্মত। কারণ বড় ক্ষতি দূর করার জন্য ছোট ক্ষতি বরণ করায় শরী'আতে কোন বাধা নেই। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২০/১৮০)
জুন' ১৪	বাংলাদেশের ন্যায় একটি দেশে সামরিক বাহিনী বা পুলিশ বাহিনীতে চাকুরী করা শরী'আতসম্মত হবে কি? এরূপ চাকুরীতে থাকা অবস্থায় যদি কেউ মারা যায়, তাহ'লে তাকে 'শহীদ' বলা যাবে কি?	(৯/২৮৯)
	চিকিৎসা	
এপ্রিল'১৪	শরী'আতে সুরমা ব্যবহারের ব্যাপারে কোন নির্দেশনা আছে কি? এর উপকারিতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২০/২২০)
	বিবিধ	
অক্টোবর'১৩	স্বীয় আত্মাকে পাপ কাজে প্ররোচিত হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য করণীয় কি?	(৯/৯)
ডিসেম্বর'১৩	জামে' ছাগীর ও জামে' কাবীর গ্রন্থদ্বয়ের লেখকের নামসহ বিস্তারিত জানতে চাই।	(৫/৮৫)
ডিসেম্বর'১৩	বেড়ানো বা পড়াশুনার উদ্দেশ্যে অমুসলিম দেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?	(৩২/১১২)
ডিসেম্বর'১৩	জিন ও মানুষ ব্যতীত অন্য কোন উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন সৃষ্টি সম্পর্কে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে কিছু পাওয়া যায় কি?	(৩৫/১১৫)
ডিসেম্বর'১৩	আলেমগণের মাঝে মতভেদের কারণ কি এবং এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের করণীয় কি? কিরূপ মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে গোনাহ হয় না? ব্যাখ্যাগত মতপার্থক্যের কারণে যে সামাজিক বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়, সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের করণীয় কি?	(৩৬/১১৬)
ডিসেম্বর'১৩	রাসূল (ছাঃ)-এর অসীলায় প্রার্থনা করা বা কোন বিপদে তার নিকটে সাহায্য কামনা করা কি শরী'আতসম্মত?	(৩৯/১১৯)
ডিসেম্বর'১৩	অনেক মানুষকে ইসলামের বিভিন্ন বিধান সম্পর্কে বললে তারা সেগুলিকে শাখাগত বিষয় বলে এড়িয়ে যান। যেমন দাড়ি রাখা প্রসঙ্গে। এক্ষণে দ্বীনের মধ্যে মৌলিক ও শাখাগত বিষয় বলে কোন পার্থক্য আছে কি?	(৪০/১২০)
জানুয়ারী'১৪	সাদা দাড়ি রং করার ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি?	(৭/১২৭)
জানুয়ারী'১৪	অসুস্থ অমুসলিম ব্যক্তিকে সুস্থতার জন্য যমযমের পানি খাওয়ানো যাবে কি?	(৮/১২৮)
জানুয়ারী'১৪	তওবার নিয়ম কি? এর জন্য কোন দো'আ আছে কি?	(৯/১২৯)
জানুয়ারী'১৪	হানাফী মাযহাবের মূল গ্রন্থ কি কি?	(১৪/১৩৪)
জানুয়ারী'১৪	বর্তমানে রাসূল (ছাঃ)-এর কবরটি সবুজ গম্বুজ দ্বারা সুশোভিত করে রাখা আছে। এটা কি শরী'আতসম্মত?	(১৫/১৩৫)
জানুয়ারী'১৪	অত্যাচারের শিকার এমন ব্যক্তি প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করে দিলে সে কেমন প্রতিদান লাভ করবে?	(২১/১৪১)
মার্চ'১৪	রাসূল (ছাঃ)-এর প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করার ক্ষেত্রে শরী'আতের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৯/১৬৯)
এপ্রিল'১৪	ফাৎরাতুল অহি কি? এর সময়কাল জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৯/২১৯)
এপ্রিল'১৪	মক্কা বিজয়ের পর আর কোন হিজরত আছে কি? থাকলে তার স্বরূপ কি?	(৩০/২৩০)
এপ্রিল'১৪	রাসূল (ছাঃ) কৃত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ৩০ জন ভণ্ডনবীর মধ্যে এ পর্যন্ত কতজনের আবির্ভাব ঘটেছে? এটা কি ত্রিশ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ?	(৩৩/২৩৩)
মে' ১৪	জনৈক বক্তা বলেন, সাতদিন দুধপান করলে শিশু দুধ সন্তান হিসাবে গণ্য হবে। এর সত্যতা আছে কি?	(৫/২৪৫)
মে' ১৪	ইমাম গাযালী (রহঃ) ও তাঁর লেখনী সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১২/২৫২)
মে' ১৪	অনেক জীবিত বা মৃত ব্যক্তির নামের শেষে (রহঃ) যোগ করা হয়। এর জন্য বিশেষ কোন যোগ্যতা রয়েছে কি?	(১৩/২৫৩)
মে' ১৪	ইহূদী-খ্রিষ্টান ও হিন্দু-বৌদ্ধ সহ বর্তমান বিশ্বের সমস্ত মানুষকে উম্মতে মুহাম্মাদী বলে আখ্যায়িত করা যাবে কি?	(১৪/২৫৪)
মে' ১৪	আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির জন্য দো'আ, দান-ছাদাক্বা বা তার পক্ষ থেকে ওমরা ইত্যাদি করা যাবে কি?	(২৯/২৬৯)
জুলাই'১৪	ইলহাম, ইলক্বা, কাশফ বলতে কি বুঝায় ? শরী'আতে এসবের গুরুত্ব কতটুকু?	(৪০/৩৬০)
সেপ্টেম্বর'১৪	ঝড়-তুফানের সময় আযান দেওয়া যাবে কি?	(১৮/৪১৮)

বর্ষশেষের নিবেদন :

১৭তম বর্ষ শেষে ১৮তম বর্ষের আগমনে আমাদের সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা এবং দেশী ও প্রবাসী সকল শুভানুধ্যায়ীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে আত-তাহরীকের অগ্রযাত্রা যেন অব্যাহত থাকে, আল্লাহ্র নিকটে আকুলভাবে সেই প্রার্থনা জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের খুলূছিয়াতকে কবুল করুন এবং দ্বীনদার ভাই-বোনদের হৃদয় সমূহকে আমাদের প্রতি রুজূ করে দিন- আমীন! *[সম্পাদক]*